যুক্তরাষ্ট্রে দুই গ্র্যান্ড-মাস্টারকে হারিয়ে দিলেন বাংলাদেশের মনন পৃষ্ঠা ২৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 2 January 2025, 8th Year, Issue 407, 40 Pages

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২৫ উপলক্ষে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীসহ সবাইকে শুভেচ্ছা। —সম্পাদক

বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৮ পৌষ ১৪৩১, ২ রজব ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০৭, পৃষ্ঠা: ৪০

সরকারের শক্তির থেকেও মানুষের শক্তি বেশি: ড. ইউনূস

ঢাকা অফিস

ড. ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সরকারের শক্তির থেকেও মানুষের শক্তি বেশি। দেশকে এগিয়ে নিতে সরকারের ওপর শতভাগ নির্ভরশীল না হয়ে ব্যক্তিপর্যায়ে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি।

জাতীয় সমাজ সেবা দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার সমাজ সেবা অধিদপ্তর আয়োজিত ওয়াকাথন ও সমাজ সেবা সম্মেলন উদ্বোধনের সময়

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন ও সংস্কার উভয়ই প্রয়োজন

তারেক রহমানের মন্তব্য

ঢাকা অফিস

তারেক রহমান

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের গুণগত পরিবর্তনের জন্য সংস্কার এবং নির্বাচন উভয়ই প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, কোনো কোনো মহল থেকে সংস্কার নাকি নির্বাচন এ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

শেখ হাসিনা

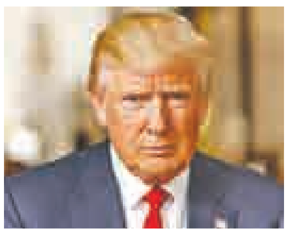
ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাশার আল আসাদ

বিশ্বজুড়ে উত্তাপ ছড়ানো ঘটনাবহুল এক বছর

ফিরে দেখা ২০২৪

একের পর এক সংঘাত, পালাবদল, নির্বাচনের ডামাডোল মিলিয়ে ২০২৪ সালকে বলা যেতে পারে 'উত্তাপ' ছড়ানোর বছর।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

একের পর এক সংঘাত, ক্ষমতার পালাবদল, নির্বাচনের ডামাডোল, রেকর্ড তাপমাত্রা সব মিলিয়ে ২০২৪ সালকে হয়তো বলা যেতে পারে 'উত্তাপ' ছড়ানোর বছর। বলতে গেলে এক রকম টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে পুরো বছরটি।

পতন, পলায়ন

বিশ্বের নানা অঞ্চলে যুদ্ধ, হামলা-পাল্টা হামলা, রক্তক্ষয়ী আন্দোলন উত্তেজনা তৈরি করেছে। লড়াইয়ের কারণে হাজারো মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখো শিশু থেকে বৃদ্ধ।বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা শাসকদের

> ■ দেড় দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পালানো এবং পাঁচই অগাস্টের পরিস্থিতি এসব কিছুই হয়ে দাঁড়ায় বৈশ্বিক খবর।

পতনের ঘটনাও সীমানা ছাড়িয়ে আলোচনার ঝড় তৈরি করেছে বিশ্বজুড়ে।সংঘাতের কারণে যেমন রক্তবন্যা বয়ে গেছে, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগেও হারিয়েছে অগণিত প্রাণ। রেকর্ড প্রখর উত্তাপ, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বন্যায় অগণিত মানুষের দুর্ভোগ বছরজুড়েই খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে।রাজনৈতিক পর্যায়ে এ বছরের বড় নাটকীয় পরিবর্তন বলা যায় বাংলাদেশ ও সিরিয়ার সরকার পতন এবং ক্ষমতাবানদের দেশ ছেড়ে পালানোর ঘটনা।

বাংলাদেশে জুলাই মাসের আন্দোলন, ইন্টারনেট বন্ধ, সহিংসতার ঘটনা বিশ্বজুড়েই খবরের শিরোনাম হয়েছে। খুব কম সময়ে অনেক বেশি রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সম্মুখিন হয় বাংলাদেশ। দেড় দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পালানো এবং পাঁচই অগাস্টের পরিস্থিতি এসব কিছুই হয়ে দাঁড়ায় বৈশ্বিক খবর। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের উপদেষ্টা হওয়ার বিষয়টিও ছিল আলোচনায়। পরবর্তীতে সংখ্যালঘু ইস্যু, সাবেক প্রাধানমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা, গুম-নির্যাতন নিয়ে তদন্ত এমন অনেক বিষয়ই আন্তর্জাতিক খবরে উঠে আসে।বছরের প্রায় শেষদিকে এসে ২০০০ সাল থেকে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকা বাশার আল আসাদের দুর্গের পতন হয়। দেশ গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হলেও মূলত রাশিয়া ও ইরানের সমর্থনের জোরে টিকে ছিলেন আসাদ।গত বছর আরব লীগে তার প্রত্যাবর্তনকে অনেকটা জয় হিসেবেই দেখা হয়েছিল। যদিও এ দফায় বিদ্রোহীদের দমাতে না পেরে রাশিয়া পালিয়ে যেতে হয়েছে এই নেতাকে। এর মধ্য দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

২০২৫ সবার জন্য মঙ্গলময় হোক

ইব্রাহীম চৌধুরী

নতুন বছর মানেই ক্যালেন্ডারের নতুন পাতা। যেন নতুন করে শুরু করা। পুরোনো বছরের স্মৃতি, সাফল্য, ব্যর্থতা, আর শিক্ষা নিয়ে আমরা প্রবেশ করি নতুন ক্যালেন্ডারের এক অজানা অধ্যায়ে। সময়ের এই ধারাবাহিক পরিবর্তন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি বছরই আমাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করার সুযোগ।

নতুন বছর নিয়ে প্রত্যেকের প্রত্যাশা ভিন্ন হতে পারে। কেউ চাইবে পেশাগত জীবনে সাফল্য, কেউ বা ব্যক্তিগত জীবনে প্রশান্তি। কিন্তু নতুন বছর আমাদের সবার জন্যই একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করে-পুরোনো ভুলগুলো থেকে শিখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

আমাদের প্রত্যাশাগুলো প্রথমত শুরু হয় নিজেকে ঘিরে। স্বাস্থ্যের যত্ন, মানসিক শান্তি আর প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রতিশ্রুতি আমরা বছরের শুরুতে প্রায়ই করে থাকি। তবে, এই প্রতিশ্রুতিগুলো ধরে রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিনের ছোট ছোট পরিবর্তন যেমন নিয়মিত শরীরচর্চা, পঠন-পাঠন বা সময়মত বিশ্রাম নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা- এসবই হতে পারে নতুন বছরে সাফল্যের মাইলফলক।

প্রত্যেক ব্যক্তির মত সমাজ ও জাতিরও রয়েছে নতুন বছরে নতুন প্রত্যাশা। আমরা আশা করি, একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সহিষ্ণু সমাজের। যেখানে ন্যায়বিচার, সমানাধিকার এবং সকলের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণা নিয়ে ধোঁয়াশা

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান

ছাত্ররা ৩১ ডিসেম্বর সমাবেশ থেকে ঘোষণাপত্রের জন্য সরকারকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণা নিয়ে এ ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই

ঘোষণাপত্র বা প্রোক্লামেশন তারাই তৈরি করবে। এবং সব পক্ষের সাথে কথা বলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই ঘোষণাপত্র

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

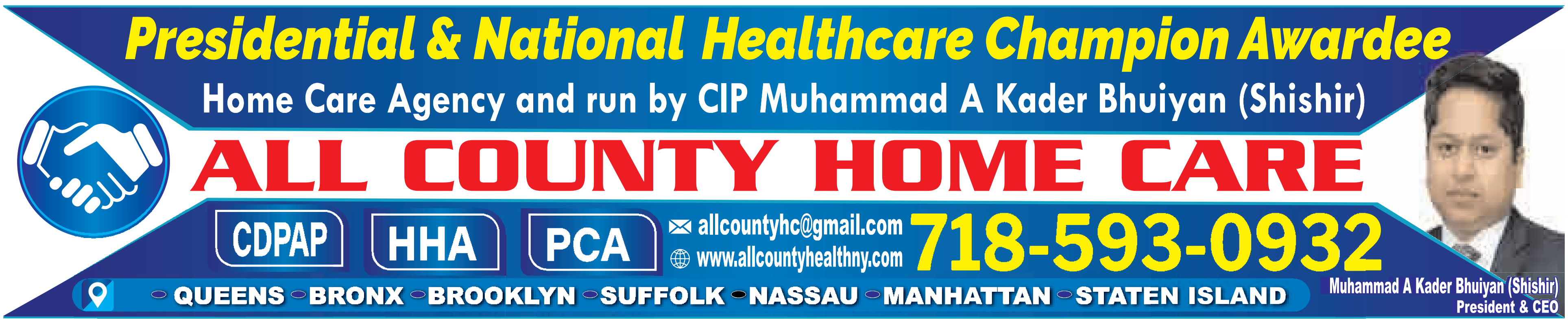

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যরাম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারতীয় হাইকমিশনে গেলেন ড. ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে গিয়ে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, মুহাম্মদ ইউনূস আজ ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে গিয়ে দেশটির প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ভারতীয় হাইকমিশনে খোলা শোকবইয়ে শোকবার্তাও লিখেছেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা আজ বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর বারিধারায় ভারতীয় হাইকমিশনে প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান। মুহাম্মদ ইউনূস ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে কিছু সময় কথা বলেন। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘তিনি কত সাদামাটা ছিলেন! কত জ্ঞানী ছিলেন!’

মুহাম্মদ ইউনূস আরও বলেন, ভারতকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক জায়ান্টে পরিণত করতে মনমোহন সিং একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মনমোহন সিং গত বৃহস্পতিবার রাতে ভারতের নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) হাসপাতালে মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত টানা দুই মেয়াদে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

নিহতের পরিবারকে পুলিশি হয়রানি বন্ধে হচ্ছে বিশেষ সেল

ছাত্র–জনতার আন্দোলন

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শহিদ পরিবারকে সহায়তা অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

ঢাকা অফিস

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহিদ পরিবারের সদস্যদের পুলিশি হয়রানি বন্ধে বিশেষ সেল গঠন করছে আইন মন্ত্রণালয়। ৭ দিনের মধ্যে এই সেল কাজ শুরু করবে বলে নিশ্চিত করেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সোমবার সকালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগরভবনে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শহিদ পরিবারকে সহায়তা অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন তিনি।

সকালে জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেওয়া আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করতে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনে আসেন শহিদ পরিবারের সদস্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পুলিশি ও আইনি হয়রানির অভিযোগ করেন তারা। ক্ষোভ জানান অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর।

গণহত্যাকারীদের বিচার করা সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মন্তব্য করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। তারা জানান, বিচার না হলে সরকার ও ছাত্ররা ব্যর্থ হবে।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেন, ‘এটা এই অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতা। এই একটা জায়গায় যদি আমরা সফল না হই, দৃশ্যমান বিচার আমরা না দেখতে পাই বাংলাদেশের ইতিহাসে এই চব্বিশের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হয়ে থাকবে এটিই। এবং এর দায় আমরা কেউ কোনোদিন উপেক্ষা করতে পারব না।’

জুলাই গণহত্যার বিচারে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে উল্লেখ করে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের ওপর জোর দেন অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা।

এ সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, ‘হত্যাকারী খুনি হাসিনা এবং তার পুলিশ বাহিনী এবং যারা এটার সাথে জড়িত ছিল প্রত্যেকের বিচার করা। এই বিচার হতেই হবে এই বাংলাদেশের মাটিতে।’

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘উপায় হবে বিচার। আর আরেকটা বড় উপায় হবে এই দেশটাকে যদি সত্যিকার অর্থে যে জন্য আপনাদের পরিবারের সদস্যরা প্রাণ দিয়েছেন সে লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার অন্তত যাত্রাটুকু আমরা শুরু করতে পারি।’

অন্যদিকে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, ফায়দা হাসিলের জন্য একটি পক্ষ যাকে-তাকে আসামি করে মামলা করছে। ফলে, বিচার প্রক্রিয়া বিতর্কিত হচ্ছে।

আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘বিচারের প্রত্যাশা এটা নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে আমাদের সমাজে। এদেরকে আমরা চিহ্নিত করব। অবশ্যই তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। প্রথমে আমাদের সুক্ষ্মভাবে মামলা করতে হবে। আমাদের আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে লিগাল এইড সেল গঠন করে দেবো। আমি কথা দিচ্ছি, আগামী ৭দিনের মধ্যে এটা করে দেব।’

পরে ৭৭ জন শহিদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন উপদেষ্টারা।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

হিউম্যান কনসার্ন এবং প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের শীত উপহার

নিউইয়র্ক

৩০ ডিসেম্বর সোমবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিসে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সোহানা নাজনীন

উত্তর আমেরিকায় অন্যতম শীর্ষ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ'র প্রধান নির্বাহী মাসুম মাহবুব বলেছেন জনসমাজের সাথে দৃঢ় আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের অনেক কিছুই অর্জন করা সম্ভব।

৩০ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিসে দেয়া এক বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ এবং নিউইয়র্ক প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতের উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাসুম মাহবুব। জ্যাকসন হাইটসে প্রথম আলো কার্যালয়ে তাঁকে স্বাগত জানান সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী এবং প্রথম আলো পরিবারের কর্মীরা।

বছর শেষের এক নির্মল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শীতের উপহার প্রদান করা হয় নিউইয়র্ক জনসমাজের অর্ধশতাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের। উপহার পাওয়ার তালিকায় ছিলেন কোনো লেখক সাংবাদিক, কারো মা বাবা, কারো সন্তান বা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে সংশ্লিষ্ট কারো জীবনসঙ্গী। অনেকেই ব্যতিক্রমধর্মী এ অনুষ্ঠানে উপহার পেয়ে আনন্দ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। স্বল্প পরিসরের কার্যালয় থেকে বিকেল চারটায় উপহার প্রদান শুরু হয়। শুরুতেই নিউইয়র্ক প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, জনসমাজের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও ভালোবাসার আদান প্রদানের মাধ্যমে সময়ের অনেক চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই চিন্তায় ও কর্মে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। একটি ভালোবাসার প্লাটফর্ম হিসেবে এখানে সবাই নিজেকে অসংকোচে প্রকাশ করতে পারেন। এ প্রকাশ যদি ভালোবাসার হয়, যদি বিদ্বেষের না হয়, যদি শান্তির পক্ষে হয়-তখনই ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মাসুম মাহবুব তার বক্তৃতায় হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ'র কাজ কর্ম নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। মধ্যপ্রাচ্য সহ বাংলাদেশে বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরেন। সহযোগী পত্রিকা সাপ্তাহিক প্রবাসের সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ প্রথম আলোর এমন ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সেক্রেটারি মশিউর রহমান মজুমদার উপস্থিত লেখক সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, লেখক সাংবাদিকদের মধ্যে রহমান মাহবুব, মনিজা রহমান, এইচ বি রিতা, শেলী জামান খান, রওশন হক, সোহানা নাজনীন, রাশীদা আখতার, ফরিদা ইয়াসমীন,রুপা খানম, সেমু আফরোজা,শাহানা বেগম, রওশন জাহান, মনীষা দত্ত তৃষা, আব্দুল কাইউম, আছকির মিয়া, মোহাম্মদ আলী, জাকির হোসেইন, শাফায়েত মজুমদার, বিলকিস আক্তার সুমি, ইসমত হানিফা প্রমুখ।

সন্ধ্যার পর লেখক সাংবাদিকদের নিয়ে আয়োজিত নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। তিনি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক সাংবাদিকদের মাধ্যমে জনসমাজকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাশে যেমন সবসময় আছেন, এমন করে থাকবেন বলে উল্লেখ করেন।

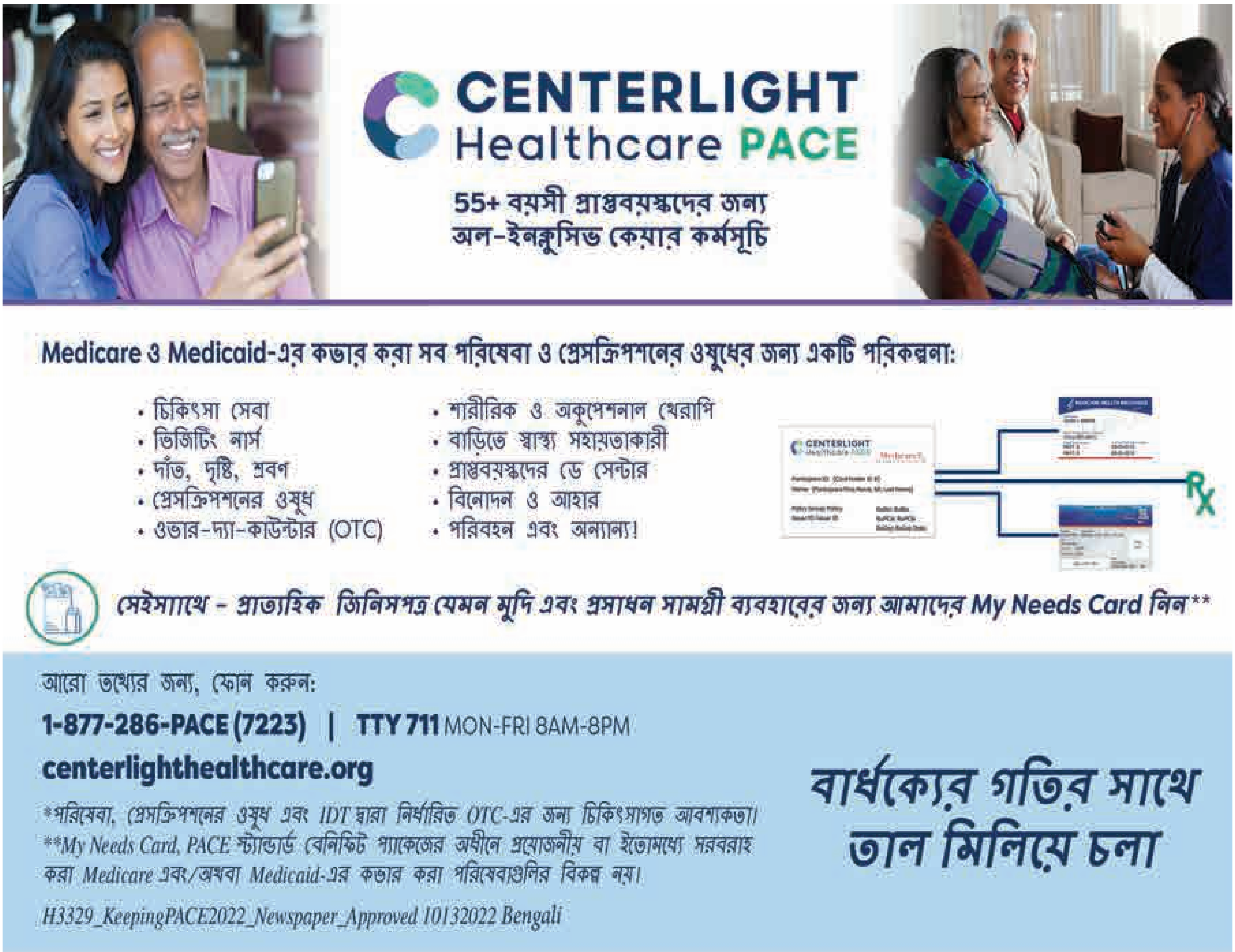

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER

حلال HALAL

FREE WiFi

দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।

- সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH Uber Eats GRUBHUB

www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)

ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

২০২৫ সাল হোক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার ভিন্ন ধাপ!

নতুন বছরের সূচনা বা খৃষ্ট নববর্ষ সারা বিশ্বে উদযাপিত হয় ১ জানুয়ারি, তবে এর উৎস, ইতিহাস ও বিবর্তন অনেকটাই ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত। খৃষ্ট নববর্ষের প্রেক্ষাপট মূলত খ্রিষ্টান ধর্মের ঐতিহ্য এবং গ্রীক রোমান ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে উদ্ভূত।

খৃষ্ট নববর্ষের শুরু ৪৩ খ্রিস্টাব্দে, যখন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার রোমান ক্যালেন্ডার সংস্কার করেন। ১ জানুয়ারি তারিখটি এই সংস্কারের অংশ হিসেবে ছিল। তবে, প্রাচীন যুগে বিভিন্ন সভ্যতা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বছরের শুরু এবং শেষ নির্ধারণ করত। উদাহরণস্বরূপ, চীনা ক্যালেন্ডার, হিজরি ক্যালেন্ডার, হিব্রু ক্যালেন্ডার সবই বিভিন্ন সময় নববর্ষ উদযাপন করত। খৃষ্টান বিশ্বে ১ জানুয়ারি নববর্ষ পালন শুরুর পর, এই তারিখটি ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

নববর্ষ উদযাপন আজকের দিনে শুধুমাত্র ধর্মীয় উদযাপন নয়, এটি এক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদের মধ্যে সান্নিধ্য, পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও আনন্দ ভাগাভাগি করা হয়। উদযাপনটি বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। পশ্চিমা দেশগুলিতে এটি আনন্দ, পার্টি, আতশবাজি এবং নতুন বছরকে উদযাপনের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়, যেখানে প্রাচ্যদেশগুলিতে বিশেষ ধর্মীয় প্রার্থনা ও রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়। নতুন বছরের আগমন মানুষের মনে নতুন আশা, নতুন চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য অর্জনের প্রত্যাশা নিয়ে আসে। মানুষের জীবনযাত্রা এবং সমাজে সমৃদ্ধি আশা করা হয়, এবং এটি এক নতুন সূচনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। একে কেন্দ্র করে সব বয়সী মানুষ নতুন স্বপ্ন, পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে।

খৃষ্ট নববর্ষ শুধু একটি ক্যালেন্ডার সংক্রান্ত দিন নয়, এটি এক জীবনের নবপ্রাণ, নতুন সূচনা ও প্রত্যাশার একটি দিন, যেখানে পৃথিবীজুড়ে মানুষ একসাথে ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং সাফল্যের দোয়া করে থাকে। এটি সত্যি, যে প্রতিটি নববর্ষ মানুষের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যেখানে প্রত্যাশা থাকে আরো সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি ও ভালোবাসার।

বিশ্ব আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে, যেখানে যুদ্ধ, দারিদ্র্য, ও ক্ষুধা লাখ লাখ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে রেখেছে। তবে, আমাদের কাছে ২০২৫ সাল একটি নতুন দৃষ্টিকোণ হতে পারে — একটি পৃথিবী যেখানে শান্তি, ভালোবাসা এবং সমৃদ্ধি একে অপরকে সমর্থন করে।

রক্তপাতহীনতা আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হতে পারে। যুদ্ধের মাধ্যমে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি, বরং তা মানুষের জীবন, সমাজ এবং পরিবেশের উপর গভীর আঘাত রেখেছে। ২০২৫ সাল আমাদের আহ্বান জানায়, আমরা যেন যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির পক্ষে দাঁড়াই, একে অপরকে সমর্থন করি এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করি। বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনো ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ করছে। ক্ষুধা শুধু শারীরিক দুর্ভোগই নয়, এটি সমাজে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে। ২০২৫ সালকে মানবতার জয়গান হিসেবে চিহ্নিত করতে আমাদের উচিত, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দরিদ্রদের জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

মন্দার অন্ধকারে মানুষ যখন হতাশ, তখন আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নতুন সুযোগ ও স্বপ্ন দেখানো। নতুন বছরের আগমন হোক এক নতুন সংগ্রামের সূচনা, যেখানে সবাই একসাথে কাজ করবে, দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে। ২০২৫ সাল আমাদের এক হতে শিখিয়ে দিক, যেন আমরা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে শান্তি, খাদ্য, নিরাপত্তা এবং ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানবতার জয়গান জাগ্রত হোক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ এবং গতিশীল করে না, বরং আমাদের চিন্তা এবং কাজের ধরনেও মৌলিক পরিবর্তন আনছে। অটোমেশন, রোবটিক্স, ব্লকচেইন, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মতো নতুন উদ্ভাবনগুলো আমাদের কাজের ধরণ, উৎপাদন ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশকে এক নতুন রূপে গড়ে তুলবে। সেই সাথে, মানুষের জীবনযাত্রায় একটি বড় পরিবর্তন আসবে, যেখানে কাজের চাপ কমবে এবং আমরা আরও সময় পাবো মানসিক শান্তি এবং সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য।

২০২৫ সাল এমন একটি সময় হতে পারে, যখন বিশ্বের প্রতিটি কোণে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপকারিতা উপভোগ করতে পারবে, বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে এখনো উন্নয়ন অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা নিয়ে আসতে পারব প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে আগে এক্সেস ছিল না। ফলে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা একটি বৈশ্বিক বিপ্লব ঘটাতে পারব।

তবে, এই সমস্ত প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান শুধু উন্নতি না এনে মানুষের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা যেন মানুষের নৈতিকতা, সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে এগিয়ে চলে, সেটি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এটি আমাদের দায়িত্ব, ২০২৫ সালকে এমন একটি বছর হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে আমরা সবাই মিলে প্রযুক্তির উন্নয়নকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাবো। ২০২৫ হবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে মানবতার সেবা, সমৃদ্ধি এবং শান্তির জন্য ব্যবহার করার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

দুর্নীতিমুক্ত হোক বাংলাদেশ

ম. জাভেদ ইকবাল

দেশে যতগুলো সমস্যা জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি, ন্যায়বিচার ও সুশাসনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতি তার মধ্যে একটি। জনসংখ্যাধিক্য ও ছোট আয়তনের এ দেশটিতে দারিদ্র্য ও সম্পদের অভাবের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই দুর্নীতি চলে আসছে। দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচিতে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পায়নি। জীবনযাত্রার মানও হয়েছে নিম্নগামী।

দুর্নীতির ধারণাসূচকে দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে, ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার'। আর ধারণাসূচক অনুযায়ী, গত ১৬ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল ২০২৩ সালে। বিগত সরকারের আমলে সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির মহোৎসব চলতে দেখা গেছে। দুর্নীতির মাত্রা কোন দেশে কেমন, সে সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে জার্মানির বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)।

২০২৩ সালের জন্য দুর্নীতির ধারণাসূচক অনুযায়ী, দুর্নীতির মাত্রা বিশ্বের যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। এর আগে ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। টিআইয়ের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই এবং যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন রয়েছে, সেসব দেশের চেয়েও বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা বেশি। দুর্নীতি বেশি এমন দেশের তালিকায় ২০০৮ সালে দশম স্থানে ছিল বাংলাদেশ। এরপর ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান ঘুরেফিরে ১২ থেকে ১৭ এর মধ্যে ছিল। এবার তা ১০-এ নেমে এসেছে। অর্থাৎ ধারণাসূচক অনুযায়ী, দেশে দুর্নীতি আগের চেয়ে বেড়েছে। টিআইয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শুধু আফগানিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে দুর্নীতির হার বেশি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশকে কি একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব? সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে ২৮ উপায়ে দুর্নীতির মাধ্যমে ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি। প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা ৬০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে প্রায় ১৪ থেকে ২৪ বিলিয়ন ডলার (১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা) রাজনৈতিক চাঁদাবাজি, ঘুষ এবং বাজেট বাড়ানোর মতো বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে নষ্ট হয়েছে। এতে বলা হয় রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাংকিং খাতের সংকটকে গভীর করেছে। ১৫ বছরে দেশের ব্যাংক খাতে যে মন্দ ঋণ তৈরি হয়েছে, তা দিয়ে ১৪টি মেট্রোরেল বা ২৪টি পদ্মা সেতু করা যেত।

দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে আইডিবি, এডিবিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও নীতিনির্ধারকরা দীর্ঘদিন ধরেই সব সরকারকেই দুর্নীতি হ্রাস করার উপায় হিসেবে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। টিআইবিও বিভিন্ন সময়ে সভা, সেমিনার ও রিপোর্টের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে নানাভাবে বিগত সব সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন একটা হয়নি। অর্থাৎ দেশ এখন পর্যন্ত দুর্নীতিমুক্ত হতে পারেনি। দুর্নীতিগ্রস্তরা পদের কারণে যেমন ক্ষমতাবান, তেমনি তাদের রাজনৈতিকভাবে সহায়তা দেয়া হয়। ভোগবাদী মানসিকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অভাব দুর্নীতির পেছনে দায়ী। তবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট দেখলে বোঝা যায় ভোগবাদী মানসিকতাই দায়ী। বাংলাদেশে বর্তমানে সব শ্রেণির ব্যক্তিরাই ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। তবে উচ্চ পর্যায়ের কর্তারা মূলত তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে গিয়ে ঘুষ গ্রহণকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরাও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। দেখা যায় যে প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষ ঘুষ খেয়ে থাকে।

যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩' শীর্ষক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রতিবেদনে। গত ৩ ডিসেম্বর টিআইবির প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, পাসপোর্ট সেবা নিতে গিয়ে গত বছর দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। সেবা খাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয় বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে। এরপর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাংকিং ও স্থানীয় সরকারের মতো খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা খাতে উন্নতি খুবই নগণ্য এবং এখনো সর্বোচ্চ উদ্বেগজনক অবস্থায়ই রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গঠিত একটি কমিশন। এটি ২০০৪ সালের ৯ মে মাসের দুর্নীতি দমন আইন অনুসারে কার্যকর হয়েছে। একজন চেয়ারম্যান ও দুজন কমিশনার নিয়ে গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয় ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। এ সংস্থার লক্ষ্য হচ্ছে দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কাজ প্রতিরোধ করা। দুদক আইন- ২০০৪ ও দুদক বিধিমালা- ২০০৭ অনুসারে সরকারি চাকরিজীবীদের দায়িত্ব পালনের সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ বা উপঢৌকন গ্রহণ ও বেআইনিভাবে নিজ নামে কিংবা বেনামে অবৈধ সম্পদ অর্জন মতো বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার গুরুদায়িত্ব দুদকের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু দুদক বাংলাদেশের বড় কোনো কর্মকর্তাকে এমন অপরাধে শাস্তি দিয়েছে এমন ঘটনা বিরল। আবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যদি অনুমতি ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেন দুদকে আইনে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করলেও সমাজে দুর্নীতি বিদ্যমান থাকায় জনগণ এর সুফল পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছে না। দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে সব কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির যথাযথ ব্যবস্থা করা; দারিদ্র্যবিমোচন ও আয়বৈষম্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন; সর্বদা দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া এবং দুর্নীতিবিষয়ক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা জরুরি। দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারসহ কার্যকর গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতির প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও তা দূর করতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জরুরি। তা ছাড়া গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়া; সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয় সম্পৃক্ততা বিচ্ছিন্ন করা এবং সর্ব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোও আবশ্যক।

রাজনৈতিক দল, জনপ্রতিনিধি, সরকার ও সরকারের ভেতরে এবং বাইরে গণতন্ত্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি দমনে ভূমিকা রাখতে পারে। ক্ষমতার উৎস যে জনগণ, তা যেন সরকার ও জনগণ ভুলে না যায়। এর জন্য গবেষণালব্ধ তথ্য ও বিশ্লেষণভিত্তিক প্রচারণা এবং চাহিদা জোরদার করার সামাজিক আন্দোলনটি কার্যকর রাখা জরুরি। তরুণ সমাজ এগিয়ে এল কাজটি আরও সহজ হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা ও সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরি। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং জনস্বার্থে এর কুফল সম্পর্কে তথা জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। দুর্নীতির অভিযানকে সফল করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ-উদ্যমকে একযোগে কাজে লাগাতে হবে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তবুও এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। রাষ্ট্র ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে তেমনি সামাজিকভাবেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে আরও কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। সরকার, বেসরকারি সংস্থা, মিডিয়া এবং জনগণ সর্বোপরি তরুণ সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি এমন ধরনের শক্ত আসন গেড়েছে যে, একে চুরমার করে রাতারাতি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বানিয়ে ফেলার কাজটি একেবারে সহজ না। তবে ইচ্ছে থাকলে দেয়াল যত শক্তই হোক তাকে ভাঙতে হাতুড়ির আঘাতই যথেষ্ট। জেগে ওঠা তরুণরা পারে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে দেশকে রক্ষা করতে। আমাদের চাওয়া না চাওয়ার ওপরই নির্ভর করছে দুর্নীতি আমাদের দেশ থেকে নির্মূল হবে কি হবে না। আমরা সমাজ থেকে দুর্নীতির মতো সব জঞ্জাল পরিষ্কার করতে চাই। এই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গেলে আমাদের তরুণদের মাঠে নামতে হবে। আসুন, সবাই মিলে দুর্নীতিকে 'না' বলি।

শিশুরা খেলুক, শিশুরা হাসুক, শিশুরা গড়ুক আগামী

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম এক ঘণ্টা করে খেলাধুলা ও শারীরিক সক্রিয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকা প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ন্যূনতম ৯ বর্গমিটার খোলা জায়গা, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। সেই হিসেবে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য সোয়া দুই একর খোলা জায়গা এবং এক একর খেলার মাঠের প্রয়োজন।

শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা খেলার মাঠ বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়। সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রচারের জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনার মানদণ্ড অনুযায়ী যেকোনো আবাসন এলাকার ন্যূনতম ১০ ভাগ খেলার মাঠ-পার্ক প্রভৃতি বিনোদন সুবিধার জন্য বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

অতি ঘন নগর এলাকায় প্রতি আধা বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা বিবেচনায় ন্যূনতম একটি খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। খেলার মাঠ আমাদের সামাজিকীকরণ বাড়ায় ও উদার চিত্ত হৃদয়ের মানুষ গড়তে সহায়তা করে। সমাজকল্যাণ, মনোবিদ্যা এবং অপরাধ-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোর-তরুণদের দ্বারা অপরাধের মাত্রার সঙ্গে খেলার মাঠের সুবিধা, পার্কের সংখ্যা, খোলা জায়গার পরিমাণ প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

উন্নত বিশ্ব তথা ইউরোপ বা আমেরিকার দিকে তাকালে দেখা যাবে তাদের পরিকল্পনার একটা বড় অংশ থাকে শিশুদের শিক্ষা, বিনোদন, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চা নিয়ে। বিশ্বের যে দেশগুলো শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠের ওপর জোর দেয় তারা প্রায়শই শিশু কল্যাণ, শিক্ষা এবং উদ্ভাবনী নগর পরিকল্পনার প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং শিশুর বিকাশকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সংবেদনশীল এবং কল্পনাপ্রসূত খেলার জন্য প্রাকৃতিক উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করে তারা শিশুদের জন্য উপযোগী খেলার মাঠ তৈরি করে। তারা মনে করে শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং তাদের নিজের জীবনে ঝুঁকি এড়াতে এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে খেলার মাঠের বিকল্প নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুপারকিলেন পার্ক (ডেনমার্ক), টিভোলি গার্ডেনস খেলার মাঠ (সুইডেন)।

আমরা অনেকেই খুঁজে থাকি বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও বসবাসযোগ্য দেশগুলোর র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা কোন দেশ। যাদের সামর্থ্য আছে তারা ওইসব দেশে শিশুদের নিয়ে পাড়ি জমাতে চান। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন হলো ইউনিসেফ। প্রতি বছর এই সংগঠনটি শিশুর সুস্থতার একটি 'রিপোর্ট কার্ড' তৈরি করে।

খেলার মাঠ না থাকায় শিশু-কিশোররা খুব স্বাভাবিকভাবে নিজের অজান্তেই সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল গেমসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার বাড়ছে।

জাপানে শৈশবে স্থূলতার হার সবচেয়ে কম। এর পাশাপাশি, শিশুমৃত্যুর হার কম, বায়ু ও পানি দূষণের মাত্রাও (যা শিশুদের প্রভাবিত করে) কম। এটি যেকোনো পরিবারের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ দেশগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে ট্র্যাফিক দুর্ঘটনা যেমন কম ঘটে, তেমনি যেকোনো দেশের তুলনায় জাপানে খুনের হার সবচেয়ে কম, প্রতি লাখে মাত্র দশমিক দুই জন মানুষ।

শিশুরা রাজধানী টোকিওর চারপাশে হাঁটতে পারে এবং নিজে নিজে স্কুলে যেতে পারে এবং খেলাধুলা করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের পর্যাপ্ত কায়িক শ্রম দরকার। এতে তাদের পেশি ও হাড় দৃঢ় ও মজবুত হয়।

এস্তোনিয়ায় শিশুরা কম বায়ু ও শব্দ দূষণ এবং কীটনাশকের সংস্পর্শে আসে। সেখানে খেলাধুলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এস্তোনিয়ায় বেশি সবুজ স্থান রয়েছে। শিশুরাও বাড়ির কাছাকাছি খেলার মাঠ এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক সুবিধা উপভোগ করতে পারে।

এস্তোনিয়ায় কম ওজন নিয়ে শিশু জন্ম নেওয়ার হার বিশ্বের দ্বিতীয়-সর্বনিম্ন এবং প্রসূতি মায়ের প্রসবপূর্ব যত্নের গুণমানেও দেশটি বেশ এগিয়ে। এখানকার শিশুদের গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষাগত দক্ষতা এশিয়ার বাইরের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি।

জার্মানি শিক্ষা দর্শনের পাশাপাশি খেলার মাঠের ফোকাস বেশি দেয়। অ্যাডভেঞ্চার খেলার মাঠ নির্মাণ এবং সৃজনশীল স্বাধীনতা প্রচার করায় জার্মানি অনেক এগিয়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মেনে তারা তৈরি করেছে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ। সেখানে তারা মূলত শিশুর মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীল দক্ষতা তৈরিতে অধিক মনোযোগ দেয়।

সিঙ্গাপুর উদ্ভাবনী শহুরে নকশার সাথে শিক্ষাকে একীভূত করার জন্য খেলার মাঠকে বিশেষ বিবেচনায় নেয়। শহুরে পার্কে থিমেটিক খেলার মাঠ, শারীরিক এবং জ্ঞানীয় চ্যালেঞ্জের সমন্বয় ঘটায়, যেমন বে চিলড্রেনস গার্ডেন।

এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে শিশু-কিশোরদের মধ্যে জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির বীজ লুকায়িত থাকে। তাদের প্রতি অবহেলা করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুখ থুবড়ে পড়বে। খেলার মাঠ না থাকায় শিশু-কিশোররা খুব স্বাভাবিকভাবে নিজের অজান্তেই সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল গেমসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার বাড়ছে।

ইংল্যান্ডের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের গবেষণা থেকে জানা যায়, 'যেসব শিশু কম্পিউটার, টেলিভিশন ও ভিডিও গেমস নিয়ে দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকে, তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও হীনম্মন্যতায় ভোগে। এসব শিশুরা অন্যদের সঙ্গে মিশতে চায় না বা ঠিকমতো পারে না। পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও ঠিকমতো কথা বলে না, নিজেদের দৈনন্দিন কাজগুলোও তারা করতে পারে না। অনেক সময় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে না পারায় এদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়।' শিশু-কিশোরদের অটিজম, মনোযোগ হ্রাস, হতাশা ও তীব্র বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে ভিডিও গেম আসক্তির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা প্রায় সবাই শিশুদের মানসিক বিকাশের বিষয়ে সচেতন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্র, শিশুর মানসিক বিকাশে অধিকভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। কীভাবে একটি শিশু তার মেধা, মনন ও মানসিকতায় বেড়ে উঠতে পারে সেই গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বের অসংখ্য রাষ্ট্র শিশুদের জন্য খেলার মাঠ তৈরি করে চলেছে। যেসব দেশ মূলত খেলার মাঠ তৈরি করে চলেছে তারা বুঝতে পেরেছে যে একটি জাতি শিশুদের গুরুত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে নিজেদের এগিয়ে নিতে পারে।

বাংলাদেশে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের সামনে খোলা জায়গা না থাকায় কোমলমতি শিশুরা ছোটাছুটি করতে বা দৌড়াতেও পারে না। শিশুরা মা-বাবার হাত ধরে এসে ক্লাসরুমেই প্রবেশ করে এবং ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরে যায়।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মহল থেকে খেলাধুলার গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা-বিবৃতি আমরা শুনে থাকি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এ বিষয়ে অনেক দেশেরই কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যায় না বললেই চলে। এমনকি শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বারবার অভিভাবকদের তাদের শিশুদের বাইরে খেলাধুলা করতে উৎসাহিত করার আহ্বান জানালেও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে উদাসীন থাকে কর্তৃপক্ষ।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে সহায়ক হবে এমন কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা সেভাবে হয় না, তাই সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ হয় না যথাযথভাবে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের সামনে খোলা জায়গা না থাকায় কোমলমতি শিশুরা ছোটাছুটি করতে বা দৌড়াতেও পারে না। শিশুরা মা-বাবার হাত ধরে এসে ক্লাসরুমেই প্রবেশ করে এবং ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরে যায়।

রাষ্ট্রচিন্তাবিদ প্লেটো-র মতে, শৈশবকালীন খেলা হচ্ছে পরবর্তী জীবনের জ্ঞানের ভিত্তি। শিশুর বিকাশের জন্য খেলা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিডনি স্মিথ বলেছেন, অনুকরণ, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গঠন—এই চারটি মূল প্রক্রিয়ায় আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, শিশুর খেলা সেই চারটি প্রক্রিয়া নিয়েই গঠিত।

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক, সামাজিক, আবেগ বিকাশেও খেলাধুলার গুরুত্ব অনেক। খেলার মাধ্যমে শিশুর সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি, সামাজিক জ্ঞানবোধ, সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব এবং নেতৃত্বগুণ বিকশিত হয়।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

চব্বিশের পরিবর্তন এবং তার সুযোগ গ্রহণের প্রশ্ন

হাসান মামুন

২০২৪ সালটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের জন্য। সেনা অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সরকারের পতন তো আরও কয়েকবার হয়েছে। মাঝে নব্বইয়ের 'গণ-আন্দোলনে' অবসান ঘটে সেনাশাসনের। তারপর আর সেনাশাসন না এলেও সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছিল। তাদের হাতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা হাসিনা সরকার একটি নজিরবিহীন স্বৈরশাসন কায়েম করবে, এটা কিন্তু কেউ চিন্তা করতে পারেনি। সরকারি চাকরিতে কোটার প্রশ্ন ঘিরে সৃষ্ট আন্দোলন শেষে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়ে দ্রুতই এই সরকারের পতন ঘটাবে, এটাও ভেবে উঠতে পারেনি কেউ। সেটাই ঘটেছে চব্বিশের ৫ আগস্ট।

এর মধ্য দিয়ে তৃতীয়বারের মতো ভুয়া নির্বাচন করে ক্ষমতায় বসা গোটা সরকার ও তার সহযোগীদের পালিয়ে যাওয়ার নজির কমই পাওয়া যাবে। পুলিশও গিয়েছিল লাপাত্তা হয়ে। চাকরিতে ফিরে তারা এখনো প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতে পারছে না। নতুন ডিএমপি কমিশনার হালে বলেছেন, সরকার পতনের ৭২ ঘণ্টা আগেও 'সঠিক সিদ্ধান্ত' নিতে পারলে বেশ কিছু প্রাণহানি এড়ানো যেত। আন্দোলন চলাকালে এবং তা জয়যুক্ত হওয়ার পর পুলিশ হত্যার ঘটনাও কম ঘটেনি। থানা ও কারাগার আক্রান্ত হওয়ার সময় আগ্নেয়াস্ত্রও কম লুট হয়নি। ভালো যে, শেষ দিকে হলেও সেনাবাহিনী অবস্থান নেয় ছাত্র-জনতার পক্ষে। হাসিনা সরকারের সঙ্গে তার দল ও জোটের একান্ত অনুগতরা এবং বিশেষ করে পুলিশ শেষ পর্যন্ত ছিল পরিবর্তনকামী জনতার বিরুদ্ধে। এদের হাতে হাসিনার ভারতে চলে যাওয়ার দিনও বহু আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটে। 'আত্মরক্ষার্থেও' তারা গুলি চালায়। ডিএমপি কমিশনার ঠিকই বলেছেন, শেষ সময়েও সেনাবাহিনীর মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হলে তা এড়ানো যেত। তবে সেটা বোধ হয় অসম্ভব ছিল 'হাসিনা রেজিম' পুলিশের চরিত্র আমূল বদলে ফেলায়। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনেও আমরা তাই র‍্যাবের হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হতে দেখলাম। এমন বেপরোয়া আচরণ তারা কোত্থেকে শিখেছিল, সেটাও খতিয়ে দেখার বিষয়। শেষতক অবশ্য তাদের যেতেই হয়েছে জবরদখল করা ক্ষমতা ছেড়ে। আর সে খবর প্রাপ্তির মুহূর্তটি ছিল অসাধারণ। বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো আন্দোলনকারীদের দেখা গেল পিচঢালা রাজপথ চুম্বন করতে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে গেল মোনাজাতে। লাখ লাখ মানুষ গণভবন আর সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ার ঘটনাও ছিল জনতার সুতীব্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

প্রভাবশালী ব্রিটিশ ম্যাগাজিন 'দ্য ইকোনমিস্ট' বিশ্বে এর চেয়ে বড় কোনো পরিবর্তন দেখতে পায়নি ২০২৪-এ। বাংলাদেশে বহুল প্রতীক্ষিত 'রেজিম চেইঞ্জের' মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তারা খুঁজে পানি। হাসিনা-পরবর্তী সময়ে যা কিছু ঘটে চলেছে, তাতে প্রত্যাশিতভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে কি না; দেশটি সঠিক পথে ধাবমান কি না—এসব প্রশ্নে পত্রিকাটির মূল্যায়নের সঙ্গে অবশ্য সবাই একমত হবেন না। তবে মানতে হবে, দেশে একটা 'পাটাতন পরিবর্তন' হয়েছে। প্রতিপক্ষ সবাইকে দমন-পীড়ন এবং বারবার তামাশার নির্বাচন করে যারা দেশটা দখলে নিয়েছিল, তারা আর নেই দৃশ্যপটে। স্তরে স্তরে সাজানো তাদের তল্পিবাহকেরাও উধাও। দেশের 'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের' সিংহভাগটাও মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসেছিল। পরিবর্তনের ধাক্কায় তারাও লাপাত্তা। মিডিয়ার পরিবর্তনও সবার চোখে পড়ছে। এ নিয়ে আবার ঘটে চলেছে নানা বিতর্কিত ঘটনা। তবে বলা যাবে না, এর সবই 'অপ্রত্যাশিত'। এমন ধারার পরিবর্তনের পর এসব ঘটে থাকে বৈকি। এগুলো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরাও হিমশিম খান 'ঘটনার ঘনঘটা' রোধে। শৃঙ্খলা ফেরানো ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কাজ এ ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে থাকে।

হাসিনা সরকার রাজনীতিতে এত দৃশ্যমান অনাচার করেছিল এবং শেষ দিকে আন্দোলন দমনে এমন খুনখারাবিতে নেমেছিল যে, অর্থনীতির কতটা সর্বনাশ তারা করে গেছে, সেটা খুব আলোচনায় আসছে না। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের রেখে যাওয়া অর্থনীতির ওপর হালে যে 'শ্বেতপত্র' পেশ হয়েছে, তার কিছু বিবরণ লুণ্ঠনের পুরোনো গল্পগুলোকেও হার মানায়। বিস্ময় জাগায় এমনকি তাঁদের মনে, যাঁরা আর্থিক অপরাধ বিষয়ে দেশে-বিদেশে কাজ করে থাকেন। একই দিনে কোম্পানি খুলে সেদিনই প্রস্তাব পাঠিয়ে এবং তার পরদিনই বোর্ডে অনুমোদন করিয়ে বিপুল ব্যাংকঋণ হাতিয়ে নেওয়ার একটি ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে, যার নেপথ্যে ছিলেন রাজধানীর একজন আলোচিত এমপি। ব্যাংক খাতে জনগণের আমানত লুণ্ঠনের এমন নজির অনেক। অথচ এসব ব্যাংক থেকে ৫-১০ লাখ টাকা ঋণ নিতে গিয়েও 'নিয়মবিধি' মানতে মানতে পেরেশান হতে হয়েছে খুদে উদ্যোক্তাদের। খোদ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাংকসহ বিভিন্ন খাতে এমন যা যা হয়েছে, সেগুলো বন্ধ করে এর বিপরীত সংস্কৃতি চালু করা তো মুখের কথা নয়। দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠান; বেকার হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক। উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে নতুন করে কাজ পাওয়া যখন কঠিন, তখন আবার বাড়াতে হচ্ছে বেকারত্ব! ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক রক্ষায় নতুন গভর্নরকে বদলাতে হচ্ছে বিঘোষিত নীতি। সেটা নিয়ে হচ্ছে আবার সমালোচনা। মূল্যস্ফীতি কমিয়ে দেখানোর হীন তৎপরতাও ছিল হাসিনা শাসনামলে। আর বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেটা দ্রুত কমিয়ে আনার সুযোগও নেই। এ কারণে বিশেষত নিম্ন আয়ের বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্য থেকে সমালোচনা কম জুটছে না নতুন সরকারের কপালে। পরিবর্তনের নায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ওপর গালমন্দও বর্ষিত হচ্ছে অতিরিক্ত হতাশ লোকজনের মধ্য থেকে। আকাশচুম্বী প্রত্যাশার চাপে এমন পরিস্থিতির উদ্ভবও অস্বাভাবিক নয়।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতিও ঘটছে না। সেটা কেবল পুলিশের 'নিষ্ক্রিয়তায়' নয়; মাঠে থাকা সেনাবাহিনীর সংযত ভূমিকার কারণেও এবং ইউনূস সরকার যথাসম্ভব কম শক্তি প্রয়োগে দেশ চালাতে চাইছে বলে। জনপ্রশাসনে দ্রুত আর ব্যাপক পরিবর্তন তারা আনেননি বলে সেখান থেকেও অসহযোগিতা এবং হালে বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ ধরনের প্রশাসন দিয়ে সরকারি কাজে গতি আনাটাই যখন কঠিন, তখন আশা করা যায় না—এরা বেসরকারি খাতকে উচিত সহায়তা জোগাবে। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি স্বভাবতই কমে যাবে অনেক। তাতে মানুষের রুজি-রোজগার বাড়বে না; অনটনও কাটবে না তেমন। এর মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত ও তার মিত্রদের দিক থেকে কমছে না প্রত্যাঘাত। এদের ভেতরে নেই কোনো উপলব্ধির উন্মেষ। মাঠে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে আবার সংস্কারের জন্য নেওয়া সরকারের উদ্যোগ বড় মাপে অবাস্তবায়িত থেকে যাওয়ার শঙ্কাই বেশি। গণ-অভ্যুত্থানে সামনের কাতারে থাকা শিক্ষার্থীদের যাঁরা এখনো রাজনীতিতে জড়িয়ে, তাঁদের মধ্যে আছে বিপুল পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটা আন্দোলন ও পাটাতন পরিবর্তন থেকে কতখানি প্রাপ্তি সম্ভব, সে বিষয়ে তারা এখন সঠিক মূল্যায়নে পৌঁছাতে পারলেই ভালো। নইলে তাদের তৎপরতায়ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটে কি না, সেই শঙ্কা যুক্ত হয়েছে এরই মধ্যে।

নজিরবিহীন অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এর কিছুই অবশ্য 'অপ্রত্যাশিত' নয়। দেশে দেশে, কালে কালে এসব ঘটতে ঘটতে ভিন্নধারার সংকটও এসে উপস্থিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তাতে স্বৈরশাসক এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত তার সহযোগীদের 'সোনালি অতীত' ফিরে আসে না। তাদের সংশোধিত হতেও দেখা যায় কমই। ভালো হতো এদের নিরপরাধ অংশটি পুরোনো নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে সংস্কার প্রক্রিয়ায় এসে যোগদান করলে। ক্ষমতায় ফিরতে না পারলেও তাদের রাজনীতিতে ফেরাটা গুরুত্বহীন নয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের গৌরব ছিল যে দলটির, গণতন্ত্র হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অধঃপতিত হয়ে রাজনীতি থেকে তার এমন প্রস্থান তো স্বাভাবিক নয়। তার পরও নিজ অপরাধকর্ম না দেখে যদি সে কেবলই দেখতে থাকে 'চক্রান্ত', তবে তাকে পথ দেখাবে কে?

তা-ও ভালো, দেশে একটি মধ্যপন্থী বড় রাজনৈতিক দল রয়েছে—নির্বাচনে যাদের জয়ী হয়ে আসার সম্ভাবনা বিপুল। 'জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারে' ফিরে যাওয়ার তো কোনো বিকল্প নেই, যে প্রক্রিয়াটি ধ্বংস করে দিয়েছিল হাসিনা সরকার। বিপুল আত্মত্যাগে তার উৎখাত ঘটানোর কোনো বিকল্পও বোধ হয় ছিল না। পইপই করে তাকে পরিস্থিতিটা বোঝাতে চেয়েছেন এমনকি পশ্চিমারা, চব্বিশের নির্বাচনটির আগেও। কিন্তু তিনি বোঝেননি; বরং 'আঞ্চলিক মুরব্বিকে' ধরেছেন আরও শক্তভাবে। সেই মুরব্বির অপচ্ছায়াও কিন্তু অপসারিত হয়েছে এই গণ-অভ্যুত্থানে। 'বিপ্লব' না হলেও ঘটনাটি তাই বিপ্লবাত্মক। আর এতে অবদান রেখেছে অতীতের সব ব্যর্থ আন্দোলন, মানুষের ক্রন্দন ও আর্তনাদ। গণ-অভ্যুত্থান পুরোপুরি বদলে দেয়নি দেশটি; তবে এর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সেটি গ্রহণে অপারগতা কিংবা ব্যর্থতা আমাদের ঠেলে দিতে পারে বিপথে। সেই আশঙ্কা মাথায় রাখা ভালো। তাতে মাথা ঠান্ডা রাখার কাজটিও হয়তো সহজতর হবে।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৈরি হবে। যদিও সরকার এজন্য কোনো সময়সীমা বেধে দেয়নি। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাদের ৩১ ডিসেম্বরের সমাবেশ থেকে এই ঘোষণাপত্রের জন্য সরকারকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছে।

সরকারের সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দূরত্বের বিষয়টি নতুন কিছু নয়। তারা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের পতদ্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ড. ইউনূসের সরকার তাতে কান দেয়নি। শিক্ষার্থীদের এই দাবিতে সবচেয়ে আপত্তি জানায় প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি। ফলে রাষ্ট্রপতি এখনো বহাল আছেন। এরপর চিত্রনির্মাতা মোস্তফা সরোয়ার ফারুকির উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলে শিক্ষার্থীরা। ফারুকির পদত্যাগ বা তাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গরম করে রাখে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা এই দাবির সাথে একমত হননি। সেজন্য ফারুকি এখনো উপদেষ্টা হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীদের এবারের দাবি–বিপ্লবের ঘোষণাপত্র বা প্রোক্লামেশন অব রেভলিউশন-এর গতি কী হবে তা নিশ্চিত নয়।

গত ৩০ ডিসেম্বর গভীর রাতে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি থেকে সরে এসে কেন মার্চ ফর ইউনিটি নামে সম্মেলন করল, সে প্রশ্ন উঠেছে। এ ব্যাপারে ঢাকার আমার দেশ পত্রিকা লিখেছে, “বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া ঘোষণাপত্রের বিষয়ে সম্মত ছিলেন না অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি ছাত্রদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, এ ঘোষণা হতে হবে সবার ঐকমত্যে। এটা না মানলে তিনি সরকারে থাকবেন না। উপদেষ্টাদের মধ্যেও এ নিয়ে বিরোধ ছিল। আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল প্রস্তাবিত ঘোষণার ব্যাপারে সরাসরি বিরোধিতা করেন। গুঞ্জন ছিল- এ ইস্যুতে তিন ছাত্রউপদেষ্টা মাহফুজ আলম, নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। সেনাবাহিনীর মধ্যেও এ নিয়ে ছিল অস্বস্তি।” ঢাকার সাংবাদিক মহলে এই প্রচার ছিল, প্রধান উপদেষ্টার সরে যাওয়ার হুমকি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের তাদের কর্মসূচী থেকে সরে আসতে বাধ্য করে।

এখন বিষয়টি চলে গেছে ড. ইউনূস সরকারের কোর্টে। সরকার রাজনৈতিক দলগুলোসহ বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করবে সেটা দেখার বিষয়। ইতিমধ্যে এ নিয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য প্রবল হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, একইসঙ্গে ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না ঘটলে সরকার ঘোষিত ঘোষণাপত্র মেনে নেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। সরকারের প্রস্তুতকৃত ঘোষণাপত্রে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য চান ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। কিন্তু এর সাথে একমত নয় বিএনপি। ঘোষণাপত্রের বিষয়টি সামনে আসতেই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলীয় বক্তব্য জানাতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে তাদের তীব্র আপত্তির বিষয়টি জানিয়ে দেন মির্জা ফখরুল।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, ৭২-এর সংবিধানে কেউ হাত দিলে আমাদের গায়ে লাগে। কারণ এটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধান। দলটি মনে করে, বিগত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকার সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে এটা ঠিক। তাই বলে পুরো সংবিধান বাতিল করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। বিএনপি এখন চায়, গত ১৬ বছরে তারাসহ যেসব দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে তা এই ঘোষণাপত্রে থাকতে হবে।

তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা মানবজমিনকে বলছেন, বর্তমান সংবিধান এত এত কাটাছেঁড়া হওয়ার পর তা যদি কার্যকর থাকে তাহলে জুলাই অভ্যুত্থান বিফলে যাবে। আমরা বলেছি, ৭২-এর সংবিধান পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। সরকারের প্রস্তুতকৃত ঘোষণাপত্রে আমরা আশা করবো এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির উল্লেখ থাকবে। জুলাই বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ থাকতে হবে। সরকার সব অংশীজনকে নিয়ে এ ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করতে যাচ্ছে। আমরা আশা করবো সরকার এ বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেবে। যাতে ছাত্র-জনতার আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। ’৭২-এর সংবিধানের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। উমামা ফতেমার এই বক্তব্য বিএনপিসহ বিভিন্ন দলকে আশাহত করতে পারে।

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলছেন, পাঁচ মাসে সরকার এ ধরনের উদ্যোগ নেয়নি, এখন নতুন করে উদ্যোগ নিয়ে কিছু করতে পারবে, তা তার বোধগম্য হয় না। তিনি মনে করেন, সরকারের উচিত হবে আর কালক্ষেপণ না করে নতুন বছরের শুরুতেই সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা করে নির্বাচনের রোডম্যাপে যাওয়া।

নাগরিক অধিকার বিষয়ে সোচ্চার অধ্যাপক আনু মুহাম্মদও প্রথম আলোকে বলেছেন, এখন বিপ্লবী পরিবর্তনের বাস্তবতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন, পাঁচ মাস পর প্রোক্লেমেশন হয় না। সরকার পরিবর্তনের পরপর কীভাবে সামনে অগ্রসর হতে হবে, তা নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ ধরনের একটি প্রোক্লেমেশন হতে পারত; কিন্তু সেটা হয়নি। এখন সামনের দিনের পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি ঘোষণা হতে পারে।

পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধরনের জিজ্ঞাসাকে বিএনপি তথা দেশপ্রেমিক সব রাজনৈতিক দল স্রেফ অসৎ উদ্দেশ্যে তর্ক বলে মনে করে। বরং বিএনপি মনে করে, রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের গুণগত পরিবর্তনের জন্য সংস্কার ও নির্বাচন উভয়ই প্রয়োজন।

বুধবার বিকালে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ছাত্রদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এদিন বেলা ২টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয়। এরপর জুলাই অভ্যুত্থানে সব শহীদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। এর আগে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনটির পতাকা উত্তোলন এবং পায়রা উড়িয়ে দিনটি উপলক্ষে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা। পরে দলটির পক্ষ থেকে শোক প্রস্তাব পাঠ ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করা হয়। সভায় সংগঠনটির বিভিন্ন ইউনিটের হাজারের অধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।

তারেক রহমান বলেন, বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করতে সংস্কার একটি অনিবার্য ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একইভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টেকসই রূপ দিতে নির্বাচন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর পন্থা। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের যে সুযোগ পায়, যেটি রাষ্ট্র জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করে। তিনি বলেন, বিএনপি মনে করে, রাষ্ট্রে জনগণের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষমতা নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার কিংবা পুঁথিগত সংস্কার শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু টেকসই হয় না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সংস্কার কার্যক্রম অবশ্যই প্রয়োজন। এই কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়তো তাদের দৃষ্টিতে অনেক বড় বড় সংস্কার হাতে নিয়েছে। তবে এসব সংস্কার কর্মসূচির আড়ালে জনগণের নিত্যদিনের দুর্দশা বাড়তে থাকলে জনগণ হয়তো সরকারের সংস্কার নিয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হবে।

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, হাজারো ছাত্র-জনতার সীমাহীন আত্মত্যাগ ও তেজদীপ্ত সাহসী ভূমিকার কারণে মাফিয়া চক্রের পলায়ন ও পতনের পর বর্তমান বাংলাদেশ আবারো বিপুল সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের হঠকারী কোনো সিদ্ধান্তে কারণে যাতে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বিনষ্টের পরিবেশ সৃষ্টি না হয়। এ ব্যাপারে তিনি ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকতে বলেন। তিনি বলেন, লোভ বা লাভের ঊর্ধ্বে উঠে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ এবং স্বাবলম্বী বাংলাদেশ করতে বিশেষ করে ছাত্র-তরুণদের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীরাই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রধান হাতিয়ার। রাষ্ট্র এবং রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রধান লক্ষ্য হতে হবে লেখাপড়া। দেশকে তাঁবেদার পরিণত করে রাখতে পলাতক স্বৈরাচার গত দেড় দশকে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, সরকার তাদের সংস্কার বা গৃহীত পরিকল্পনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিলে ষড়যন্ত্রকারীরা ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিট বিনষ্ট করার সুযোগ নেবে। এরইমধ্যে তারা একাধিকবার দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে উত্তাপ ছড়ানো ঘটনাবহুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটলো সিরিয়ায়।

যুদ্ধ, হামলা, সংঘাত

আগে থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তো চলছিলই, ২০২৩ সালের অক্টোবরে শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধও চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় ২০২৪ সালে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে এবং ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।সেখানে নিহতদের মধ্যে ১৩৩ সাংবাদিকও রয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড ছাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ফ্রন্টে ছড়িয়ে পড়ে এই সংঘাত। এছাড়া হামলা-পাল্টা হামলার দিক দিয়ে ইসরায়েলের বাইরে এ বছর ইরানই ছিল সবচেয়ে বেশি আলোচনায়।মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের অনেক দিকেই ছায়ার মতো ছিল ইরান। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দেশটির বহু দিনের ছায়াযুদ্ধ তীব্র আকার নেয় বছরজুড়ে।বছরটা শুরু হয়েছিল তেসরা জানুয়ারি ইরানে কাসেম সোলেইমানিকে হত্যার বার্ষিকীতে জোড়া বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। অন্তত ৮৪ জন নিহত হন সেই বিস্ফোরণে।জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে সেই বোমা হামলার জেরে ইরাক, সিরিয়া ও পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদের সদর দপ্তর’ লক্ষ্য করে, সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ঘাঁটির উদ্দেশে এবং পাকিস্তানে ‘জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ আল আদলের’ ঘাঁটি লক্ষ্য করে ছিল এই হামলা। জবাবে ইরান সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি 'জঙ্গি গোষ্ঠীর আস্তানা' লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে পাকিস্তান।

বিশ্লেষকেরা অবশ্য ইরান-পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি হামলাকে শক্তিমত্তা প্রদর্শনের অংশ হিসেবে দেখেছেন। প্রায় কাছাকাছি সময়ে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দফায় দফায় হামলা চালায়। ইরান সমর্থিত হুথিরা গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল হুমকির মুখে ফেলেছিল।আবার সিরিয়ার দামেস্কে বিমান হামলায় ইরানের অভিজাত ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের পাঁচজন উচ্চপদস্থ সদস্যসহ দশজন নিহতের ঘটনায় ইসরাইলকে দায়ী করে ইরান ও সিরিয়া। জানুয়ারির শেষদিকে জর্ডান সীমান্তের কাছে এক মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত ও ৪০ জনের বেশি আহত হন। যুক্তরাষ্ট্র এজন্য ইরানকে দায়ী করলেও ইরান তা অস্বীকার করে। প্রতিশোধ হিসেবে ফেব্রুয়ারির শুরুতে সিরিয়া এবং ইরাকের ৮৫টি লক্ষ্যবস্তুতে যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালায়। ইয়েমেনেও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের হামলা চলতে থাকে।পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে যখন সিরিয়ায় ইরানের কনস্যুলেট ভবনে ইসরাইলের বিমান হামলায় ইরানি বিপ্লবী গার্ডের কমান্ডারসহ সাত জন কর্মকর্তা নিহত হন। পহেলা এপ্রিলের সে হামলার প্রেক্ষাপটে ১৪ই এপ্রিল ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ৩০০র বেশি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে ইরান। এর মধ্য দিয়ে ইরান-ইসরায়েল প্রথমবারের মতো সরাসরি সংঘাতে জড়ায়। ১৯শে এপ্রিল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ শহর ইস্ফাহানে হামলা হয়। সে হামলায় তেমন গুরুতর কিছু না ঘটলেও সেটাকে ইসরাইলের সক্ষমতা প্রদর্শনের একটা 'বার্তা' হিসেবে দেখেন বিশ্লেষকেরা।

ওদিকে গাজায় ইসরাইলের রাফাহ শহরে অভিযান, আল শিফা হাসপাতালে নতুন অভিযান, ত্রাণ সংকট সব মিলিয়ে মানবিক বিপর্যয় বাড়তেই থাকে। আমেরিকার তরফ থেকে ইসরাইলকে অস্ত্র বন্ধের হুমকিও দেওয়া হয়, যদিও সেসব কিছু খুব একটা ধোপে টেকেনি। আর গাজার সূত্র ধরে ক্রমাগত ইসরাইলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে লেবাননের দিক থেকে হামলা অব্যাহত রাখে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী।সীমান্তে তাদের ওপর পাল্টা হামলা ছাড়াও দক্ষিণ লেবানন সীমান্তে সাদা ফসফরাস (রাসায়নিক) বোমা হামলা চালিয়ে যেতে থাকে ইসরাইল। আমেরিকাসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভও দেখা যায়। ইসরাইলের পক্ষেও পাল্টা অবস্থান দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে।গাজায় হামাস তো ছিলই, সঙ্গে লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীও বছরজুড়ে ইসরাইলের দিকে হামলা অব্যাহত রাখে। সেপ্টেম্বর মাসে লেবাননে দুই দফায় হাজার খানেক পেজার ও রেডিও ডিভাইস বিস্ফোরণ এবং রাজধানী বৈরুতে বড় পরিসরে হামলা করতে থাকে ইসরায়েল। ২৪ সেপ্টেম্বর এক দিনেই ৪৯২ জন নিহত হন। লেবাননে অনেকটা গাজার মতো করেই হামলা চালিয়ে যায় ইসরাইল।এমন নানা পরিস্থিতি আর হিজবুল্লাহ, হামাস ও বিপ্লবী গার্ডের শীর্ষ নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে পহেলা অক্টোবর আবারও ইসরাইলে হামলা চালায় ইরান। তাদের প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে পাল্টা হামলা করে ইসরাইলও। লেবাননে এক রকম যুদ্ধবিরোধী হলেও ইসরাইলের সঙ্গে দেশটির সংঘাত থেমে নেই।

আবার সিরিয়ায় মিত্র বাশার আল আসাদের পতনের ফলে সেখানে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ইরান কিছুটা বেকায়দা পড়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এছাড়া ইয়েমেনের হুথিরা ইসরায়েলের দিকে হামলা করেছে, পাল্টা হামলা করেছে ইসরাইলও। হামলার এই সিলসিলা এখনও চলছে।মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে আগে থেকে চলতে থাকা বেশ কয়েকটি সংঘাত এবছরও অব্যাহত ছিল। যেমন মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালানোর ঘটনা ঘটেছে। বছরের শেষদিকে এসে রাখাইন অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশের দখল নেয় বিদ্রোহী আরাকান আর্মি। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো দেশটির সেনাবাহিনী পুরো একটি সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে বলা হচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা সহায়তা অব্যাহত আছে।এরপরও আগের বছরের তুলনায় চলতি বছর রাশিয়া অন্তত ছয় গুণ বেশি ইউক্রেনীয় ভূমি দখলে নেয়ার তথ্য দিচ্ছে ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ ওয়ার বা আইএসডব্লিউ। সেনা সংকট কাটাতে উত্তর কোরিয়া থেকে যোদ্ধা নিয়োগ করেছে রাশিয়া ।এছাড়া রাশিয়ার অভ্যন্তরে বছরের শুরুতে কনসার্ট হলে হামলা এবং বছর শেষে বৈদ্যুতিক স্কুটারের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বোমার বিস্ফোরণে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর একজন জ্যেষ্ঠ জেনারেলের মৃত্যু উঠে এসেছে বিশ্বের খবরে।

আলোচিত মৃত্যু বা হত্যা

আনোয়ারুল আজীম: বাংলাদেশের ঝিনাইদহের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম মে মাসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় রহস্যজনকভাবে হত্যার শিকার হন। এ ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে বাংলাদেশ-ভারত দুই দিকেই।

অ্যালেক্সি নাভালনি: গত এক দশকে রাশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী পুতিনবিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি কারাগারে মারা যান ফেব্রুয়ারি মাসে। কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করে, অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় তার। তবে তার দল ও পশ্চিমা দেশগুলো এই মৃত্যুর জন্য রুশ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে।

এ বছর মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে ব্যাপকহারে বিভিন্ন পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের মৃত্যুর খবর ছিল আলোচনায়। এর মধ্যে ছিলেন–

সালিহ আল-আরোরি (জানুয়ারি): বছরের একদম শুরুতে হামাসের উপ-প্রধান সালিহ আল-আরোরি বৈরুতে ড্রোন হামলায় নিহত হন। হামাসের সামরিক শাখা কাসাম ব্রিগেডের গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যক্তি লেবানন থেকে হামাস ও হেজবুল্লাহর মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করতেন। সে হামলায় আরও ছয়জন নিহত হন যাদের মধ্যে হামাসের দুই জন সামরিক কমান্ডারও ছিলেন।

মারওয়ান ইসা (মার্চ): ইসরাইলের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা হামাসের অন্যতম শীর্ষ সামরিক কমান্ডার মারওয়ান ইসাকে গাজায় বিমান হামলায় হত্যা করা হয়।

ইব্রাহিম রাইসি (মে): হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট এব্রাহিম রাইসির মৃত্যু হয় ১৯ মে। বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ রাইসি ছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ঘনিষ্ঠ ধর্মীয় নেতা।

মোহাম্মদ দেইফ (জুলাই): হামাসের রহস্যময় সামরিক প্রধান মোহাম্মদ দেইফকে বহুদিন ধরে খুঁজেছে ইসরাইল। আগস্ট মাসের ১ তারিখ ইসরাইল ঘোষণা দেয় যে ১৩ জুলাই গাজার খান ইউনিস এলাকায় বিমান হামলায় তাকে হত্যা করেছে তারা।

ইসমাইল হানিয়ে (জুলাই): হামাসের সর্বোচ্চ নেতা এবং রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়েকে ইরানে রকেট হামলায় হত্যা করা হয় ৩১ জুলাই। তিনি কাতার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিশরের মধ্যস্থতায় গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন।

হিজবুল্লাহর শীর্ষ একজন কমান্ডার ফুয়াদ শুকরকে লেবাননে হত্যার কয়েক ঘণ্টা পরই তেহরানে সে হামলা করা হয়।

শেখ হাসান নাসরাল্লাহ (সেপ্টেম্বর): শিয়া ধর্মপ্রচারক ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরাল্লাহকে লেবাননে ২৭ সেপ্টেম্বর হত্যা করা হয়।

লেবানন বা ইরান ছাড়াও আরব বিশ্বে তার বাড়তি জনপ্রিয়তার জায়গা ছিল। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ঘনিষ্ঠ নাসরাল্লাহ আত্মগোপনে থাকলেও সবসময় টেলিভিশনে বক্তৃতা দিতেন এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার (অক্টোবর): ইসমাইল হানিয়ের পর হামাসের নতুন প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে গাজার রাফাহ শহরের একটি ভবনে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। ভবনটিতে যাওয়ার আগে বন্দুকযুদ্ধের কথাও বলা হয়।

২০১৩ সালের সাতই অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

নির্বাচনের বছর

বছরের শুরু থেকেই ২০২৪ সালকে বিশ্বজুড়ে নির্বাচনের বছর হিসেবে দেখা হচ্ছিল। বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এ বছর।বছরের শুরুতে বাংলাদেশের নির্বাচনও স্থান পায় আন্তর্জাতিক খবরের শিরোনামে। সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর্যুপরি চাপ আর বিতর্কের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন।টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে ভারত, চীন, রাশিয়ার মতো দেশগুলো দ্রুতই অভিনন্দন জানালেও নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে হয়নি বলে জানায় আমেরিকা ও ব্রিটেন।যদিও যুক্তরাষ্ট্র যতটা শক্ত অবস্থান নেওয়ার ধারণা করা হয়েছিল তার প্রতিফলন নির্বাচনের পর দেখা যায়নি। অবশ্য সে নির্বাচনের ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যেই আরো বড় খবরের শিরোনাম হয় বাংলাদেশ। আলোচিত নির্বাচনের মধ্যে ছিল পাকিস্তান, ভারত ও আমেরিকার নির্বাচন।ফেব্রুয়ামি মাসে পাকিস্তানের নির্বাচন, বিশেষত ইমরান খানকে ঘিরে নানা নাটকীয়তা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। নির্বাচনের সপ্তাহখানেক আগে দেশের গোপন তথ্য পাচার করার অভিযোগে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় আগে থেকেই দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ইমরান খানকে।

তার দল তেহরিক-ই-ইনসাফ বা পিটিআই-এর ‘ক্রিকেট ব্যাট’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতে না পারার মতো নির্বাচন কমিশনের আইনের কারণে দলের সদস্যরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।স্বতন্ত্র হিসেবেই তারা ২৬৬টি আসনের মধ্যে ৯৩টি আসনে জয় পেয়ে শোরগোল বাঁধিয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে ইমরানবিরোধীদের সমঝোতার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন শাহবাজ শরিফ।ভারতে নির্বাচনের আগে বছরের শুরুতেই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্লোগান দিয়েছিলেন, আবকি বার, চারশো পার! অর্থাৎ ৫৪৩ আসনের মধ্যে ৪০০ পার করার আত্মবিশ্বাস ছিল তার। তবে নির্বাচনে তার দল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপিকে হোঁচট খেতে হয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন নিয়েই।ভারতের লোকসভায় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে হলে একটি দলকে অন্তত ২৭২টি আসন পেতে হয়। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বিজেপি এককভাবে পায় ২৪০টি আসন। অন্যদিকে প্রত্যাশা ছাড়িয়ে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট পায় ২৩২টি আসন।এর মধ্য দিয়ে এক রকম পুনরুত্থান হয় কংগ্রেসের। আর জোটের ওপর ভর করে হলেও তৃতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন মোদী, যেই রেকর্ড শুধু ছিল জওহরলাল নেহরুর। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরেও নাটকীয়তা হয়েছে বছরজুড়ে।

জুলাই মাসে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর একটি সমাবেশে হামলা হয়। কানের পাশ দিয়ে চলে যায় গুলি। ট্রাম্পের রক্তমাখা ছবি শিরোনাম হয় গোটা বিশ্বেই।সেসময় নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্ক উঠলেও অনেক ভোটার এটিকে সাজানো নাটকও মনে করেন। অন্যদিকে গাজা যুদ্ধ নিয়ে চাপে থাকা জো বাইডেন বয়স নিয়েও তিনি কম বিতর্কে পড়েননি।তবে নির্বাচনের মাত্র সোয়া তিন মাস আগে জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট দৌড় থেকে সরে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসকে এগিয়ে দেন বাইডেন। তবে শেষ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটদের হারিয়ে জয়ী হন ট্রাম্প।এর বাইরে আলোচিত ছিল যুক্তরাজ্যের নির্বাচনও। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সেখানে ভোট হতে পারে ধারণা করা হলেও হুট করে আগেভাগেই জুলাই মাসে নির্বাচন দেয়ার ঘোষণা দেন কনজারভেটিভ পার্টির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।২০১৯ সালের কনজারভেটিভ পার্টির জয়ের পর ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা। তবে বরিস জনসন, লিজ ট্রাস, ঋষি সুনাক, সব মিলিয়ে পাঁচ বছর পূর্ণ হয়নি টোরি সরকারের। ২০২৪ সালের নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন লেবার পার্টির স্যার কিয়ের স্টারমার।রাজনৈতিক নাটকীয়তার বিবেচনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় হঠাৎ করে দেশে সামরিক শাসন জারি করে বড় বিতর্কের মুখে পড়েন প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। শেষ পর্যন্ত সংসদে ইমপিচ বা অভিশংসিত হয়ে সরকারি দায়িত্ব থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

২০২৫ সবার জন্য মঙ্গলময় হোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি।

জাতীয়ভাবে আমরা চাই, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সঠিক নেতৃত্ব এবং একটি উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো। আমাদের প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ে তুলতে। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে আমরা পরস্পরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক মন্দা এবং বিশ্বজুড়ে সংঘাতগুলো মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন একতাবদ্ধ পদক্ষেপ। নতুন বছরে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে শান্তির আহ্বান, পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতি এবং একটি মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলার।

নতুন বছরের সূচনা আমাদের জীবনে এক অনন্য মাইলফলক। এটি শুধুমাত্র ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় নয়, বরং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ারও সময়। আমাদের ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি- সব পর্যায়েই এই চক্রটি এক অবিচ্ছেদ্য সত্য। সভ্যতার ইতিহাস বলে, আমরা যত বারই সামনে এগিয়েছি, তত বারই পেছনে ফিরে দেখেছি আমাদের পদচিহ্ন।

আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে অনেক ভুল থাকে, যা আমরা ভুলে যেতে চাই। কিন্তু ভুলগুলো ভুলে যাওয়ার পরিবর্তে, যদি আমরা সেগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহলে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাই। যারা জীবনের পথচলায় হারিয়ে গেছেন- তাঁদের স্মৃতি ও শিক্ষা আমাদের প্রেরণার উৎস।

সভ্যতা বারবার দেখিয়েছে যে, যেসব জাতি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছে, তারাই সামনে এগিয়েছে। আমরা যদি ইতিহাসে ফিরে তাকাই, দেখতে পাব কিভাবে ব্যর্থতার ধ্বংসাবশেষ থেকেই নতুন দিশা তৈরি হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, মাদার তেরেসা বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মানুষদের পদচিহ্ন ধরে আমরা এগিয়ে এসেছি। তাদের দেখানো পথ এখনো আমাদের আলোকিত করে।

প্রতিটি বছর আমাদের অনেক প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা নিয়ে আসে। কিন্তু তাঁদের পদচিহ্ন আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে। তাঁদের আদর্শ, স্বপ্ন এবং ত্যাগ আমাদের চলার পথকে নির্দেশনা দেয়। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের উচিত সেই শিক্ষাগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

সভ্যতার অগ্রগতি কোন সরলরেখা নয়; এটি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগিয়েছে। যেসব দেশ বা সমাজ নিজেদের অতীত ভুলে গেছে, তারা বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। আমাদের জন্য তাই নতুন বছরে প্রতিজ্ঞা হোক, অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা। নতুন বছরটি যেন শুধুমাত্র নতুন প্রত্যাশার বাহক না হয়, বরং আমাদের পেছনের দিকনির্দেশনাগুলোকেও গুরুত্ব দেওয়ার একটি সুযোগ হয়ে ওঠে। আমরা যেন অতীতের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে, হারিয়ে যাওয়া মানুষদের শিক্ষা ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করি।

আগামীর পথে আমরা যেন সব সময় মনে রাখি- সভ্যতা এগিয়েছে কারণ মানুষ তার ভুল থেকে শিখেছে। নতুন বছরটি হোক আমাদের জন্য শিক্ষা, প্রত্যাশা এবং মানবিকতার জয়গানের এক নতুন অধ্যায়। নতুন বছর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রত্যাশা পূরণের জন্য কেবল পরিকল্পনা করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সাহস, ধৈর্য এবং কঠোর পরিশ্রম। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজেদের সক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে নতুন বছরকে আরও অর্থবহ করে তোলা। নতুন বছর যেন আমাদের প্রত্যাশাগুলো পূরণের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। এগিয়ে আসুক আলোকিত দিন, পূর্ণ হোক আমাদের প্রত্যাশাগুলো- নতুন বছরটি হোক সবার জন্য মঙ্গলময়।

নতুন বছরের সূচনা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে নতুন সম্ভাবনা, আশা এবং পরিবর্তনের এক অনন্য বার্তা দেয়। কিন্তু এই প্রত্যাশার আলো অনেক সময় ঢেকে যায় অন্যায়, অবিচার এবং অসাম্যের অন্ধকারে। বিশ্বজুড়ে দুর্নীতি, দারিদ্র্য, যুদ্ধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন আমাদের প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, পূর্ব-পশ্চিমের সব মানুষের একটাই আকাঙ্ক্ষা- মানবতার জাগরণ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

অন্যায় ও অবিচার মানব ইতিহাসের সঙ্গী। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইও চলেছে অবিরাম। কখনো সেটা ছিল উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল ভাঙার সংগ্রাম, কখনো আবার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। আজও সেই লড়াই চলছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানুষ, আফ্রিকার ক্ষুধার্ত শিশু, কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার শোষিত শ্রমিক- তাদের কষ্ট আমাদের মানবিকতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। নতুন বছরে আমাদের সংকল্প হোক, এই অন্যায়কে অস্বীকার করার নয়, বরং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা, যুদ্ধ বন্ধ করা এবং দারিদ্র্য নির্মূলের জন্য আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।

বিশ্ব আজও বৈষম্যের জালে বন্দী। ধনী ও গরিবের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য- এসব কেবল একটি ন্যায়বিচারহীন সমাজের চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু এই বৈষম্যকে আমরা মেনে নিতে পারি না।

আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটি সমতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তুলতে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কাজের সুযোগ যেন সবার জন্য সমান হয়। নারীর ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান- প্রতিটি পদক্ষেপই আমাদেরকে এক মানবিক সমাজের দিকে এগিয়ে নেবে।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ- বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের একটাই আকাঙ্ক্ষা, মানবতার জাগরণ। এটা শুধু একটি আশা নয়, বরং আমাদের সকলের দায়িত্ব। মানবাধিকার রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমতার সমাজ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। বিশ্ব যদি একত্রে অন্যায়, অবিচার এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তবে একটি নতুন সকাল অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। মানবতার জয়গান গেয়ে নতুন বছরটি হোক শান্তি, ন্যায় এবং সমতার এক আলোকিত অধ্যায়।

নতুন বছরে, আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি- কোন মানুষ যেন ক্ষুধার্ত না থাকে, কোন শিশু যেন ভয় পায় না, আর কোন নারী বা পুরুষ যেন বৈষম্যের শিকার না হয়। পূর্ব-পশ্চিমের সব মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা যেন বাস্তবে রূপ নেয়। মানবতার জাগরণ হোক নতুন বছরের সেরা উপহার।

সরকারের শক্তির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা।

সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠানস্থল জাতীয় সংসদ সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা। উদ্বোধনের সময় দৈনন্দিন জীবনে জনস্বার্থে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সমাজ সেবা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব। আর মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া, যেন কেউ ভুলে না যায় এই দায়িত্ব থেকে, দূরে সরে না যায়।...আশা করি, এই আহ্বান সবার কাছে পৌঁছে যাবে।'

তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পরের স্বার্থে কাজ করার প্রবণতা আছে। সেই ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নিজের জন্য কিছু করার তুলনায় পরের কল্যাণে কাজ করায় আনন্দ মেলে বেশি।'

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহঃ
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

বৈধপথে বেড়েছে রেমিট্যান্স, ২৮ দিনে এলো ২৪২ কোটি ডলার

ঢাকা ডেস্ক

চলতি ডিসেম্বরের মাসের গত ২৮ দিনে দেশে বৈধপথে ২৪২ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে; দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ২৯ হাজার ৪০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে)। দৈনিক গড়ে রেমিট্যান্স এসেছে ৮ কোটি ৬৪ লাখ ডলার।

২৯ ডিসেম্বর রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত সবশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। রেমিট্যান্সের এ ধারা অব্যাহত থাকলে ডিসেম্বরে দেশে রেকর্ড পরিমাণ প্রবাসী আয় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। একক মাসে এর আগে ২০২০ সালের জুলাইয়ে সর্বোচ্চ ২৫৯ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ডিসেম্বরের ২৮ দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬৮ কোটি ৯৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৯ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৬৩ কোটি ১৩ লাখ ৬০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬৯ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে (২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত) এক হাজার ৩৫৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে এসেছে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার, আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার ডলার এবং সেপ্টেম্বরে এসেছে ২৪০ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার, অক্টোবরে এসেছে ২৪০ কোটি ডলার এবং সবশেষ নভেম্বরে মাসে এসেছে ২২০ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুই হাজার ৩৯২ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। দেশীয় মুদ্রার যার পরিমাণ দুই লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকা। রেমিট্যান্সের এ অঙ্ক এ যাবৎকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আহরণ। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে, পরিমাণ দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।

সিলেটে এক কমলা বিক্রি হলো দুই লাখ টাকায়!

সামিল হোসেন

সিলেটের গোলাপগঞ্জে ওয়াজ মাহফিলে নিলামে একটি কমলা বিক্রি হয়েছে ২ লাখ টাকায়। শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের গোঘারকুল ইসলামিয়া মহিলা মাদরাসার ওয়াজ মাহফিলে নিলামে এ কমলাটি বিক্রি হয়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতের আওলাদে রাসুল সায়্যিদ আছজাদ আল মাদানী (রহ.)। মাহফিল চলাকালে এলাকার এক প্রবাসী আছজাদ আল মাদানীকে (রহ.) খাওয়ার জন্য একটি কমলা প্রদান করেন। এ সময় তিনি কমলাটি ওয়াজ মাহফিলে নিলামে তুলেন। ৫ হাজার টাকায় শুরু হওয়া কমলার নিলাম ডাক চলে প্রায় ৩৫ মিনিট। অবশেষে দুই লাখ টাকা দামে বিক্রি হয় কমলাটি।

ওয়াজ মাহফিলে কমলাটি দুই লাখ টাকায় কিনে নেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জামিয়াতুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন। এ টাকা মাদ্রাসার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত থাকা গোলাপগঞ্জ পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জাহেদ আহমদ বলেন, মাহফিলে প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি কমলার নিলাম ডাক শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে সেটি বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে এক লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায় এবং পরে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ওঠে এই কমলার দাম। যেটি গোলাপগঞ্জেরই এক বাসিন্দা যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী নগদে টাকায় কমলাটি কিনে নিয়েছেন।

গোলাপগঞ্জে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

সামিল হোসেন

সিলেটের গোলাপগঞ্জে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় গোলাপগঞ্জ উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে এ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পৌর শহরের খাসিখাল নামক স্থান র‍্যালিটি থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে নুর ম্যানশনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে ভাদেশ্বর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি শাহরিয়ার হোসেন নবিলের পরিচালনায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব টিপু সুলতান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন লক্ষীপাশা ইউপি ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক রাহাত আহমদ বুলন, পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি মাহমুদ আলী, পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সালমান আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক সুহিন আহমদ।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

২০২৪-এ সড়কে ঝরেছে ছয় হাজার ৪৪৪ প্রাণ

সেভ দ্য রোডের প্রতিবেদন

প্রতিবেদন আরো বলা হয়, ৩৮ হাজার ৫৪০ দুর্ঘটনায় আহত ৩৭ হাজার ১১৩ জন।

ঢাকা ডেস্ক

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সড়কপথে চরম নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা আর আইন না মেনে বাহন চলাচলের কারণে ছোট-বড় ৩৮ হাজার ৫৪০ দুর্ঘটনায় আহত ৩৭ হাজার ১১৩ এবং নিহত হয়েছেন ছয় হাজার ৪৪৪ জন।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকায় ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন মিলনায়তনে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ ও সংবাদ সম্মেলনে সেভ দ্য রোডের মহাসচিব শান্তা ফারজানা এসব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাইক লেন না থাকা, সেভ দ্য রোডের নিয়মিত প্রতিবেদন-সচেতনতা ক্যাম্পোইনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির পরও রাইড শেয়ারিং এবং ৩৫০ সিসিসহ দ্রুতগতি সম্পন্ন মোটর সাইকেলের কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে ১০ হাজার ৯৮১টি। ছোট-বড় এই দুর্ঘটনাগুলোতে আহত হয়েছেন ৯ হাজার ৮৬৬ ও নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৩০৩ জন। ৮ হাজার ৩১৩টি ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ হাজার ৯৫০ ও নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৩১৬ জন। নির্ধারিত গতিসীমা না মেনে, বিশ্রাম না নিয়ে টানা ১২-২০ ঘন্টা বাহন চালানোসহ নির্ধারিত ট্রাফিক আইনসহ প্রয়োজনীয় নিয়ম না মানায় ৯ হাজার ৪৩৯টি ছোট-বড় বাস দুর্ঘটনায় আহত ৯ হাজার ২৯১ ও নিহত হয়েছেন ২ হাজার ২৮ জন; সেই সাথে দায়িত্বে অবহেলা, স্থানিয় পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতিসহ বিভিন্নভাবে সড়ক-মহাসড়কে অবৈধ বাহন নাসিমন-করিমন এবং অন্যান্য তিন চাকার বিভিন্ন ধরনের বাহনে ৯ হাজার ৮০৭টি ছোট-বড় দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১১ হাজার ২৪ জন ও নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৭৯৭ জন।

সেভ দ্য রোডের চেয়ারম্যান জেড এম কামরুল আনাম, প্রতিষ্ঠাতা মোমিন মেহেদী, ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ রায়, সোনিয়া দেওয়ান প্রীতি, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল মল্লিকসহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা সেল সদস্যদের তত্ত্বাবধানে দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক কালবেলাসহ ১৭ টি জাতীয় দৈনিক, আরটিভি, জিটিভি, যমুনা নিউজ, মাছরাঙ্গা, এটিএন বাংলাসহ ২০ টিভি-চ্যানেল, জাগো নিউজ, বাংলা নিউজ, বিডিনিউজসহ ২২ টি নিউজ পোর্টাল এবং স্থানিয় প্রত্যক্ষদর্শী, সেভ দ্য রোডের স্বেচ্ছাসেবিদের দেয়া তথ্যানুসারে এই প্রতিবেদন দুর্ঘটনামুক্ত পথের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সড়কে চরম নৈরাজ্য-আইন না মানার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। যা ক্রমশ সড়কে দূর্ঘটনা যেমন বৃদ্ধি করছে, তেমন আহত ও নিহতের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে। এ অবস্থায় সেভ দ্য রোডের পক্ষ থেকে সরকারি সহায়তার মাধ্যমে সমাজসচেতনতা, গবেষণা ও স্বেচ্ছাসেবি কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের সুদৃষ্টির পাশাপাশি ফুটপাত দখলমুক্ত ও ৩৫০ সিসি বাইক নিষিদ্ধ না করলে অনশনের ঘোষণাও দেন সেভ দ্য রোডের মহাসচিব।

সেভ দ্য রোডের দাবি অনুযায়ী, প্রতি ৩ কিলোমিটারে পুলিশ বুথ বা ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন না করা ও হাইওয়ে পুলিশসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের পুলিশ-প্রশাসনের দায়িত্বে অবহেলার কারণে সড়কপথে চলতি বছরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৯৬টি, এতে ডাকাতদের হামলায় আহত ১৫৫ এবং নিহত হয়েছেন একজন। এছাড়াও, নারী শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটেছে ৬১৪টি, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১১টি। যার অধিকাংশই থানা-পুলিশের স্মরণাপন্ন হয়ানি বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও সেভ দ্য রোডের স্বেচ্ছাসেবিদের তথ্যে উঠে এসেছে। নৌপথে কোস্টগার্ড ও নৌপুলিশের দায়িত্ব অবহেলার সুযোগে অন্যান্য বছরের তুলনায় ডাকাতি বেড়েছে। ১৬১ টি ডাকাতির ঘটনায় সর্বশেষ সাতজনসহ ১১ জন নিহত হয়েছেন।

সব ব্যবধান ভুলে এক হয়েছে গণঅধিকার পরিষদ

ঢাকা ডেস্ক

নুরুল হক নুর

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, বৃহত্তর স্বার্থে সব ব্যবধান ভুলে গণঅধিকার পরিষদ এক হয়েছে। দু'একজন এর বাইরে থাকতে পারে। আশা করছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এরা সবাই যুক্ত হবেন।

মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) রাজধানীর আল রাজি কমপ্লেক্সে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।

৭২-এর সংবিধান বাতিলের কোনো প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিভিন্ন সময় সংবিধান ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। এটা বাতিলের প্রয়োজন নেই। বরং সবার সঙ্গে আলোচনা করে সংশোধন করা যায়। এই জাতি একবারই স্বাধীন হয়। '৭১-এর সঙ্গে '২৪-এর তুলনা চলে না। কোটা আন্দোলন ও জুলাই আন্দোলনে আহত সবাইকে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

নুর বলেন, আমরা ইতিমধ্যে সরকারের নানা দুর্বলতা লক্ষ্য করছি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এখনো উন্নতি হয়নি। আওয়ামী হাইকমান্ডের লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে, সচিবালয়ে আগুন আমাদের হতাশ করছে। শিক্ষার্থীরা একটি ঘোষণাপত্রের উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রধান উপদেষ্টা সেটিকে সর্বজনীন করার উদ্যোগ নিয়ে জাতিকে একটি বিভাজন থেকে রক্ষা করেছেন। আগামীর নতুন বাংলাদেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধ থাকার কোনো বিকল্প নেই। এই পরিস্থিতিতে যেকোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত দেশকে পেছনে নিয়ে যাবে। দেশ ও জাতিকে রক্ষায় ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতেই দেশ চালাতে হবে।

গণঅধিকার পরিষদের আরেক অংশের সদস্য সচিব ফারুক হাসান বলেন, গণঅধিকার পরিষদ তরুণদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মাঝখানে কিছু মতপার্থক্যের কারণে গণঅধিকার পরিষদ আলাদাভাবে পথ চলতে শুরু করে। কিন্তু ২০২৪ সালের বিপ্লবে গণঅধিকার পরিষদের উভয়ে রাজপথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

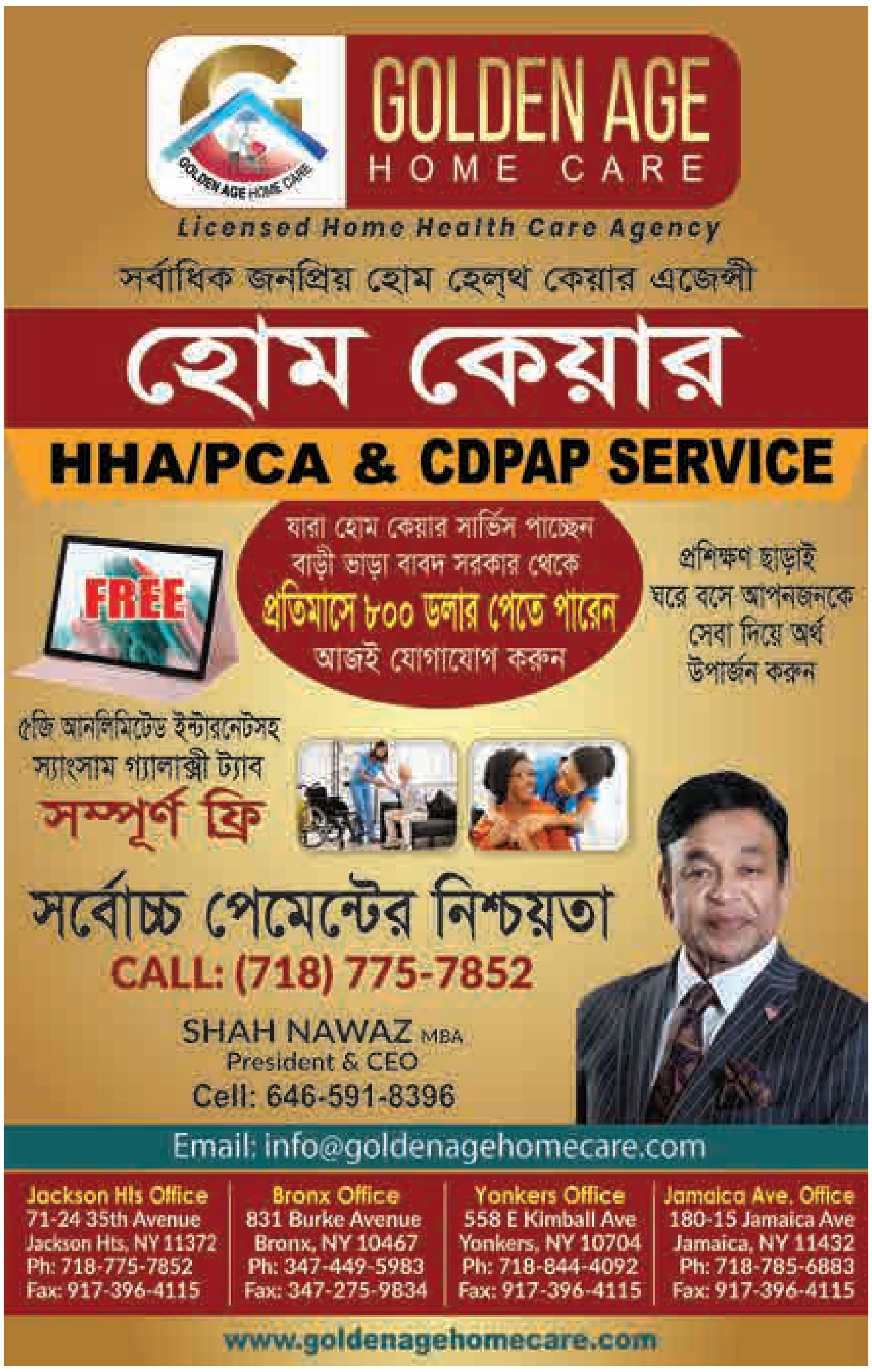

খালেদা জিয়ার বাসায় সস্ত্রীক সেনাপ্রধান

ঢাকা অফিস

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যর খোঁজ নিতে সস্ত্রীক তাঁর বাস ভবনে যান সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বৃহস্পতিবার রাত ৮ টা ৩০ মিনিটে গুলশান চেয়ারপার্সনের বাস ভবন ফিরোজায় যান সেনাপ্রধান।

বিএনপির মিডিয়া সেলের এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সেসময় মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহি আকবর তাঁকে স্বাগতম জানান।

জেনারেল আকবরের বরাত দিয়ে ওই বার্তায় বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন সেই দোয়া করেছেন সেনাপ্রধান। এসময় সেনাপ্রধান ও তাঁর সহধর্মিণী প্রায় ৪০ মিনিট অবস্থান করেন।

গত ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায় বিএনপির চেয়ারপারসনকে। এর মধ্য দিয়ে এক যুগ পর সেনাকুঞ্জের কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেন খালেদা জিয়া। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কারারুদ্ধ হবার পর এটিই ছিল তার প্রথম কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া।

খালেদা জিয়া

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান

৭৯ বছর বয়সী সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, আর্থ্রাইটিস,কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আইসিইউতে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে তাঁকে দীর্ঘ সময়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

চিকিৎসকরা জানান, খালেদা জিয়াকে এমন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বিদেশে নেওয়া হবে, সেখানে সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্তমান শর্ট ডিসেটেন্সে চার ঘণ্টায় যাওয়ার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে যা সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে রোগী নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু লন্ডন যেতে ১৪ ঘণ্টার লং ডিসটেন্স এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পৃথিবীর কয়েকটি দেশে রয়েছে সেসব দেশের সাথে চিকিৎসকরা আলোচনাও করেছেন।

এসময় জানানো হয়, খালেদা জিয়ার সঙ্গে যারা যাবেন তাদের পাসপোর্ট ভিসা হয়ে গেছে। ১৫ জন যাবেন। উন্নত চিকিৎসার জন্যে আগামী ৭ জানুয়ারি লন্ডন যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে সরকার পতনের পর গত ২১ আগস্ট এভারকেয়ার হাসপাতালে এক মাস চিকিৎসাধীন থেকে বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া।

ভারত সবচেয়ে বেশি বহিষ্কার করেছে নাইজেরিয়া ও বাংলাদেশিদের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতে বিদেশি নাগরিকদের আগমন ও প্রস্থান নিয়ে এক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে দেখা গেছে, ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি নাইজেরিয়ার নাগরিকদের বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশ ও উগান্ডার নাগরিকেরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘দ্য প্রিন্ট’ এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ভারতে থেকে সর্বাধিক সংখ্যক নাইজেরিয়ার নাগরিকদের বহিষ্কার করা হয়েছে থেকে। প্রতিবেদনটি চলতি সপ্তাহের শুরুতে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই সময়কালে মোট ২ হাজার ৩৩১ জন বিদেশি নাগরিককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৪৭০ জন নাইজেরিয়ার, ৪১১ জন বাংলাদেশের এবং ৭৮ জন উগান্ডার নাগরিক।

যখন কোনো ব্যক্তি বৈধ ভিসা বা প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়া দেশে প্রবেশ করে বা ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থান করেন, তখন তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিবাসন, ভিসা, বিদেশি অনুদান এবং নাগরিকত্ব সম্পর্কিত বিষয় পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে, বিদেশিদের দেশে প্রবেশ, অবস্থান, অভ্যন্তরীণ চলাচল এবং প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ করে ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন (বিওআই) এবং রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

ভারতে বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশ, অবস্থান ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ করে দেশটির ১৯৩৯ সালের ফরেনারস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৬ সালের ফরেনারস অ্যাক্ট এবং ১৯২০ সালের পাসপোর্ট (এন্ট্রি

ইনটু ইন্ডিয়া) অ্যাক্ট।

ভারতীয় মিশন ও দূতাবাসগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শারীরিক বা স্টিকার আকারে ভারতীয় ভিসা দেয়। বর্তমানে বিওআই ১৬৭টি দেশের নাগরিকদের জন্য সাতটি ক্যাটাগরির ই-ভিসা দেয়।

ভারতের ছয়টি নির্দিষ্ট বিমানবন্দরে তিনটি দেশের নাগরিকদের জন্য অন-অ্যারাইভাল ভিসার সুবিধা রয়েছে। দেশগুলো হলো জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

প্রতিবেদন অনুসারে, এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ভারতে মোট ৯৮ লাখ ৪০ হাজার ৩২১ জন বিদেশি ভ্রমণ করেছেন।

এই সময়কালে সর্বাধিক বিদেশি পর্যটক এসেছেন বাংলাদেশ থেকে—মোট ২১ লাখ। এরপর তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (১৭ লাখ) ও যুক্তরাজ্য (৯ লাখ)। এ ছাড়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, জার্মানি, নেপাল ও সিঙ্গাপুর থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্যটক এসেছেন।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, এই ১০টি দেশ থেকে আসা পর্যটকরা মোট বিদেশি আগমনের ৭০.২৭ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ১ এপ্রিল ২০২৩ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ১ হাজার ১১২টি দীর্ঘমেয়াদি ভিসা (এলটিভি) অনুমোদন করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

চিন্ময়ের জামিন আবেদন নামঞ্জুর

ঢাকা ডেস্ক

প্রাক্তন ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা জজ সাইফুল ইসলাম দুই পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনে জামিন নামঞ্জুর করেন।

চট্টগ্রাম মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মফিজুল হক ভূইয়া দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, জামিন আবেদনের ওপর আধা ঘণ্টা ধরে শুনানি হয়েছে। আদালত দুই পক্ষেরই যুক্তিতর্ক শুনেছেন। পরে বিচারক জামিন নামঞ্জুরের আদেশ দেন।

এই শুনানিকে কেন্দ্র করে আদালত এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিচারপ্রার্থীদের আদালত প্রাঙ্গণে ঢোকার আগে কাগজপত্র যাচাই করা হয়। আদালতের দুটি ঢোকা ও বেরোনোর পথে বিপুল সংখ্যক পুলিশ, বিজিবি ও সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়।

শুনানিতে চিন্ময়ের পক্ষে ছিলেন অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের ১১ আইনজীবীর একটি দল। পৌনে ১২টার দিকে আদালত কক্ষ থেকে বের হয়ে এই আইনজীবী বলেন, আদালতকে আমরা সাবমিশন দিয়েছি। সবকিছু শোনার পরে আদালত জামিন নামঞ্জুর করেছেন। আমরা এখন উচ্চ আদালতে যাব।

চিন্ময়ের আইনজীবীরা পুলিশি পাহারায় আদালত থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠেন। এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে ৫০-৬০ জন আইনজীবী তাদের 'দালাল' বলে স্লোগান দেন। তারা আইনজীবীর সাইফুল ইসলাম আলিফের হত্যাকারীদের ফাঁসি চেয়েও বিভিন্ন স্লোগান দেন।

গত ২৫ অক্টোবর চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সনাতনী সম্প্রদায়ের একটি বড় সমাবেশ হয়। এর কয়েক দিন পর গত ৩১ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। এ মামলায় আরও ১৮ জনকে আসামি করা হয়।

বর্ণিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের

উত্তর আমেরিকা অফিস

বর্ণিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান করেছে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। ৩১ ডিসেম্বর রাতে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হয়েছে জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব ও কৃষ্ণা তিথি।তাদের গানের সঙ্গে সমবেতদের অনেকে কণ্ঠ মিলিয়ে এবং নেচে নতুন বছরের স্বাগত অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে তোলেন।অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, নতুন কমিটির সভাপতি শওকত ওসমান রচি, সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক বর্তমান কমিটির সহ সভাপতি মনজুরুল হক ও নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার। অনুষ্ঠান আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন মল্লিকা খান মুনা এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন আরিফ রহমান।অনুষ্ঠানের ছিল পুরস্কার বিতরণ ও দাম্পতিদের মধ্যে ধাঁধা প্রতিযোগিতা। নতুন বছরের প্রথম প্রহরে কেক কাটা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ।

নাঈমুল ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাবে ৩৮৬ কোটি

ঢাকা ডেস্ক

সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান ও তার স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাংক হিসাব ১৬৩টি। তারা এসব হিসাবে ৩৮৬ কোটি টাকা জমা করেছেন। এর মধ্যে ৩৭৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা উত্তোলন করে নিয়েছেন। বর্তমানে হিসাবগুলোতে ছয় কোটি ২৭ লাখ টাকা জমা রয়েছে।

এ ছাড়া পরিবারের চার সদস্য ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন ১২টি। এই কার্ডগুলো দিয়ে ২৮ লাখ টাকার বেশি লেনদেন করেছেন।

গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব ছিলেন নাঈমুল ইসলাম খান। এ ছাড়া একাধিক প্রত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খানের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ৯১টি। এসব হিসাবে ২৪৯ কোটি টাকা জমা হয়। এর মধ্যে ২৩৮ কোটি ৩৪ লাখ টাকা তিনি উত্তোলন করেছেন। বর্তমানে তার ব্যাংক হিসাবে মাত্র ৬৪ লাখ টাকা জমা রয়েছে। তার স্ত্রী নাসিমা খান মন্টি ১৩টি ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেন। এসব হিসাবে ১৬ কোটি ৯৬ লাখ টাকা জমা হয়। এর মধ্যে তিনি ১৩ কোটি টাকা উত্তোলন করেছেন।

তাদের তিন মেয়ের ব্যাংক হিসাবেও মোটা অঙ্কের অর্থ জমা হওয়ার তথ্য মিলেছে। আদিবা নাঈম খানের হিসাবে ৩৫ লাখ, লাবিবা নাঈম খানের অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ২৫ লাখ এবং যূলিকা নাইম খানের অ্যাকাউন্টে ৬১ লাখ টাকা জমা হয়েছে। এসব অর্থের সিংহভাগই তারা উত্তোলন করে নিয়েছেন। এ ছাড়া নাঈমুল ইসলাম খানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৪৬টি হিসাবে জমা হয়েছে ১২৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এর প্রায় পুরো টাকাই তিনি উত্তোলন করে ফেলেছেন। বর্তমানে মাত্র ২১ লাখ টাকা জমা আছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা যায়, নাঈমুল ইসলাম খান এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা মোট ১২টি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন।

‘স্যার উপাধি’ পেলেন সাদিক খান

লন্ডন

সাদিক খানের পাশাপাশি স্টিফেন ফ্রাই নাইটহুড পেয়েছেন। তাদের সঙ্গে রয়েছেন ইংল্যান্ড ফুটবল দলের সাবেক ম্যানেজার গ্যারেথ সাউথগেটও।

সাদিক খান

নিউজ ডেস্ক

তৃতীয়বারের মতো লন্ডনের মেয়র হিসেবে রেকর্ড গড়ায় এবার নাইটহুড (স্যার উপাধি) পেয়েছেন সাদিক খান। এই অনন্য সম্মান পেয়ে ‘সত্যিই অভিভূত’ হয়েছেন বলে এক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন স্যার সাদিক খান।

তিনি বলেন, ‘আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে দক্ষিণ লন্ডনের একটি কাউন্সিল এস্টেটে বড় হওয়ার পর একদিন লন্ডনের মেয়র হবো। এটি আমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান যে আমি আমার প্রিয় শহরকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি এবং আমি লন্ডনের সব সম্প্রদায়ের জন্য একটি ন্যায্য, নিরাপদ, সবুজ এবং আরও সমৃদ্ধ লন্ডন গড়ে তোলার জন্য কাজ চালিয়ে যাব।’

সাদিক খানের পাশাপাশি স্টিফেন ফ্রাই নাইটহুড পেয়েছেন। তাদের সঙ্গে রয়েছেন ইংল্যান্ড ফুটবল দলের সাবেক ম্যানেজার গ্যারেথ সাউথগেটও রয়েছেন। এছাড়া এমিলি থর্নবেরি লেবার দলের সাধারণ নির্বাচনে জয়ের পর প্রথম নববর্ষের সম্মাননা তালিকায় ডেম উপাধি পেয়েছেন। এই চারজনের নাম নববর্ষের সম্মাননা তালিকায় এসেছে।

তৃতীয়বারের মতো লন্ডনের এই মেয়র পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সুযোগ-বঞ্চিত পরিবারের ছেলে। সাদিক খান তার বাপ-মায়ের আট সন্তানের একজন। পাকিস্তান থেকে লন্ডনে আসা সাদিক খানের বাবা ছিলেন বাসচালক এবং মা জীবিকা নির্বাহের জন্য সেলাইয়ের কাজ করতেন। তারা থাকতেন দক্ষিণ লন্ডনের একটি এলাকায় দরিদ্রদের জন্য তৈরি সরকারি কাউন্সিল ফ্ল্যাটে। ছোটবেলা থেকেই সাদিক খান নিজে যে আদর্শে বিশ্বাসী তা নিয়ে লড়তে এবং সাফল্যের জন্য সব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে পিছপা হননি। আর সেই আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্য তাকে যুক্তরাজ্যের অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে তিনবার জয়ী করেছে।

সাদিক খানের বাবা আমানুল্লাহ খান এবং মা সেহেরুন খান পাকিস্তান থেকে লন্ডনে আসেন ১৯৭০ সালে, সাদিক খানের জন্মের কিছুদিন আগে। সাদিক খান তাদের আট সন্তানের মধ্যে পঞ্চম। তারা সাত ভাই এবং এক বোন।

দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডনের যে তিন-কামরার ফ্ল্যাটে তারা থাকতেন, সেখানে তাদের বড় পরিবারকে গাদাগাদি করে থাকতে হতো।

স্থানীয় একটি সরকারি স্কুলে তিনি পড়াশোনা করতেন এবং সেখানেই ১৫ বছর বয়সে তিনি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং লেবার পার্টিতে যোগ দেন। সাদেক খান ছোটবেলা থেকেই মুসলিম ধর্মবিশ্বাসকে লালন করতেন এবং তিনি বলতেন বাবামা-র কাছ থেকে এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন,'কোথাও অন্যায় কিছু দেখলে তা পরিবর্তনের চেষ্টা করা তোমার কর্তব্য।'

তিনি লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, ফুটবল, বক্সিং এবং ক্রিকেট অনুরাগী ছিলেন। এমনকী তরুণ হিসাবে তিনি সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলেও কিছুদিন ট্রেনিং নিয়েছিলেন।

১৯৯৪ সালে তিনি একটি আইন সংস্থায় মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন। ওই বছরই তার স্ত্রী সাদিয়া আহমেদের সঙ্গে তার পরিচয় ও বিয়ে। সাদিয়াও আইন পড়তেন এবং কাকতালীয়ভাবে তিনিও বাসচালকের কন্যা।

সাদিক খান স্থানীয় প্রশাসনে ১২ বছর কাজ করেছেন। ২০০৪ সালে আইনজীবীর কাজ ছেড়ে তিনি পুরো সময়ের জন্য রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০০৫ সালে তিনি দক্ষিণ লন্ডনের টুটিং এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

আইন ভঙ্গের দায়ে যুক্তরাজ্যে জরিমানার মুখোমুখি টিউলিপ সিদ্দিকি

নিউজ ডেস্ক

টিউলিপ সিদ্দিক

যুক্তরাজ্যে আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানার মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে এবং যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের লেবার পার্টির সদস্য ও মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক।

মূলত একটি সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ আয় এক বছরের বেশি সময় অপ্রদর্শিত রাখার অভিযোগে তাকে ১০ হাজার ইউরো জরিমানা করা হতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

২৯ ডিসেম্বর রোববার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক গণমাধ্যম ডেইলি মেইল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, চলতি বছরের শুরু থেকেই লন্ডনের একটি সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ আয় এক বছরের বেশি সময় অপ্রদর্শিত রাখার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এই তদন্ত শুরু করেছিল পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডার্ডস কমিশনার।

তদন্তে দেখা গেছে একজন এমপি হিসেবে আর্থিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন টিউলিপ। যার কারণে বাড়িওয়ালা হিসাবে তার আইনি বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ইউরো দিয়ে লন্ডনে একটি ফ্ল্যাট কেনেন টিউলিপ সিদ্দিক এবং তার স্বামী ক্রিস পার্সি। তবে তদন্তে দেখা গেছে যে প্রায় ১৪ মাস অর্থাৎ এক বছরের বেশি সময় ধরে এই সম্পত্তি থেকে হওয়া আয় বা ভাড়া সঠিকভাবে ঘোষণা করেননি তিনি।

পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডার্ডস কমিশনার তদন্তে জানতে পেরেছে যে সংসদীয় নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন টিউলিপ সিদ্দিক। যদিও একে একটি 'প্রশাসনিক ত্রুটি' হিসেবে স্ট্যান্ডার্ডস কমিশনারের কাছে এ নিউম লঙ্ঘনের ব্যাখা দিয়েছে টিউলিপ সিদ্দিক। যুক্তরাজ্যে ভাড়া দেওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে এনার্জি পারফরম্যান্স সার্টিফিকেট (ইপিসি) থাকা বাধ্যতামূলক।

ছাত্র আন্দোলনকে বুঝতে পারছে না বিএনপি

স্থায়ী কমিটির বৈঠক

সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের পেছনে কারা রয়েছে এ প্রশ্ন তোলেন বিএনপির নেতারা।

ঢাকা অফিস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অনেক কর্মকাণ্ডকে ভালোভাবে নিচ্ছে না বিএনপি। ইতিমধ্যেই তাদের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দলটির নেতারা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আসলে কী করছে এবং ভবিষ্যতে কী করতে চায়, তা নিয়ে বিএনপিতে একধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।

গত সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। রাত সাড়ে ৮টায় সভা শুরু হয়ে শেষ হয় ১১টায়। সভায় জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ও সংবিধান বাতিলের দাবিসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। এসব আলোচনা করতে গিয়েই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করেন বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা।

বৈঠকের শুরুতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাত্র-নেতাদের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ছাত্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

বিএনপির সূত্র বলছে, স্থায়ী কমিটির সভার আগের দিন গত রোববার রাতে সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন বিএনপির মহাসচিব। ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছেন, ছাত্ররা এককভাবে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র দিলে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। যদিও এ ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সরকারের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের পেছনে কারা এবং কাদের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, সে নিয়ে স্থায়ী কমিটির সভায় প্রশ্ন তোলেন বিএনপির নেতারা। ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগের দৃশ্যমান কোনো পৃষ্ঠপোষক তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না বলেও জানান। ছাত্রদের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্টতা নেই, জামায়াতে ইসলামী জড়িত কি না, তাও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে দেশে যে একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, সেটা আওয়ামী লীগকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিএনপিকেও সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বলে মনে করছেন নেতাদের কেউ কেউ।

সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। বলা হয়, আন্দোলনের সমন্বয়কদের কেউ কেউ ছাত্রলীগ করা, আবার কেউ কেউ এসেছেন ছাত্রশিবির থেকে। এ ছাড়া কেউ কেউ আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে সমন্বয়ক হয়েছেন। সে কারণে তাঁদের আগামীর লক্ষ্য কী, তা স্পষ্ট নয়। তাঁদের কেউ কাউকে পুনর্বাসন করতে চায় কি না, সে প্রশ্নও থেকে যায়।

এদিকে, সংবিধান বাতিলের দাবির বিপক্ষেও বিএনপি শক্ত অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে। সভায় সংবিধান বাতিলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবির সমালোচনা করে বিএনপির নেতারা বলেন, বিএনপি সংবিধান বাতিলের পক্ষে নয়। কারণ এই সংবিধানের আলোকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনসহ সবকিছু চলছে। তাই সংবিধান বাতিলের কথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের এর পেছনে ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সভায় এক নেতা বলেন, এর আগেও রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যুতে একটি চক্র দেশে ঝামেলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। বিএনপিসহ জনগণের সন্দেহ—এ চক্রটি সংবিধান বাতিলের নামে আবারও দেশে সংকট সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

তবে বিএনপির হার্ডলাইনে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা গেছে। জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য বলেন, বিএনপির চাওয়া এখন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। তাদের প্রত্যাশা সরকার যথাযথভাবে সে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। এই অবস্থায় হার্ডলাইনে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে না বিএনপি। তবে পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সেটা ভিন্ন কথা।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050
• Residential
• Commercial
• Pre-Foreclosure
• Co-op & Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com
EXIT
EXIT REALTY PRIME
REBNY
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়
Reg.No.C-187784
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542
Email: RealtorMijan@gmail.com

ব্রঙ্কসে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির নববর্ষ পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করেছে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটি কমিটি ইনক। বুধবার (১ জানুয়ারি) সকালে ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে এ উপলক্ষে ব্রেকফাস্ট পার্টির আয়োজন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে ও কাজী রবিউজ্জামানের সঞ্চালনায় নুতন বছরকে বরন ও ব্রেকফাস্ট পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কোরাআন তেলাওয়াত করেন সংগঠনের উপদেষ্টা কামাল উদ্দিন, গীতা পাঠ করেন কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল।

থিমসং বাজানোর সাথে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও আমেরিকান জাতীয় সঙ্গীত সমস্বরে গাওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রায়ত সদস্যদের স্মরণ করা হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হালিম মুন্সি। আহ্বায়ক বিজয় কৃষ্ণ সাহা দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজজামান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি হাসান আলী, লিয়াকত আলী, আব্দুস ছালাম, খন্দকার আব্দুল বাকী ও সাইফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ খাইরুল ইসলাম নাসির, দপ্তর সম্পাদক মকবুল মিয়া, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক খলিলুর রহমান (রহমান), প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আবু তাহের চৌধুরী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আহাদ তালুকদার বাবুল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পারভীন আক্তার, সদস্য আব্দুল মতিন, এসএম একরাম উল্লাহ, লুৎফর রহমান ও আব্দুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত হুমায়ুন কবিরের ভাইয়ের ছোট ছেলে জাফরুল কবিরকে সনদ দেয়া হয়।

সকলের সুস্বাস্থ্য, রোগ মুক্তি, দীর্ঘায়ু কামনা ও বিশ্ব সংকটের মধ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করা, সিনিয়রদের সুস্বাস্থ্য কামনায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ। সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু কামানা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মোহাম্মদ এনামূল হক এমডি।

সিনিয়রা আমাদের শ্রদ্ধেয় ও পথ প্রদর্শক উল্লেখ করেন রোকন হাকিম। সব সিনিয়রকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন বিল্লাল ইসলাম ও শামীম আহমেদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আব্দুস শহীদ, কামাল উদ্দিন, আব্দুর রহিম বাদশা, সানাউল্লাহ, আব্দুল করিম, নূর মোহাম্মদ তফাদর, রেদয়ানা রাজ্জাক সেতু, রোকন হাকিম, কামরুজ্জামান বাচ্চু, বেগম মেহের চৌধুরী, সেলিম রেজা, মিথান দেব, মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী, শফিকুর রহমান, রতন চক্রবর্তী, ফারুক আহমেদ, লোকমান হোসেন, ফিরোজ শরীফ, তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, ইসলাম খন্দকার, দেওয়ান মোতাসির আলী মন্‌জু, বশির মুন্সি, সৈয়দ আব্দুল মতিন, জাহাঙ্গীর আলম, জিল্লুর রহমান, আবু জাফর, আব্দুল হালিম মিয়া।

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

ESSENTIAL HOME CARE
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
2025
HAPPY NEW YEAR
Head Office
170-10 Hillside Ave , Jamaica NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com
Bronx Office
2166/B Sstarling Avenue, Bronx, NY 10462
929-386-6805
jacshaheen1@yahoo.com
Jackson Height Office:
3718 73nd St. 2nd Fl. Suite 202
Jackson Heights-11372
971-300-6463
Mohammad Istiaque Hossain, CEO
Essential Home Care

www.zamzamtravelus.com

ZAMZAM TRAVEL US

zamzamtravelus

লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$১১৯৯৯	$১০৯৯৯	$১০৫০০

মক্কা (০ মিটার)
মদিনা (০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(১৭ দিন) ২৮ মে - ১৩ জুন ২০২৫
মক্কা: ২৮মে - ৩১ মে, ৫ স্টার হোটেল মক্কার সন্নিকটে মক্কা টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার বা সিমিলার
আজিজিয়া: ৩১ মে - ৯ জুন, ৫ স্টার হোটেল হলিডে ইন / সিমিলার
মদিনা: ৯ জুন-১৩ জুন, ৫ স্টার হোটেল মিলেনিয়াম আল আকিক / সিমিলার

প্যাকেজ ডিটেইলস

টিকেট : সৌদি এয়ারলাইন্স (ঢাকা টু জেদ্দা টু মদিনা/জেদ্দা টু ঢাকা)
বাস সার্ভিস : মক্কা টু মিনা টু আরাফাত টু মুজদালিফা টু জুনারাত হোটেল
ফুড : ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং লাঞ্চ (ইন্টারন্যাশনাল বুফে)
সাইটসিইং : মক্কা মদিনা গাইড সহ
তাবু : ভিআইপি
অন্যান্য : মক্কা-মদিনা-মদিনা এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট (জিএমসি/বুলেট ট্রেন, ভিসা)

ডকুমেন্টস
১. বাংলাদেশী পাসপোর্ট
২. পাসপোর্ট সাইজ ফটো
৩. ব্লাড গ্রুপ
৪. কন্টাক্ট নাম্বার

গিফটস
মহিলাদের জন্য স্কার্ফ
ট্রাভেল ব্যাগ
পাসপোর্ট ব্যাগ

থ্রি স্টার
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৮৫৯৯	$৭০৯৯	$৬৫৯৯

মক্কা (৫০০-৭০০ মিটার)
মদিনা (৩০০-৫০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(২৮-৩২ দিন)
২৩/২৪ মে- ১৯/২০ জুন ২০২৫
মক্কা: ৩ স্টার হোটেল আতওয়াত আল মনসিয়া/ আবদুল্লাহ আল-গামাস / হানি আলমাস হোটেল
মদিনা: ৩ স্টার হোটেল কারাম আল , হিজাজ/কারাম গোল্ডেন হোটেল

ইকোনমি
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৫৯০০	$৪৯০০	$৪১০০

মক্কা (১০০০ মিটার)
মদিনা (১০০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(৪০-৪২ দিন)
৫/৬ মে - ১৪/১৬ জুন ২০২৫

স্পেশাল লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার
উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$২৩৯৯	$২২৯৯৯	$২১৯৯

Departure: Jan 22nd, 2025	JFK - JED	Return: Jan 29th, 2025	MED - JFK
Departure: Jan 29nd, 2025	JFK - JED	Return: Feb 06th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 12th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 18th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 26th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 25th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025	JFK - JED	Return: Mar 3rd, 2025	MED - JFK

রমাদান
উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

Group	কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল	Departs	Return	
1st Group	$৩,৬৯৯	$৩,৮৯৯	$৪,০৯৯	Feb 27, 2025	Mar 10, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
2nd Group	$৩,৭৯৯	$৩,৯৯৯	$৪,১৯৯	Mar 08, 2025	Mar 19, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
3rd Group	$৫,৮৯৯	$৬,৩৯৯	$৬,৮৯৯	Mar 19, 2025	Apr 01, 2025	মদিনা - ৩ দিন মক্কা ৯ দিন
Special	$৪,৩৯৯	$৪,৬৯৯	$৫,৩৯৯	Mar 14, 2025	Mar 24, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৪ দিন

ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভিসা-সার্ভিস

- এক্সপার্ট টিম
- ভ্যারিফাইড ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সাপোর্ট
- পারফেক্ট ভিসা এপ্লিকেশন সার্ভিস

সৌদি আরব ১০ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

- স্টে আপ টু ১৮০ ডেইজ
- আনলিমিটেড উমরাহ
- ফ্যামিলি ভিজিট
- বিজনেস ট্রাভেল এন্ড এক্সপ্লোরেশন
- এক্সপ্লোর এডুকেশনাল অপরচুনিটিজ
- ট্রাভেল টু এনি সিটি

ইন্ডিয়া ভিসা প্রসেসিং
সেনজেন ভিসা প্রসেসিং
সৌদি ভিসা প্রসেসিং
ইউ.এ.ই ভিসা প্রসেসিং
৩০ দিনের ভিসা, ২ বছরের ভিসা, ৫ বছরের ভিসা, ১০ বছরের ভিসা
ইউ.এ.ই - দুবাই | ফুল প্যাকেজ ভিসা প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইটসিইং, গাইডেন্স সার্ভিস
৩ স্টার ৫ স্টার
উমরাহ | ফুল প্যাকেজ প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, জিয়ারাত, গাইডেন্স সার্ভিস

বাংলাদেশ প্লাজা
৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রীট, সুট # ২০৭
জ্যাকসন হাইটস, নিউ-ইয়র্ক ১১৩৭২

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

হয়ে গেল শুভ উদ্বোধন

আমাদের সেবা সমূহ

- সব ধরনের দেশীয় খাবার
- সাদভাত,মাছ, মাংস, ডাল সবজি ভর্তা।
- এ ছাড়া কাবাব, নান মিষ্টিসহ মুখরোচক সুস্বাধূ আয়োজন।

পার্টি হল

বিবাহ, জন্মদিন, সভা সেমিনারের জন্য ২০০ জন ও ৮০ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি পার্টি হল রয়েছে।

যোগাযোগ

37-43 74 Street, Jackson Heights NY 11372
Phone: 718-314-4001

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন

বাইডেনের আমলে হচ্ছে না গাজায় যুদ্ধবিরতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হাতে সময় আছে আর মাত্র ২০ দিন। আগামী ২০ জানুয়ারি তিনি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। বাইডেন তাঁর আমলেই গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আরব মধ্যস্থতাকারীরা। সূত্রগুলো ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে জানিয়েছে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে জিম্মি বিনিময় এবং যুদ্ধবিরতির বিষয়ে যে আলোচনা চলছিল, তা সম্পূর্ণ অচলাবস্থায় পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অচলাবস্থার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের মেয়াদকালে কোনো চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। মধ্যস্থতাকারীরা জানিয়েছেন, আলোচনার প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী, উভয় পক্ষ ৬০ দিনের একটি যুদ্ধবিরতির শর্ত বিবেচনা করছিল। এই পরিকল্পনার আওতায় হামাস ৩০ জন জিম্মিকে মুক্তি দেবে এবং পরিবর্তে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। পাশাপাশি গাজায় মানবিক সহায়তার পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হতো।

তবে, মধ্যস্থতাকারীদের মতে—আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে উভয় পক্ষই তাদের অবস্থান আরও কঠোর করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা কেবল জীবিত জিম্মিদের মুক্তি মেনে নেবে। একই সঙ্গে, হামাসের প্রস্তাবিত তালিকার কিছু ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

অন্যদিকে, হামাস আবারও তাদের পুরোনো দাবিতে ফিরে গিয়ে বলেছে, তারা শুধু যুদ্ধের স্থায়ী সমাধানের দিকেই অগ্রসর হতে আগ্রহী। হামাস দাবি করেছে, বর্তমান সংঘাত—যা গত ৭ অক্টোবর শুরু হয়েছিল—তার একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই।

মধ্যস্থতাকারীরা আরও জানিয়েছেন, এই অবস্থায় আলোচনায় আর কোনো সমাধান সম্ভব নয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যকার আস্থার সংকট আরও গভীর হয়েছে। তবে, তারা আশা করছেন, আগামী ২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে পারে। মধ্যস্থতাকারীদের ধারণা, উভয় পক্ষ তখন আবারও আলোচনার টেবিলে বসার প্রয়াস চালাবে।

এই অচলাবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিরসনে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জিম্মি বিনিময় ও যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস করার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে।

টাউন হোম
TW-2275
১,২৯৫ বর্গফুট জমি +
২,২৭৫ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী

মাত্র **৩১,৫২৫ US$** ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র **৫০৯ US$**, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ

টেরেস হোম
TR-1900
৯৯০ বর্গফুট জমি +
১,৯০০ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী

মাত্র **২৪,০৫৩ US$** ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র **৩৮৮ US$**, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ

গার্ডেন হোম
RX-5 (I)
৩,৬০০ বর্গফুট জমি +
৩,২৯২ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী

মাত্র **৭৮,৬৫০ US$** ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র **১,২৭০ US$**, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে বুকিং দিলেই পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়! সেই সাথে সর্বনিম্ন **২৪,০৫৩ US$** ডাউনপেমেন্ট দিয়েই বুঝে নিন জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল।

পরিবেশ ছাড়পত্র নং- পরিবেশ/ঢাবি/৯৫২৫/৪১০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই অফারটি সীমিত সংখ্যক বাড়ী/লট এর জন্য **"আগে আসলে আগে পাবেন"** ভিত্তিতে প্রযোজ্য এবং জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ বিপ্লবের অগ্রনায়ক, রেমিটেন্স যোদ্ধা প্রবাসীগন অগ্রাধিকার পাবেন।

- এই স্কিমের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট গ্রাহকগনের দায় আনুপাতিক সম্পত্তি বন্ধকের ব্যবস্থা থাকবে।
- এই সুযোগটি গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রবাসী ভাই-বোনকে যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে কোম্পানীর নির্দিষ্টব্যাংক একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ পাঠাতে হবে।

ব্যাকিং পার্টনার:
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি. | শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

Bangla Bosoti
বাংলা বসতি

Hotline +88 09644100800

For Details Please Call
+88 01321100800, +88 01708152444-9

Corporate Office: 49, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1205, Sales Office: Axis Delvista (3rd Floor), 7/1, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. E-mail : info@banglabosoti.com

নিজের নাম পরিবর্তন করলেন ইলন মাস্ক

ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এখন আর ইলন মাস্ক নামে কাউকে খুঁজে পাবেন না ব্যবহারকারীরা। কারণ নিজের মালিকানাধীন এই মাধ্যমটিতে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক তাঁর নাম পরিবর্তন করেছেন। মাস্কের নতুন নাম কেকিয়াস ম্যাক্সিমাস।

বুধবার বিবিসি জানিয়েছে, ইলন মাস্কের এই নাম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ মাস্ক হঠাৎ করে এই নাম পরিবর্তনের কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

এক্স মাধ্যমে ইলন মাস্কের নতুন প্রোফাইল ছবিতে দেখা যাচ্ছে জনপ্রিয় মিম চরিত্র পেপে দ্য ফ্রগকে। চরিত্রটি রোমান সামরিক পোশাকে একটি গেম কন্ট্রোলার ধরে আছে। উল্লেখ্য, 'পেপে দ্য ফ্রগ' মিমটি অতীতে কট্টর ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিবিসি আরও জানিয়েছে, ইলন মাস্কের হঠাৎ নাম পরিবর্তন

ইলন মাস্ক

ক্রিপ্টোকারেন্সি দুনিয়ায় ঝড় তুলেছে। নাম পরিবর্তনের পর 'কেক' নামে একটি মিমকয়েনের মূল্য হঠাৎ করে আকাশচুম্বী হয়ে যায়।

শুধু নাম নয়, অতীতে ইলন মাস্ক তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমেও ক্রিপ্টোকারেন্সির দামে প্রভাব ফেলেছেন, এমন নজির আছে। তবে ওই নির্দিষ্ট মিমকয়েনটির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা আছে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ইংরেজি কেকিয়াস শব্দটি সম্ভবত কেক (কেইকে) এসেছে। এটি গেমারদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি শব্দ এবং 'লল' শব্দটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে কেক-এর আরও দুটি প্রাসঙ্গিক অর্থ আছে। প্রাচীন মিসরীয় অন্ধকারের দেবতাকে এই নামে ডাকা হতো। মিসরীয় ওই দেবতাকে মাঝে মাঝে ব্যাঙের মাথাসহ চিত্রিত করা হয়।

আরেকটি বিষয় হলো—কেক শব্দটি প্রায় সময়ই কট্টর ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যুক্ত।

ইলন মাস্কের নতুন নামের দ্বিতীয় অংশটি হলো ম্যাক্সিমাস। এই শব্দটি অনেকের কাছে রিডলি স্কটের চলচ্চিত্র গ্ল্যাডিয়েটরের নায়ক ম্যাক্সিমাস ডিসিমাস মেরিডিয়াসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মাস্কের নতুন প্রোফাইল ছবিতে রোমান সামরিক পোশাকে থাকা পেপেকে গেম কন্ট্রোলার ধরে থাকতে দেখা যায়। এটি কি শুধুই একটি মজার কাণ্ড, নাকি এর পেছনে কোনো গভীর বার্তা রয়েছে, তা এখনো অজানা।

ইলন মাস্কের এই পদক্ষেপ নিয়ে ভক্ত ও সমালোচকদের মধ্যে আলোচনা তুঙ্গে। এটি কি শুধুই বিনোদনের জন্য, নাকি এর পেছনে কোনো সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নেতানিয়াহু আন্ডারগ্রাউন্ডে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নেতানিয়াহু

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রোস্টেট অপসারণ করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর প্রোস্টেট অপসারণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন তিনি সুস্থ আছেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, গত রোববার হাদাসাহ মেডিকেল সেন্টারের নেতানিয়াহুর অস্ত্রোপচার করা হয়। এখন তাঁকে হাসপাতালে ভূগর্ভস্থ ইউনিটে রাখা হয়েছে। কারণ তাঁর ওপর শত্রুদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা রয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। চলতি মাসের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, অসুস্থতা সত্ত্বেও দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করেন তিনি। গাজায় যুদ্ধসহ নানা চাপ তাঁর শরীরের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকেরা।

৭৫ বছর বয়সী নেতানিয়াহুকে এখন অস্ত্রোপচার–পরবর্তী অবস্থায় রাখা হয়েছে। আরও বেশ কয়েকদিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে।

জেরুজালেমের হাদাসাহ মেডিকেল সেন্টারের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান ডা. ওফের গোফ্রিট রোববার রাতে এক ভিডিও বিবৃতিতে বলেন, 'অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর ক্যান্সার বা ম্যালিগন্যান্সির কোনো আশঙ্কা নেই।'

যুক্তরাষ্ট্রে দুই গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে দিলেন বাংলাদেশের মনন

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কে চলমান ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার কোনো দাবাড়ু অংশ নিয়েছে। তিনি হলেন বাংলাদেশের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মনন রেজা। বিশ্বের বাঘা বাঘা সব দাবাড়ুর সঙ্গে এই লড়াইয়ে মঞ্চে অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির দুই গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে দিয়েছেন এই তরুণ। র‍্যাপিড দাবায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য ১৫ মিনিট। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলে সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়েছেন মনন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে তিনি রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার নেস্টেরভ এরসেনি, চিনের আন্তর্জাতিক মাস্টার লোউ ইয়িপিং ও ডেনমার্কের গ্র্যান্ডমাস্টার এন্ডারসেন ম্যাডসের কাছে হেরে যান।

চতুর্থ রাউন্ড থেকে ঘুরে দাঁড়ান মনন। জিম্বাবুয়ের আন্তর্জাতিক মাস্টার ইউরাজায়েভ মাকোটো রোডওয়েলের সঙ্গে ড্র করেন। ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তিনি পঞ্চম রাউন্ডে হারান অস্ট্রিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার হোরভাথ ডোমিনিককে। এরপর ২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার নবম রাউন্ডে জার্মানির গ্র্যান্ডমাস্টার ডেনিস ওয়াগনারকে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দেন। ২৮ ডিসেম্বর শনিবার শেষ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড দাবার আসর। এতে প্রথমবার অংশ নিয়ে ১৮০ জন দাবাড়ুর মধ্যে ১৫১ নম্বরে আছেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন। নারী বিভাগে নোশিন আছেন ১১০ জনের মধ্যে ১০১ নম্বরে।

ভারতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে খ্রিষ্টান নেতাদের চিঠি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতে খ্রিষ্টানদের ওপর ধর্মীয় সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ৪০০ জনের বেশি জ্যেষ্ঠ খ্রিষ্টান নেতা ও ৩০টি চার্চ। এই আবেদন তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) এই চিঠি পাঠানো হয় বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। চিঠিতে বলা হয়, খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ক্রমশ বাড়ছে এবং অসহিষ্ণুতার মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে খ্রিষ্টানদের অন্তত ১৪টি সমাবেশে হামলা, সহিংসতা ও হুমকির ঘটনা ঘটেছে।

ইভানজেলিক্যাল ফেলোশিপ অব ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ৭২০টিরও বেশি সহিংসতার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। একই সময়ে ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরাম ৭৬০টি মামলা নথিভুক্ত করেছে। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন, দেশে ধর্মান্তরকরণবিরোধী আইনের অপব্যবহার হচ্ছে।

মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ে চীনা হ্যাকারদের হানা

নিউজ ডেস্ক

চীনের হ্যাকাররা মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেমে ঢুকে কর্মীদের ওয়ার্কস্টেশনসহ বেশ কিছু গোপনীয় নথি হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগে করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। ট্রেজারি বিভাগের একজন মুখপাত্র জানান, এ মাসের শুরুর দিকে কয়েকজন কর্মকর্তার ওয়ার্কস্টেশন (কম্পিউটার) ও গোপন নথিপত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে নিশ্চিত হয়েছেন তারা। চীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হ্যাকাররা এ হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ তাদের।মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, হ্যাকাররা অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি সিস্টেমে ও গোপন নয়— এমন কিছু নথিতে প্রবেশ করতে পেরেছেন। হ্যাকিংয়ের এ ঘটনাকে 'বড় ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করে এর প্রভাব খতিয়ে দেখতে এফবিআই ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে মন্ত্রণালয়।মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, বিয়ন্ড ট্রাস্ট ৮ ডিসেম্বর হ্যাকিংয়ের আশঙ্কার কথা জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সতর্ক করেছিল। কোম্পানিটির মতে, ২ ডিসেম্বর তারা প্রথম সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে। তবে এর তিনদিন পর কোম্পানিটি বুঝতে পারে যে তাদের হ্যাক করা হয়েছে।ওই মুখপাত্র আরও বলেন, হ্যাকার গোষ্ঠী অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মীর কর্মক্ষেত্র ও তাদের কাছে রাখা গোপন নয়, এমন নির্দিষ্ট কিছু নথিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে কোন নথি হ্যাকারদের হাতে পড়েছে ও কত সময় ধরে হ্যাকিং হয়েছে, তা জানায়নি মন্ত্রণালয়।

মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় আইনপ্রণেতাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলেছে, চীনভিত্তিক ওই হ্যাকার গোষ্ঠী অফিসের বাইরের পরিষেবা প্রদানকারীদের ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম হ্যাক করতে সক্ষম হয়েছে। এই সিস্টেম ব্যবহার করে কর্মীরা অফিসের বাইরে থেকে মন্ত্রণালয়ের সিস্টেমে ঢুকে কাজ করতে পারেন।সাইবার সিকিউরিটি ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি সংস্থা এবং ফরেনসিক তদন্তকারীরা এই ঘটনার সার্বিক প্রভাব খতিয়ে দেখতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের সঙ্গে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, চীনের রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট একটি হ্যাকার গোষ্ঠী (এপিটি) এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে

বিশ্বে রেকর্ডসংখ্যক শিশু যুদ্ধে ক্ষতির শিকার

নিউজ ডেস্ক

গাজা, ইউক্রেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের কারণে রেকর্ডসংখ্যক শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ।জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ জানায়, ২০২৪ সালে গাজা, ইউক্রেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের কারণে হাজার হাজার শিশু নিহত হয়েছে। যুদ্ধে যেই সংখ্যক শিশু নিহত হয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক অপুষ্টিতে ভুগছে। যেতে পারছে না স্কুলে এবং পাচ্ছে না টিকার মতো অতিপ্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা।শনিবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, রেকর্ডসংখ্যক শিশু যুদ্ধ আক্রান্ত এলাকায় বাস করছে কিংবা বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

অতীতে কখনো এত সংখ্যক শিশু আক্রান্ত হয়নি।সংস্থাটির ধারনা, সারাবিশ্বে ৪৭৩ মিলিয়নের বেশি শিশু যুদ্ধ আক্রান্ত এলাকায় বাস করছে। অর্থাৎ প্রতি ছয়জনে এক শিশু এমন পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। এর ফলে রেকর্ড সংখ্যক শিশু মারা গেছে, আহত হয়েছে কিংবা অধিকার বঞ্চিত হয়েছে।ইউনিসেফের

নির্বাহী পরিচালক ক্যাথেরিনা রাসেল বলেন, যে কোনো হিসেবে ইউনিসেফের ইতিহাসে বলা যায়, ২০২৪ সাল ছিল শিশুদের জন্য সবচেয়ে খারাপ বছর।

গাজা, ইউক্রেনসহ যুদ্ধ ও সংঘাতে লিপ্ত এলাকাগুলোতে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বলে জানায় ইউনিসেফ।সংস্থাটির বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরাইলের হামলায় গাজায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে। ইউক্রেনে চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে পুরো ২০২৩ সালের তুলনায় বেশি শিশু হতাহতের শিকার হয়েছে। এদিকে মধ্য অ্যামেরিকার দেশ হাইতিতে শিশুদের উপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা চলতি বছর এক হাজার ভাগ বেড়েছে। আফ্রিকার সংঘাতপ্রবণ দেশ দক্ষিণ সুদানে বিশাল সংখ্যক শিশু এক বছরের বেশি সময় ধরে স্কুলে যেতে পারছে না।

ইউনিসেফ বলছে, 'যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার শিশুরা প্রতিদিন নানাভাবে আক্রান্ত হয়। ফলে তাদের শৈশব হারিয়ে যায়।

ট্রাম্প হোটেলের সামনে টেসলার সাইবারট্রাকে বিস্ফোরণ, নিহত ১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বছরের প্রথম দিনই এক 'অশনি সংকেত' পেলেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার লাস ভেগাসে তাঁর ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের সামনে একটি টেসলা কোম্পানির সাইবারট্রাকে বিস্ফোরণ হয়েছে। বুধবারের এ বিস্ফোরণে একজন নিহত ও ৭ জন আহত হয়েছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এই সাইবারট্রাকে 'বাজি' থাকতে পারে। কোনোভাবে গাড়িটিতে আগুন ধরে গেলে সেই বাজি থেকে বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনায় এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে এফবিআই। বলা হচ্ছে, এটি কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

আগামী ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে এমন ঘটনা বেশ উদ্বেগের। লাস ভেগাসে অবস্থিত এই দ্য ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেল তাঁর প্রতিষ্ঠান ট্রাম্প অরগানাইজেশনের একটি অংশ। আর এর সামনে বিস্ফোরণ হওয়া গাড়িটি ট্রাম্পের প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করা ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান টেসলার।

প্রাথমিকভাবে এই নিয়ে কিছু বলতে চাননি এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট জেরেমি শোয়ার্টজ। এদিকে ঘটনার পরপরই টেসলার মালিক ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, টেসলার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এই ঘটনা খতিয়ে দেখছে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'আমরা এর আগে কখনো এমন কিছু দেখিনি। এটা একটা সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা ছিল। এবং সেই বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।'

এফবিআই বলছে, তারা গাড়ির চালককে শনাক্ত করতে পেরেছে। ওই লোক কলোরাডো থেকে এটি ভাড়া করেছেন।

লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে হামলার ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই এই বিস্ফোরণ হলো। ওই হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছে।

নিউ অরলিন্সের বুরবোন স্ট্রিটে স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার ভোরে বর্ষবরণ উদযাপনের সময় ভিড়ের মধ্যে একজন চালক একটি পিকআপ ট্রাক তুলে দেয়। সন্দেহভাজন হামলাকারীর কাছে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের পতাকা ছিল।

কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই হামলায় ব্যবহৃত গাড়িতে আইএসের পতাকা পাওয়ার কথা জানিয়েছে। এফবিআই এটিকে 'সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড' উল্লেখ করে তদন্ত করছে।

ভার্জিনিয়ায় দেড় শতাধিক বিস্ফোরক উদ্ধার, রেকর্ড এফবিআইয়ের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি ফার্ম থেকে দেড় শতাধিক বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই। যা সংস্থাটির ইতিহাসে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জব্দের ঘটনা, বলছেন এফবিআই কর্মকর্তারা। খবর ওয়াশিংটন পোস্টের।

কিছুদিন পূর্বে গ্রেফতার করা হয়েছিল ফার্মটির মালিক ব্র্যাড স্প্যাফোর্ডকে। তার শোবার ঘরে একটি ব্যাগের ভেতর পাওয়া যায় বিস্ফোরকগুলো। ব্যাগটির ওপর লেখা ছিলো 'নো লাইভস ম্যাটার'।

ধারণা করা হচ্ছে, সরকারবিরোধী কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তিনি। বিস্ফোরক ছাড়াও তার কাছে পাওয়া গেছে বেশ কিছু অনিবন্ধিত অস্ত্রও।

ব্র্যাড প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসের ছবিকে লক্ষ্য বানিয়ে নিশানা অনুশীলন করতেন বলেও জানিয়েছে এফবিআই।

এর আগে, ২০১১ সালে বাড়িতে বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে ব্র্যাড স্প্যাফোর্ড নিজের তিনটি আঙ্গুল হারান বলে জানা গেছে।

বাসা ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ষ্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: 917 330 0374

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432
যোগাযোগ-718 790 7593

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে ষ্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

টিকটক নিষিদ্ধের আইন স্থগিত রাখতে সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটিতে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক নিষিদ্ধ করাসংক্রান্ত একটি আইন স্থগিত রাখতে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ আইনের অধীন আগামী ১৯ জানুয়ারির মধ্যে চীনা প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন টিকটককে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো মার্কিন কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিতে হবে, নইলে দেশটিতে অ্যাপটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এখন আইনটি স্থগিত রাখার অনুরোধ জানানোর পেছনে ট্রাম্পের যুক্তি, ২০ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এ বিষয়ে একটা 'রাজনৈতিক সমাধানে' পৌঁছাতে তাঁকে সময় দেওয়া উচিত।

ট্রাম্প ওই অনুরোধ জানানোর পর এ বিষয়ে ১০ জানুয়ারি সর্বোচ্চ আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস গত এপ্রিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টিকটক বিক্রি, নইলে বন্ধ করে দেওয়াবিষয়ক বিলের পক্ষে ভোট দেয়। পরে দেশটির একটি আপিল আদালত একই আদেশ দেন।

টিকটকের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আইনটি তুলে নিতে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। তবে আদালত যদি আগামী মাসের শুনানিতে তাদের পক্ষে আদেশ না দেন, অ্যাপটি ১৯ জানুয়ারি থেকে, অর্থাৎ ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার এক

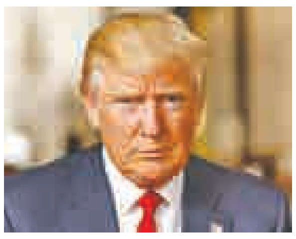

ডোনাল্ড ট্রাম্প

দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে আক্ষরিক অর্থেই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

এর আগে গত ১১ মার্চ ট্রাম্প (সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী) বলেছিলেন, টিকটক জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেন, এ অ্যাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলে বাচ্চাদের কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এতে শুধু মেটার মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের অবস্থানই শক্তিশালী হবে। ট্রাম্পের শেষ কথাটির সমালোচনা করেছিলেন রিপাবলিকানরা।

আরও আগে ২০২০ সালে ট্রাম্প টিকটক ও চীনা মালিকানাধীন আরেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইচ্যাট নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে আদালতের বাধায় তিনি আর সফল হননি। টিকটক নিয়ে ট্রাম্পের বর্তমান অবস্থান তাঁর ওই অবস্থানের একেবারে উল্টো।

যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের ১৭ কোটির বেশি ব্যবহারকারী রয়েছেন। ফলে এটি সে দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে।

টিকটকের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আইনটি তুলে নিতে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। তবে আদালত যদি আগামী মাসের শুনানিতে তাদের পক্ষে আদেশ না দেন, অ্যাপটি ১৯ জানুয়ারি থেকে, অর্থাৎ ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার এক দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে আক্ষরিক অর্থেই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

ট্রাম্পের প্রধান আইনজীবী জন সাউয়ার বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ বিতর্কের (টিকটক নিষিদ্ধ করা) মেরিট নিয়ে কোনো অবস্থান নিচ্ছেন না। পরিবর্তে টিকটক নিষিদ্ধে ১৯ জানুয়ারি ২০২৫–এর যে সময়সীমা রয়েছে, সেটি স্থগিত রাখার বিষয় আদালতকে বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এটি বিবেচনা করা হলে ট্রাম্পের ভবিষ্যৎ প্রশাসন বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে সমাধানের সুযোগ পাবে।'

এর আগে গত ডিসেম্বরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টিকটকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শোউ ঝি সাক্ষাৎ করেন। এর কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, টিকটকের বিষয়ে তাঁর একধরনের আকর্ষণ রয়েছে এবং তিনি চান অ্যাপটি অন্তত আরও কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্রে সক্রিয়া থাকুক। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এ অ্যাপে তিনি কোটি কোটি ভিউ পেয়েছেন।

সার্বিক বিষয়ে টিকটক কর্তৃপক্ষের মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে এতে সাড়া দেয়নি।

প্রসঙ্গত, টিকটকে ছোট ভিডিও দেওয়া হয়। তবে অনেক সময় অবান্তর ভিডিও-ও পোস্ট করা হয়ে থাকে।

বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় প্রবাহের ৬ষ্ঠ সাহিত্য সভা

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের ৬ষ্ঠ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে গ্রীন টাচের হলরুমে এই সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

আহ্বায়ক ড. আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন এমসিটিভির সিইও কাজী শামসুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী শামসুল হক প্রবাহের গতিধারা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন এবং এর কার্যক্রম কখনও যাতে থেমে না যায়, সেজন্য সংগঠকদের সুদৃষ্টি রাখতে বলেন। পরে তিনি স্বরচিত কবিতা "আমলনামা" পাঠ করেন।

প্রবাসের বিশিষ্ট লেখক, কবি এস এম মোজাম্মেল হক তাঁর প্রকাশিত বই থেকে প্রেম বিষয়ক কবিতা পাঠ করেন। বিশিষ্ট কবি সৈয়দ হাসমত আলী তাঁর প্রকাশিত বই "অবুঝ ভালোবাসা" থেকে "কথন" এবং আরও দুটি কবিতা পাঠ করেন। প্রবাসের বিশিষ্ট সংগঠক সেলিনা বানু একটি কবিতা ও একটি গান খালি গলায় পরিবেশন করেন। কবি সোহেল হামিদ সদ্য প্রয়াত কবি হেলাল হাফিজের "কষ্ট নেবে কষ্ট" এবং কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" আবৃত্তি করেন।

গ্রীন টাচের পরিচালক এম লিয়াকত এলাহী কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতা পাঠ করেন। পরে প্রবাহকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের সাথে সম্পৃক্ত হবার আহ্বান জানান।

বিশিষ্ট সমাজসেবী কে. এম. ফজলুল হক তাঁকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা পড়ে শোনান।

প্রবাসের পরিচিত মুখ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মো. শাহ আলম প্রবাহকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দান করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রহমান, রুমা বেগম প্রমুখ। সভায় কবি হেলাল হাফিজের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান স্মরণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে গৃহহীনের সংখ্যায় রেকর্ড

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে গৃহহীনদের সংখ্যা রেকর্ড সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে। ২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার সরকারি পরিসংখ্যানে প্রকাশিত তথ্যে এমন চিত্র দেখা গেছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট (এইচইউডি) জানিয়েছে, ২০২৪ সালে দেশটিতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সাত লাখ ৭০ হাজার। যা আগের বছরের তুলনায় অর্থাৎ ২০২৩ সালের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি।

২০০৭ সালে এইচইউডি গৃহহীন মানুষের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। এরপর থেকে এ বছরই সবচেয়ে বেশি মানুষকে গৃহহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। যদিও করোনা মহামারির সময়ে অর্থাৎ ২০২১ ও ২০২২ সালে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেনি সংস্থাটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের অভাব, অভিবাসনপ্রত্যাশী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।

এইচইউডি এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, অনেক শহরেই গত বছরের তুলনায় বেশি মানুষ গৃহহীনতার সম্মুখীন হয়েছেন, যদিও ডালাস ও লস অ্যাঞ্জেলেসে কমেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে এক রাতে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

মূলত আশ্রয়কেন্দ্র, অস্থায়ী আবাসন ও অরক্ষিত স্থানে থাকা মানুষদের এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশী-আমেরিকান হিন্দুদের প্রতিবাদ সমাবেশ

ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

ফ্লোরিডার পাম বিচে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসভবনের কাছে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশী-আমেরিকান হিন্দুরা। এতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ও সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের প্রশ্রয়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

হিন্দু বাঙালি সোসাইটি অফ ফ্লোরিডা ইউএসএ কর্তৃক আয়োজিত এবং বাংলাদেশী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউনাইটেড হিন্দুস অফ ইউএসএসহ বেশ কয়েকটি বাংলাদেশী-আমেরিকান ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে শতাধিক মানুষ অংশ নেন।

হিন্দু বাঙালি সোসাইটি অফ ফ্লোরিডার সভাপতি সঞ্জয় সাহার সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লিটন মজুমের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্রেটিক ডিষ্ট্রিক্ট লিডার দিলীপ নাথ, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শ্যামল চক্রবর্তী, মেম্বার সেক্রেটারি বিদ্যুৎ সরকার, সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভবতোষ মিত্র, হিন্দু অ্যাকশন নেটওয়ার্কের পরিচালক শিবু চৌধুরী, সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি সাধন সরকার ও সদস্য রতন মজুমদার, ইউনাইটেড হিন্দু কাউন্সিল অফ ইউএসএর পরিচালক পীযূষ বর্ধন ও আটলান্টার হিন্দু অ্যাকশন নেটওয়ার্কের পরিচালক শিবু চৌধুরী ভূপাল ধর।

সমাবেশে বক্তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে শূন্য-সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীকে বিচারের আওতায় এনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের আহ্বান জানান।

সমাবেশের আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়, যার মাধ্যমে তাকে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু নাগরিকদের নির্মূলকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করেতে সাহায্য চেয়ে অনুরোধ জানানো হয়। স্মারকলিপির অনুলিপি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বরাবরও দেয়া হয়েছে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

মুনার ন্যাশনাল ও জোনাল কমিটি গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সর্ববৃহৎ ইসলামি সংগঠন মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র ন্যাশনাল ও জোনাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সেশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মনোনীত হয়েছেন আরমান চৌধুরী, সিপিএ। এছাড়া ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন, আবু আহমদ নুরুজ্জামান, ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, হারুন অর রশীদ, মাওলানা আবুল ফয়জুল্লাহ, ন্যাশনাল এসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু ওবায়দা, আনিসুর রহমান গাজী, ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও আব্দুল্লাহ আল আরিফ।

এদিকে নবনির্বাচিত ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ২০২৫-২৬ সেশনের জন্য জোনাল সভাপতিদের মনোনয়ন প্রদান করেন। জোনাল সভাপতিরা হলেন, নিউইয়র্ক নর্থ জোন মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান, নিউইয়র্ক সাউথ জোন ইমদাদ উল্লাহ, আপস্টেট নিউইয়র্ক জোন আব্দুল কাইয়ুম, ওয়েষ্ট জোন সভাপতি আব্দুল মান্নান, ইষ্ট জোন মাহমুদুল কাদের তফাদার, সাউথ জোন সভাপতি ডা: আমিনুল ইসলাম, নর্থ জোন সভাপতি নেসার উদ্দিন।

এছাড়াও ২০২৫-২৬ সেশনে মজলিশে শুরার নির্বাচিত সদস্যরা হলেন, হারুন অর রশীদ, আবুল বাশার ফয়জুল্লাহ, আরমান চৌধুরী, তোয়াহা আমিন খান, ডা: আতাউল হক ওসমানী, আহমদ আবু ওবায়দা, সাফায়েত হোসেন সাফা, এমদাদ উল্লাহ, ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, আবদুল্লাহ আল আরিফ, ড. মোহাম্মদ নকিবুর রহমান, মো: মাহমুদুল কাদের তফাদার, মো: জিয়াউল ইসলাম শামীম, আব্দুল কাইয়ুম, খায়রুল হাসান রফিক, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান, প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

সংগঠনের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী সিনিয়র সদস্য ও সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে দুই বছরের জন্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শুরার সদস্য নির্বাচন করেন সদস্যরা। নির্বাচন পরিচালনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রধান ছিলেন আবুসামিহাহ সিরাজুল ইসলাম। অপর সদস্যরা ছিলেন মো: দিদারুল আলম ও মো: রেজাউল করিম। গত ২১ ডিসেম্বর মজলিশে শুরার অধিবেশনে উপস্থিত সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহন করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এরপর নবনির্বাচিত মজলিশে শুরার সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট দেলোয়ার হোসাইন।

আমেরিকায় এবার নাইটক্লাবে বন্দুক হামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে গাড়ি উঠিয়ে দেওয়া হয়। এতে ১৫ জন মারা গেছে। এর কয়েক ঘণ্টা পরই লাস ভেগাসে ট্রাম্প হোটেলের সামনে একটি সাইবারট্রাকে বিস্ফোরণে নিহত হয় একজন। নতুন বছরের প্রথম দিন বুধবার আমেরিকায় হয়েছে বন্দুক হামলাও। নিউইয়র্ক সিটির একটি নাইটক্লাবে গুলিতে ১১ জন আহত হয়েছেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে বলছে, বুধবার রাতে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের একটি নাইটক্লাবে বন্দুক হামলা হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স। আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাদের সর্বশেষ অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা যায়। দ্য নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) বলছে, ওই নাইটক্লাবে ৪ হাজার মানুষ জমায়েতের জায়গা রয়েছে। এখানে প্রায়ই বিভিন্ন পারফরমেন্স ও ডিজে অনুষ্ঠান হয়। এ ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা এখনো জানা যায়নি। এমনকি এটি কোনো জঙ্গি হামলা কি না, তাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এর আগে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছে।

১৪৬ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ আনিসুল হকের

ঢাকা ডেস্ক

চার বারের সংসদ সদস্য। তিন বারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। প্রচলন আছে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আইন মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন তিনি। মন্ত্রিত্বের তকমা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন আনিসুল হক। সাবেক এই মন্ত্রী ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এডভোকেট তৌফিকা করিমসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গত ৭ই অক্টোবর থেকে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুই মাসের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে আনিসুল হকের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ সম্পদ। বুধবার সংস্থাটি এ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আনিসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করে।

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ বাদী হয়ে মামলাটি করেন সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম। বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, আনিসুল হকের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৬ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জনপূর্বক দখলে রেখে এবং ২৯টি ব্যাংক হিসাবে ৬৬৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসন থেকে জয়ী হন আনিসুল হক। ২০১৪ সাল থেকে তিনি আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

দুদকের মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামি নিজ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে ২০১৪ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে অপরাধমূলক অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন।

আসামি মানি লন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ 'দুর্নীতি ও ঘুষ' সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে তার রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তর করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা তৎসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করেন বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়।

আনিসুল হকের হলফনামা ও কর নথি সূত্রে জানা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় উল্লেখ করেছেন, তার কাছে নগদ আছে ১০ কোটি ৯২ লাখ ৯৪ হাজার ১৯৯ টাকা, যা ১০ বছর আগের তুলনায় ২১৮ গুণ বেশি। পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা করা অর্থের পরিমাণও ১০ বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ২ কোটি ৫৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৮৭ টাকা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনের কসবা উপজেলা শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। হলফনামায় আনিসুল হকের অস্থাবর সম্পদের মধ্যে বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির শেয়ার হিসেবে তিনি সিটিজেন ব্যাংক ও এক্সিম বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে উল্লেখ করেছেন ৪০ কোটি ১০ লাখ টাকা। অথচ দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার নিজ নামে কোনো শেয়ার নেই উল্লেখ করেছিলেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৬ কোটি ৫৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৮৭ টাকা। পাঁচ বছর আগে যা ছিল ৪ কোটি ৫৮ লাখ ৬২ হাজার ৯৯২ টাকা এবং ১০ বছর আগে ছিল ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

হলফনামায় পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র বা স্থায়ী আমানতে তার বিনিয়োগ রয়েছে ৫ কোটি ৭৯ লাখ ২৪ হাজার ৮৯৮ টাকা। নিজ নামে চারটি গাড়ি ও একটি মোটরসাইকেল রয়েছে, যার মূল্য ৫ কোটি ৪৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা। হলফনামায় ২০ ভরি সোনা, একটি টেলিভিশন, ৫০ হাজার টাকার খাট, চেয়ার ও ড্রেসিং টেবিল এবং ৭.৬৫ বোরের একটি পিস্তলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

আবার নব্য ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে: জি এম কাদের

ঢাকা ডেস্ক

জি এম কাদের

দেশ থেকে ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হলেও সেই আন্দোলন বিফল হয়েছে উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের বলেছেন, 'আবার নব্য ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। নব্য ফ্যাসিবাদ আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

বুধবার দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় পার্টির ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর আইডিইবি মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে দলটি। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় দুপুরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

সারা দেশে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা নির্মম নির্যাতন-অত্যাচার, গ্রেপ্তারের শিকার হচ্ছেন উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন, 'আমাদের যেভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে, নেতা-কর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে—আমরা মনে করি, এটাও একটা ফ্যাসিবাদ। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করে যেখানে আমরা বৈষম্যমুক্ত সমাজ করব মনে করেছিলাম, সেখানে আমরা আবারও বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে সবাই এক হলেও আবার নব্য ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। নব্য ফ্যাসিবাদ আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

এ সময় একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারা সরকারের ব্যর্থতা মন্তব্য করে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করব, এখানে কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। আমরা একটি রাজনৈতিক নিবন্ধিত দল, আমরা কোনো নিষিদ্ধ সংগঠন নই। আমরা সব সময়ই জনগণের পাশে ছিলাম। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করার অধিকার আমাদের আইনগত অধিকার, তা করতে দেওয়া হচ্ছে না। নিরাপত্তার কথা বলে সমাবেশের অনুমতি দিচ্ছে না।

কেউ হুমকি দিয়ে থাকে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার, রাষ্ট্র সেটি পালন করছে না।'

তিনি বলেন, '৫ আগস্ট যখন সরকার গঠন হয়, আমরা সেখানে ছিলাম। সকলে মিলে ঠিক করা হলো যখন ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করা হবে সকলেই তাঁর বিষয়ে একমত হলাম। কেন? আমরা ধরে নিয়েছিলাম উনি হবেন নিউট্রাল, নিরপেক্ষ একজন ব্যক্তি। উনি হবেন লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে। তাঁর মানসম্মান সারা পৃথিবীতে আছে। এই সংকট মোকাবিলার জন্য তাঁকে আমাদের দরকার। আমরা তাঁকে মেনে নিলাম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত দেখছি, আমরা তাঁকে মেনে নিলেও আমাদের উনি মেনে নিতে পারছেন না।'

তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'তাঁর নিজস্ব ঘনিষ্ঠ লোকজন, তারা বিভিন্নভাবে দেশকে বিভাজিত করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। একদিকে ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তি আরেকটি হচ্ছে ফ্যাসিস্টের দোসর ও ফ্যাসিস্ট। এভাবে ভাগ করে প্রতিহিংসার সব সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে এই কাজে সহায়তা করেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'উনি (প্রধান উপদেষ্টা) যখন জাতীয় ঐক্যের ডাক দিলেন। সেখানে ৪৮টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে জাতীয় পার্টিসহ ৩০টি দল উনি বাদ দিলেন, তখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিভাজনটাকে উনি গ্রহণ করে নিলেন।'

সমাবেশে পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, 'আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। সভা করার জন্য ডিএমপির কাছে আবেদন দিয়েছিলাম, মৌখিকভাবে অনুমতি দেয়, নিয়ম মেনে সভা করতে চেয়েছিলাম। পরে অনুমতি বাতিল করা হয়। কী কারণে সভা করতে দেওয়া হলো না, আমরা জানতে পারিনি।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হতে পেরে আমি গর্বিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমার বাবা অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও আমি ফাঁকি দিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছিলাম। আমার বয়সী অনেক তরুণ ছেলে তখন দেশে ছিল, যারা যুদ্ধে যায়নি কিংবা যেতে চায়নি। কি সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছিল, তারা নিজেও জানে না। হয়তো ১০০ বছরেও এ রকম ঘটনা ঘটবে না।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিচারণকালে কথাগুলো বলেছিলেন গেরিলা বিচ্ছুদের একজন ফেরদৌস নাজমী।

গত ২১ ডিসেম্বর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদ ইকবাল নাজমী। তবে, ফেরদৌস নাজমী নামেই তিনি বেশি পরিচিত। ফেরদৌস নাজমী পুরান ঢাকার মানুষ হলেও বড় হয়েছেন ঢাকা শহরের মগবাজারে। বর্তমানে পরিবার নিয়ে নিউইয়র্কে বাস করছেন। ৭১'-এর মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা শহরের অদূরে শিমুলিয়ায় সাভার এলাকায় ২৮৮ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সেক্টর-২'-এর আয়তায় 'ঢাকা উত্তর' নামে একটি প্লাটুন গঠন করা হয়েছিল। ঢাকা উত্তরের এই দলের ভিতর থেকে ১১জনের একটি 'সিটি টিম' গঠন করে তাঁদেরকে শুধু মাত্র ঢাকা শহরে গেরিলা অপারেশনের জন্য বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এই টিমের ১১জন দুঃসাহসী গেরিলা বিচ্ছুদের একজন ছিলেন ফেরদৌস নাজমী, যার প্রথম কমান্ডার ছিলেন রেজাউল করিম মানিক।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের মুক্তির ইতিহাস- স্বাধীনতার ইতিহাস। দেশের জন্য শহীদ হওয়া সব বীর এবং এখনো বেঁচে থাকা সব যোদ্ধার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন এইচবি রিতা। উপস্থাপনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন।

শুরুতেই ফিরে দেখা ৭১' ও তাৎক্ষণিক অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চান সোহানা নাজনীন। ফেরদৌস নাজমী বলেন, 'অনেক ঘটনাই আমাকে নাড়া দেয়, আনন্দ দেয়, কষ্টও দেয়। একাত্তর সালে ২৫ মার্চের রাতের সেই বর্বর হত্যার পর দিন কারফিউ ছিল। এর পরেই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ভাবনা চিন্তা ছিল কি করব, কিভাবে আগাব। এপ্রিল মাসে আমরা তিন-চারজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম মুক্তিযুদ্ধ ট্রেনিং সেন্টারে যাব, কাজ করব দেশের জন্যে।'

গেরিলা বিচ্ছু বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, কাজগুলো নিয়ে তিনি বলেন, 'ছোটবেলার ঘনিষ্ট বন্ধু নজিবুল্লাহ জন, লুৎফুর রহমান বিনু মিলে তিনজন বের হলাম। গন্তব্য পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় আগরতলাতে 'মেলাঘর' নামের ট্রেনিং ক্যাম্প। ঢাকা থেকে বাসে করে কুমিল্লার চান্দিনা, তারপর ১৬-১৭ মাইল পায়ে হাঁটা, কংশনগর থেকে নৌকায় করে গোমতী নদীর উপর দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। দুই ঘন্টার এই নৌকা যাত্রা আমার জীবনের সবচাইতে ভয়ঙ্কর যাত্রা ছিল। অন্ধকারে চতুর্দিকের পানিতে ছিল মানুষের লাশ, পশুর লাশ। বক্সনগরে পৌঁছাই ভোর পাঁচটায়। নাম রেজিস্টারের পর আগরতলায় যাই, ওখানে ট্রেনিং ছিল ২৩-২৪ দিনের। কিভাবে রাইফেল সেট করতে হয়, গুলি ভরতে হয়, টার্গেট করতে হয়, টুইঞ্চ মর্টার শ্যুট করতে হয়, কোন এঙ্গেলে কিভাবে কাজ করবে ইত্যাদি সবই শেখানো হল। শেষের দিকে এক্সপ্লোসিভ নিয়ে কাজ কর্ম শিখেছিলাম। এই ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, তাকে সহযোগিতা করতেন তৎকালীন মেজর এটিএম হায়দার। আরো ছিলেন আমাদের রাইফেলস, রেজিমেন্ট, পুলিশ, ও কিছু ভারতীয় অফিসার। মূলত আমরা শিখেছিলাম গেরিলা যুদ্ধ, যার মূল ধারণা ছিল কিছু অস্থিরতা ঘটানোর সময় নিজে কিভাবে পালিয়ে বাঁচা যায়। মিশনে কার কাজ কি হবে, কিভাবে নিজেকে বাঁচাবে, সব আগেই প্ল্যান করা হত যা রেকি নামে পরিচিত। এসব কারণেই আমাদের ডাকা হত 'বিচ্ছু' বলে। কারণ আমরা সব সময় ছদ্মবেশে থাকতাম, আমাদেরকে ধরা খুব কঠিন ছিল।'

কমান্ডার রেজাউল করিমের মৃত্যুর পর সহকারী কমান্ডার নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু তখন দলের নেতৃত্বে আসেন। রেজাউল করিম পাকিস্তানি সেনাদের একটি অবস্থানে অতর্কিত আক্রমণ শেষে অন্ধকারে ব্রিজ থেকে পানিতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে পিলারে সঙ্গে মাথায় আঘাত লেগে মারা যান। তাঁর ও অন্যান্য কমরেডদের স্মরণে ফেরদৌস নাজমী বলেন, 'রেজাউল করিম মানিকের নামে জোনাকি হলের সামনের রাস্তার নামকরণ হয়েছিল। উনার বাড়ি ছিল জোনাকি হলের পিছনে পুরানা পল্টনে। পাক আর্মির একটা অবস্থানকে এম্বুশ করতে যেয়ে যখন গোলাগুলি সব শেষ তখন ভোরের দিকে হটাৎ পাল্টা আক্রমণে আমরা সবাই ব্রিজের উপর থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রেজাউল করিম পিলারের সাথে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান। সেকেন্ড ইন কমান্ডে ছিলেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, বর্তমানে একজন বরেণ্য নাট্য ব্যক্তিত্ব। উনিই পরে কমান্ডার হয়ে দায়িত্বে আসলেন। এরাই পরে ঢাকা শহরের কার্যক্রম চালু রাখার জন্যে ১১জন ছেলেকে ঠিক করেছিলেন। যারা ঢাকার অলি গলি চেনে, ঢাকা শহরে নিজেকে কৌশলে কাজ করতে পারবে। আমার সাথে ছিল অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ, ফিরোজ মাহমুদ (বর্তমানে ব্যবসায়ী), শাহার, আরিফুল মাওলা চৌধুরী, মাহবুব আলী, টুনি। এর মধ্যে আরিফুল মাওলা চৌধুরী ছিলেন খুবই মেধাবী, আমরা দুইজনে গাড়ি হাইজ্যাক করতে পটু ছিলাম। ছোট্ট একটা কাঁচি দিয়ে গাড়ি খুলে স্টার্ট দিয়ে চলে যেতাম কাজের জায়গায়। এদের মধ্যে বেশিরভাগই মারা গেছে, মাত্র কয়জন বেঁচে আছেন। দেশে গেলে দেখা হয়, খুব কম ফোনে কথা হয়। সেই আরিফুল মাওলা বেঁচে নেই, মাহবুব আলী বেঁচে আছেন, নজীবুল্লাহ জন মারা গেছেন, আহসান নাওয়াজ মারা গেছেন, জামিল আহমেদ (বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমীর ডিজি) বেঁচে আছেন।'

মুক্তিযোদ্ধা, সহযোদ্ধাদের মৃত্যু কিংবা বেঁচে থাকা যোদ্ধাদের স্মৃতির পাতা ঘেটে ফেরদৌস নাজমী বলেন, 'অনেকের কথা মনে করে কষ্ট পাই। আরিফুল মওলা খুব ঘনিষ্ট ছিলেন। অনেক কঠিন কাজে একসাথে করেছি, সে আর বেঁচে নাই। স্বাধীনতার পর অসুস্থ হয়ে মারা যান। নজিবুল্লাহ জন অত্যন্ত মেধাবী-সাহসী ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি দেশ থেকে কিছু পাইনি। দেশকে ভালবাসতাম বলেই নিজের ক্যারিয়ারকে উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করেছিলাম।'

বিজয়ের মাসে এভাবেই ৭১'-এর দিনগুলি তুলে ধরেন ফেসদৌস নাজনী। তাঁর প্রতিটি কথায় জাগ্রত হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশের স্মৃতি। তিনি স্মৃতিচারণা করেন যুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনগুলো, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী অবদান, এবং একটি স্বাধীন জাতির জন্য সংগ্রামের চিরন্তন প্রেরণার কথা। আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে, কিভাবে বিজয়ের মাস আমাদের নতুন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্বাধীনতার মর্মার্থ ছড়িয়ে দেয়। সেদিনের টক শো শেষ হয় তাঁর এক আবেগময় বক্তব্য দিয়ে 'দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশকে বুকে নিয়ে সুন্দর একটা জীবন কাটুক সবার এটাই আমার একমাত্র কাম্য।'

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বর্ষবরণে নিহত

শেষ পৃষ্ঠার পর

লুইজিয়ানার মেয়র লাটোয়া ক্যান্ট্রেল ঘটনাটিকে সম্ভাব্য 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে উল্লেখ করলেও, এফবিআই এ বিষয়ে এখনো কোনো বিবৃতি দেয়নি। ইতিমধ্যে এফবিআই এ ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে।

লুইজিয়ানার গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রি এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ সহিংসতা' বলে উল্লেখ করেছেন।

নিউ অরলিন্স সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩০ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে নিউ অরলিন্স পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট অ্যান কির্কপ্যাট্রিক জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত আহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৫ এ পৌঁছেছে।

আইওয়া থেকে নিউ অরলিন্সে বেড়াতে আসা জিম ও নিকোল মাওরার হামলার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। নিকোল জানান, তাঁরা আতশবাজি দেখে হেঁটে যাওয়ার সময় গাড়িটি দ্রুতগতিতে ব্যারিকেড ভেঙে মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

তিনি বলেন, 'গাড়িটি আমাদের এক ব্লকের মধ্যে মানুষের ওপর আঘাত হানে। এরপর আমরা গুলির শব্দ শুনি। আমরা আহতদের সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারি ঘটনাস্থলেই অনেকে মারা গেছেন।'

এফবিআই এজেন্ট আলেথিয়া ডানকান জানান, ঘটনাস্থলে সন্দেহজনক বিস্ফোরক পাওয়া গেছে। তবে এগুলো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা তা নিশ্চিত নয়। তিনি আরও জানান, হামলাকারী ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। তবে তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়না।

সিবিএসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। তিনি নিউ অরলিন্স সিটি কর্তৃপক্ষকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র লাটোয়া ক্যান্ট্রেল।

এদিকে সিনএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম শামসুদ–দিন জব্বার (৪২)। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। জব্বার একসময় মার্কিন সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন বলে জানা গেছে। হামলাকারীর কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা কিংবা তিনি কোনো 'সন্ত্রাসী সংগঠনের' সঙ্গে জড়িত কি না– এসব বিষয় মাথায় রেখে তদন্ত করছে এফবিআই।

পর্যটকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় নিউ অরলিন্স শহরের বুরবোন স্ট্রিট। স্থানীয় সময় বুধবার দিবাগত রাতে নতুন বর্ষবরণের উৎসব চলার মধ্যে সেখানে সমবেত মানুষের ওপর একটি পিকআপ ট্রাক তুলে দেন হামলাকারী। এরপর গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে একটি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকেন তিনি। তখন পুলিশের পাল্টা গুলিতে নিহত হন ওই হামলাকারী।

নিউইয়র্ক সিটির পর্যটন খাত

শেষ পৃষ্ঠার পর

২০২৩ সালের তুলনায় ৩.৫ শতাংশ বেশি।

মেয়র বলেন, এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, নিউইয়র্ক সিটি বিশ্বব্যাপী রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা, খেলাধুলা, ও বিনোদনের জন্য শীর্ষস্থানীয় গন্তব্য।

মেয়র আরও বলেন, ২০২৪ সালে পর্যটকদের কার্যক্রম শহর এবং স্টেটে ৭৯ বিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলেছিল এবং এই খাতে ৩ লাখ ৮৮ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের ছোট ব্যবসা, সংখ্যালঘু এবং পাঁচটি বরো জুড়ে মহিলাদের মালিকানাধীন ব্যবসাগুলি এই রেকর্ড সংখ্যাগুলি থেকে উপকৃত হয়েছে৷ এ ছাড়া দর্শনার্থীদের ব্যয়ের মাধ্যমে ৬.৮ বিলিয়ন ডলার কর রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে। যা নিউইয়র্কের প্রতি পরিবারকে বছরে প্রায় ২ হাজার ডলার সঞ্চয় করতে সহায়তা করেছে। বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ উপলক্ষে নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সিতে আরও এক নজিরবিহীন পর্যটন সাফল্যের আশা করা হচ্ছে।

অ্যাডামস্ বলে, 'তিন বছর আগে, মহামারির পর শহর যখন পুনরুদ্ধার হচ্ছিল, তখন রাস্তাগুলো ফাঁকা ছিল, ব্যবসাগুলোর ধস নেমেছিল আর পর্যটন খাত ছিল গভীর সংকটে। তবে প্রশাসনের নিরলস প্রচেষ্টায়, শহরকে আরও সুরক্ষিত ও সাশ্রয়ী করে তোলা হয়েছে, যা কর্মজীবী মানুষের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। নিউইয়র্ক সিটি তার অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণে এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে।

একটি সমৃদ্ধ পর্যটন খাত নিশ্চিত করতে, শহরের নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা জানি যে জননিরাপত্তা ছাড়া একটি সমৃদ্ধ পর্যটন শিল্প থাকতে পারে না। এই কারণেই, ২০২৪ সালে সাবওয়ে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়েছে যাতে নিউইয়র্কবাসী এবং পর্যটকরা নিরাপদবোধ করতে পারেন। এর ফলে সাবওয়ে অপরাধ ৫.৪ শতাংশ কমে এসেছে। এই বছর নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে এক বিলিয়নের বেশি যাত্রা রেকর্ড হয়েছে।

মেয়র বলেন, বিভিন্ন এজেন্সি এবং কমিউনিটি অংশীদারদের সমন্বয়ে কাজ করা 'কমিউনিটি লিঙ্ক' উদ্যোগটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষত টাইমস স্কয়ারে এই উদ্যোগ ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে, যেখানে ১৫ হাজার ৯০০ এর বেশি সমন জারি, ১ হাজার ৭০ এর বেশি অভিযান পরিচালনা এবং ৭৩০ এর বেশি অভিযোগ সমাধান করা হয়েছে।'

মেয়র আরও বলেন, টাইমস স্কয়ার এমন একটি জায়গা যেখানে আতিথেয়তা, বিনোদন, পর্যটন এবং ব্যবসায়িক শিল্প মিলিত হয়৷ লক্ষ লক্ষ পর্যটক টাইমস স্কয়ারে আসেন এবং প্রায়ই অবৈধ

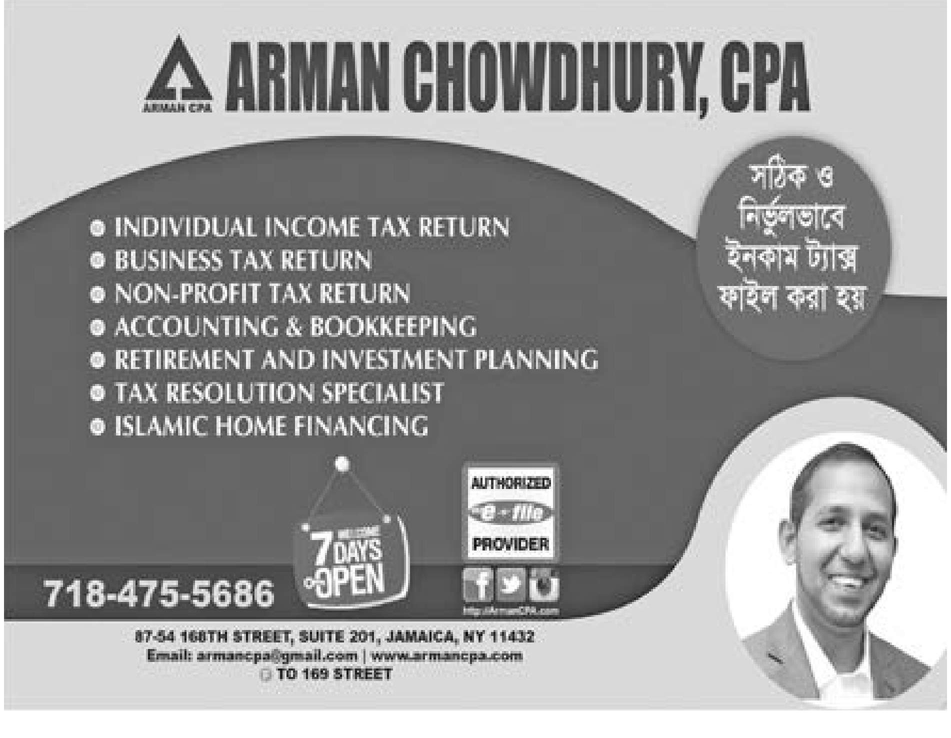

দেশে দেশে জমকালো নতুন বর্ষবরণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

এদিকে, ঘড়ির কাঁটা ১২টা ছুতেই বর্ণিল আতশবাজির মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেয় হংকং। মালয়েশিয়াসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও জমকালোর আয়োজন স্বাগত জানানো হয় ২০২৫ সালকে।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা বার্তা দিচ্ছেন বিশ্ব নেতারা। ভিডিও বার্তায় সিরিয়াকে সব ধরণের সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। তাইওয়ান ইস্যুতে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেন, ২০২৪ সালের শেষদিকে সিরিয়ায় নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। প্রতিবেশি দেশটির সাথে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। নতুন যুগে সিরিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে আমরা প্রয়োজনীয় সব সহায়তা করবো।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং বলেছেন, তাইওয়ান প্রণালীর দুই পাশের সবাই আমরা একটি পরিবার। কেউই আমাদের এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে না। কোনো শক্তিই আমাদের একত্রিত হওয়ার পথে বাধা হতে পারবে না।

নতুন বছরকে বরণে নানা জমকালো আয়োজন রয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও। ভৌগলিক কারণে সবার শেষে ২০২৫ সালকে স্বাগত জানাবে যুক্তরাষ্ট্র। জমকালো আয়োজনের জন্য এরইমধ্যে প্রস্তুত ঐতিহাসিক টাইমস স্কয়ার। নতুন করে সাজানো হয়েছে ক্রিস্টাল বল।

সরকারি কর্মচারীর দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য চাইল দুদক

ঢাকা ডেস্ক

সরকারি কর্মচারীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব বা পাসপোর্টের তথ্য জানতে চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন, দুদক। এসব তথ্য চেয়ে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করা সংস্থাটি।

বুধবার চিঠি পাঠানোর বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।

ক্ষমতার পালাবদলের পর দুদক পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিশন ২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে যারা মন্ত্রী-এমপি হয়েছেন, তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।

চিঠিতে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে তা দুদককে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

এবার নতুন বছরের প্রথম দিন সরকারি কর্মচারীদের বিদেশি নাগরিকত্ব বিষয়ে তথ্য চেয়ে তিনটি দপ্তরে চিঠি পাঠাল দুদক।

দুদক মহাপরিচালক বলেন, বিভিন্ন সময়ে দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করা সরকারি কর্মচারীদের পাসপোর্ট ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য দেওয়ার জন্য তিনটি দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, কিছু দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মচারী তথ্য গোপন করে বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য দেশের পাসপোর্ট গ্রহণ ও ব্যবহার করছেন। চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে শাস্তি বা আইনগত পদক্ষেপ এড়ানোর লক্ষ্যে তারা অন্য দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে সেসব দেশে অবস্থান করছেন।

এর মধ্য দিয়ে এসব সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিজেদের আইনি পদক্ষেপ হতে রক্ষা করাসহ অপকর্ম ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন। তাই তারা বাংলাদেশের পাশাপাশি অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

তাদের এমন কর্মকাণ্ড সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮ এর ৪০ ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থি হিসেবে তুলে ধরে দুদকের চিঠিতে বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানের সময় তথ্য পাওয়া গেছে যে, সরকারি কর্মচারীদের একাধিক পাসপোর্ট গ্রহণের মূল লক্ষ্যই হলো বাংলাদেশে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত তাদের অবৈধ সম্পদ গোপন করে বিদেশে পাচার ও ভোগ করা। তাদের এমন কার্যকলাপ দেশে দুর্নীতির প্রসারে ভূমিকা রাখছে এবং দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাছাড়া, ভিন্ন একটি দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের সরকারি চাকরির নৈতিক দায়-দায়িত্বের প্রতি তাদের অনাগ্রহ দেখা যায়, যা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

চিঠিতে বলা হয়, দন্ডবিধির ২১ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ২ নম্বর ধারা এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ১১০ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল আইন অনুযায়ী প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত সকল কমিশন্ড অফিসার, আদালতে কর্মরত কর্মচারী ও বিচারক সরকারি রাজস্ব খাত হতে বেতনভুক্ত সকল কর্মচারী, সকল স্বায়ত্তশাসিত, স্বশাসিত, আধা-সরকারি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিতে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হন। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় গণকর্মচারী অথবা তাদের পোষ্যদের দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের বিষয়ে থাকা তথ্য পর্যালোচনা করা দরকার।

বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০৯ কোটি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বে জন্মেছিল ৭ কোটি ৫০ লাখেরও বেশি নবজাতক।

বর্তমানে জন্মহার এবং মৃত্যুহারের যে চিত্র, তাতে ২০২৫ সালের প্রতি সেকেন্ড গড়ে ৪ দশমিক ২ নবজাতক জন্ম নেবে এবং ২ জনের মৃত্যু ঘটবে বলে আশঙ্কা করছে ইউএস সেন্সাস ব্যুরো। বিবৃতিতে সে তথ্য উল্লেখও করা হয়েছে। তবে এই গড় হিসাবে তারতম্যও হতে পারে। কারণ জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন বৈশ্বিক জরিপ বলছে বছরের ১২ মাসের প্রতিটিতে বৈশ্বিক জন্মহার ও মৃত্যুহারের চিত্র বদলে যায়। এই ব্যাপারটিকে হিসেবে ধরা হলে প্রতি মাসের জন্ম ও মৃত্যুহারের রেকর্ড রাখা জরুরি।

মার্কিন সংস্থার কর্তৃপক্ষের ধারণা, ২০২৫ সালের ১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বে প্রতি ৯ সেকেন্ডে একজন করে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে এবং ৯ দশমিক ৪ সেকেন্ডে মৃত্যু ঘটবে একজন মানুষের।

জনবহুল দেশ: বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই স্থানটি ছিল এশিয়ার আরেক দেশ চীনের দখলে। কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ১৪০ কোটি ৯১ লাখ ২৮ হাজার ২৯৬ জন মানুষকে নিয়ে চীনকে টপকে শীর্ষে উঠে আসে ভারত। সে সময় চীনের জনসংখ্যা ছিল ১৪০ কোটি ৭৯ লাখ ২৯ হাজার ৯২৯ জন। আগামী বছর এশিয়ার এই দুই দেশের অবস্থানে পরিবর্তন আসছে না।

২০২৫ সালেও জনসংখ্যার এই তালিকায় ভারত এবং চীন নিজ নিজ অবস্থান ধরে রাখতে পারবে বলে মনে করছে মার্কিন জনজরিপ সংস্থা।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines -Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ্ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

শান্তি আর সমৃদ্ধিতে ভরপুর হয়ে উঠুক আমাদের বাংলাদেশ

ড. আজিজুল আম্বিয়া

দেশ প্রেম আর দেশ গড়ার শপথের মধ্যে শুরু হোক নতুন বছর। এই প্রত্যাশা নিয়ে এই সরকারের দিকে চেয়ে আছেন সারা বিশ্বের কোটি কোটি বাঙালি। তাই, যারা দেশ চালাচ্ছেন তাদের জন্য অনেক কাজ বাকি রয়েছে। এ জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই সরকারকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। যারা ৫ আগস্টের মাধ্যমে এ দেশে একটি নতুন দিনের সূচনা করেছেন। তাঁদের অনেক চাওয়া পাওয়া রয়েছে। এসবের হিসাব নিকাশ তারা সময়মত বুঝে নিবেন। এই হিসেব যদি এই সরকার ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে না পারেন, তাহলে হয়তো উনাদের কপালে অনেক দুঃখ রয়েছে বলে গুণীজন মনে করেন। এ জন্য এই সরকারকে অনেক পরীক্ষা দিতে হবে আর অবশ্যই এসব পরীক্ষা তাদেরকে পাস করতে হবে এবং টিকে থাকতে হবে।

নির্বাচন জেতার আট মাসের মধ্যেই গদিচ্যুত হন শেখ হাসিনা। ৫ আগস্ট শিক্ষার্থী-জনতার গণ অভ্যুত্থানে দেশ ছাড়েন মুজিবকন্যা। এরপর ৮ আগস্ট বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়ক এবং সেনাবাহিনী প্রধান দ্বারা নিশ্চিত করা হয় এবং ৮ আগস্ট শপথ গ্রহণের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করা হয়।

বাংলাদেশে গণআন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে যে যাত্রা শুরু করেছিল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অর্ন্তবর্তী সরকার। গণঅভ্যুত্থানের ঠিক তিন দিনের মাথায় গঠিত সরকারের প্রতি তখন সাধারণ মানুষকে সমর্থন দিতে যেমন দেখা গিয়েছিল, তেমন প্রত্যাশাও ছিল বিপুল। সরকারের পক্ষ থেকেও আইনশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য, অর্থনীতি, নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত পরিবর্তন আনাসহ নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে অনেকগুলোতেই তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায়, 'বিশেষত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার কার্যকর কোন ভূমিকাই রাখতে পারেনি। ব্যর্থ বলার জন্য বিগত তিন মাস পর্যাপ্ত না হলেও একেবারে কমও নয়।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. জোবাইদা নাসরীন। যদিও উপদেষ্টারা বলছেন, 'একের পর এক আন্দোলন-বিক্ষোভের মধ্যেও তারা লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যার ফল আগামী তিন মাসের মধ্যেই পুরোপুরি দৃশ্যমান হবে।' দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারের পক্ষ থেকে যে বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে, সেটি হল রাষ্ট্র সংস্কার। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণেও প্রতি বার রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে মহাম্মদ ইউনূসকে। 'জনস্বার্থের বিপরীতমুখী এক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের দেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে হয়েছে। আমরা এখান থেকেই বাংলাদেশকে এমনভাবে গড়তে চাই, যেন এ দেশে জনগণই সত্যিকার অর্থে সব ক্ষমতার উৎস হয়।' গত ২৫ অগাস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে বলেন ইউনূস। সেদিনে ভাষণে তিনি আরও বলেন, 'তরুণ প্রজন্ম, শিক্ষার্থী ও জনতার আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে রাষ্ট্র সংস্কারের কাজে সফল আমাদের হতেই হবে। এর আর কোন বিকল্প নেই।'

গণঅভ্যুত্থানের এক মাসের মাথায় সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও জনপ্রশাসন সংস্কারে ছয়টি আলাদা কমিশন গঠন করে সরকার।পরবর্তীতে এই তালিকায় নতন আরও চারটি কমিশন যুক্ত করা হয়। সেগুলো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, শ্রমিক অধিকারবিষয়ক সংস্কার কমিশন ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন। দশ খাতের কোনটিতে কী ধরনের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে কমিশনগুলো। চলতি মাসের শেষে তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। এরপর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সংস্কারকাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার। তবে কত দিনের মধ্যে সংস্কারকাজ শেষ হবে, সে বিষয়ে এখনও সুস্পষ্ট কোন সময়সীমা ঘোষণা করা হয়নি। রাষ্ট্র সংস্কারে কমিশন গঠনকে 'ইতিবাচক অগ্রগতি' হিসেবে সাধুবাদ জানালেও বিশ্লেষকরা বলছেন, 'এক্ষেত্রে সরকারের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ ছিল।'

'শেখ হাসিনার পতনের পর মানুষ দ্রুত কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু সরকার তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জোবাইদা নাসরীন। এ দিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকেও কেউ কেউ সংস্কার প্রক্রিয়ায় ধীরগতির অভিযোগ তুলেছে। আবার বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দলকে দ্রুত সংস্কার শেষ ও নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিও তুলতে দেখা যাচ্ছে এবং তারা নির্বাচনের জন্য রাস্তায় নামার ও হুমকি দিচ্ছেন। এ দিকে, উপদেষ্টারাও তার জবাব দিচ্ছেন। 'এ অবস্থায় কত দিন ক্ষমতায় থেকে সরকার কী প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র সংস্কার করতে চায়, সেটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এতে সরকারের সংস্কার কাজেও গতি আসবে বলে আমি মনে করি।' বলেন নাসরীন। ক্ষমতা গ্রহণের পর যে কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে অর্ন্তবর্তী সরকার পড়েছে, সেগুলোর একটি হল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ। বিশ্লেষকরা মনে করেন যে, দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে না রাখতে পারায় আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি মানুষের বড় ধরনের ক্ষোভ জন্মেছিল। আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মানুষের প্রত্যাশা ছিল বাজারে পণ্যের দাম কমবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। 'বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম তো কমেইনি, বরং সবকিছুর দাম আরও বেড়ে গেছে।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকার বাসিন্দা শায়লা সুলতানা। সুলতানা ও তার স্বামী দুইজনই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। 'তারপরও ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া ও বাজার খরচ চালাতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।' বলছিলেন সুলতানা। একই কথা বলছিলেন আজিমপুরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী আমিরুল ইসলাম। 'তাহলে এত আন্দোলন-সংগ্রাম করে হাসিনারে নামায়ে সাধারণ মানুষের কী লাভ হল?' বিবিসি বাংলাকে বলেন ইসলাম।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ায় ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ হয়েছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার পর সুদের হার বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন করে টাকা না ছাপিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে সরকার। এতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও বাজারে সেটার প্রভাব খুব একটা দেখা যায়নি। এমনকি তেল, চিনিসহ আমদানি করা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্কহার কমিয়েও দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারছে না সরকার। বিবিএসের হিসাব বলছে, অক্টোবরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গত তিন মাসে অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। অক্টোবরে খাদ্য মূল্যস্ফীতিও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশে। 'সোজা কথায়, গত তিন মাসে সরকার কোনভাবেই দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় নাই।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ এমকে মুজেরী। দ্রব্যমূল্য যে সহনীয় পর্যায়ে নেই, সেটি

সরকারও স্বীকার করছে। 'আমি মধ্যবিত্ত, নিজে বাজার করে খাই। আমি নিজেও মূল্যস্ফীতির কারণে চাপে আছি।' সাংবাদিকদের বলেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। সরকার বলছে, 'সাম্প্রতিক বন্যার কারণে কৃষিক্ষেত্রে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটিও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।' শিগগিরই চালসহ সবকিছুর দাম কমে আসবে বলেও আশা করছেন তারা।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, 'আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা রীতিমত নাজুক হয়ে পড়েছিল। দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল। এই সরকারের গত তিন মাসে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে এখন ২০ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। 'যে উদ্যোগ থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি ফলাফল দেখা যাচ্ছে, সেটা বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে ব্যাংকের রিজার্ভ স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। খুব একটা বেড়েছে তা না, তবে কমে নাই।' বিবিসি বাংলাকে বলেন বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। রিজার্ভের ক্ষেত্রে তিন মাসে ভাল অর্জন দেখালেও সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি বলে

নতুন বছরে বিগত দিনের গ্লানি, অপ্রাপ্তি আর প্রতিশোধ পরায়ণ মনের কবর রচনা করা উচিত। সারা দেশে যে উন্নতি হয়েছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ করতে হবে, সংখ্যালঘু নামক পীড়াদায়ক শব্দটি এ দেশ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কমাতে হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে হবে, অর্থনীতির চাকাকে চলমান রাখতে হবে। তবেই এই সরকার সফলতা লাভ করবে সুশীলরা মনে করেন ।

জানিয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ। 'যেখানে ফলাফল দেখতে পাচ্ছি না একেবারে, সেটা হচ্ছে, মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে।' বলেন হোসেন। দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতিও এই সময়ে সামান্যই কমেছে। গত জুলাইয়ে যেখানে ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল, সেটি অক্টোবরে ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ হয়েছে।

এ দিকে, ব্যাংকখাত সংস্কার ও অনিয়ম-দুর্নীতিরোধে একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি ব্যাংকের বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে, খেলাপি ঋণ ও বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। 'আপাতত ব্যাংকখাতের রক্তক্ষরণটাকে বন্ধ করা গেছে। তবে ডায়াগনোসিস এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।' বলছিলেন অর্থনীতিবিদ হোসেন। ফলে টাকা উত্তোলনে সীমা নির্ধারণ করাসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েও ব্যাংকখাতের তারল্য সংকট পুরোপুরি কাটানো সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অর্থ টাকা ধার দিচ্ছে না। তবে অন্য সবল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দুর্বল ব্যাংককে সহায়তা করতে সম্প্রতি পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। 'গত ১৫ বছর ধরে দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত থেকে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছে। তবে এখন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেন বন্ধ হয়ে না যায়, সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।' সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তারপরও দেখা যাচ্ছে যে, দুর্বল ব্যাংকগুলো গ্রাহকের টাকা দিতে হিমশিম খাচ্ছে।

ক্ষমতা গ্রহণের পর এই সরকার দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। বিশেষ করে, ৫ অগাস্টের পর মাঠে পুলিশের অনুপস্থিতি ও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অপরাধ প্রবণতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। একের পর এক ছিনতাই, ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঢাকাসহ সারা দেশে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। 'রাতে গাড়ি নিয়ে বাইর হইতে অনেক মানুষের কষ্ট হচ্ছে, মানে ভয় পাইতেছে। কারণ কখন কোন দিক দিয়া আসে, ছুরি আঘাত করে, আহত করে বা নিহত করে।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ছিনতাইয়ের শিকার নারায়নগঞ্জের ইজিবাইক চালক মোহাম্মদ শামীম। ঢাকার মধ্যে মোহাম্মদপুর এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি সবচেয়ে আলোচিত হয়েছে। সেখানে প্রকাশ্যে গণছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, সশস্ত্র মহড়া ও বিহারি ক্যাম্পে খুনোখুনির ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে সেভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। আবার এটাও বাস্তবতা যে, ৫ অগাস্টের পর হামলার শিকার পুলিশ ফাঁড়ি ও থানাগুলোর সবকয়টি এখনো পুরোপুরি গুছিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এছাড়া ছাত্র আন্দোলন দমনে নিজেদের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকার কারণে পুলিশ বাহিনী যে ভাবমূর্তির সংকটে পড়েছিল, সেটিও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গত সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামায় নতুন সরকার। এতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও জনমনে আতঙ্ক রয়েই গেছে। 'কেমন যেন একটা আতঙ্কে আছি আমরা। আগে রাতে ১২টা একটায় মানুষ যাইতে পারছে বাইরে। এখন তো মানুষ ভয়ের চোটে বাইরায় না।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা মিজ জেসমিন। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক নারী বলেন, 'সন্ধ্যার পরে বের হওয়াটা যেন খুব একটা সিরিয়াস ব্যাপার। মনে হয় যে তাড়াতাড়ি বাসায় ঢুইকা যাই।'

এ দিকে, গত তিন মাসে গণপিটুনিতে সারা দেশে অন্তত ৬৮ জন মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র। একই সময়ে, কমপক্ষে ৭৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলেও জানায় সংস্থাটি। এছাড়া আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকেই বিভিন্ন স্থানে হামলা ও লুটপাটের শিকার হয়েছেন। সব মিলিয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে, সেই প্রশ্ন উঠছে। 'আমিতো দেখি হোম মিনিস্টার (স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা) অনেক সময় শুনেও না শোনার ভান করেন, (আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে) উত্তর দিতে চান না, এভয়েড করে যান। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে নাই।' বিবিসি বাংলাকে বলেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। বাংলাদেশে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ লক্ষ্যে গত অক্টোবরে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটিও গঠন করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার নির্বাচনমুখী যাত্রা শুরু করেছে বলে জানা যাচ্ছে। সরকার বলছে, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্কার শেষে নির্বাচন দেওয়া হবে। 'এটি একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমরা দিয়েছি। আমরা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচন দেব।' বার্তা সংস্থা এএফপিকে সম্প্রতি বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস। কিন্তু সংস্কার শেষ হতে কত দিন লাগবে, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। 'সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে, নির্বাচন কত দ্রুত হবে।' বলেনইউনূস।

যদিও ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা আগে বলেছিলেন, 'কখন নির্বাচন হবে, সেটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আমাদের সিদ্ধান্ত নয়।' সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কারের পর নির্বাচনের কথা বলা হলেও বিএনপি চাচ্ছে, দ্রুত সময়ের মধ্যে ভোট হোক। 'নির্বাচন যত দ্রুত হবে, ততই জাতির জন্য মঙ্গল হবে। সংস্কার প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ জরুরি। সেজন্যই নির্বাচনের দরকার।' সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শপথ নেওয়ার পর থেকেই ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে কাজটি সম্পন্ন করার কথা বলে আসছে, সেটি হল জুলাই-অগাস্টের 'গণহত্যার' বিচার। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, আন্দোলন চলাকালে তিন সপ্তাহে সাড়ে ৮০০'র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই মারা গেছেন গুলিতে।হত্যার ঘটনায় ইতোমধ্যেই কয়েক শত মামলা হয়েছে, যেগুলোতে পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের আসামি করা হয়েছে। 'গণহত্যার' মামলার বিচার কাজ শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। শেখ হাসিনাসহ ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ, তাদের জোটসঙ্গীসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতারে রেড অ্যালার্ট জারির জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের কাছে সম্প্রতি অনুরোধও জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলির কার্যালয়। 'তিনি (শেখ হাসিনা) যেহেতু মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা পেন্ডিং আছে। কিন্তু বাংলাদেশের জুরিসডিকশনের বাইরে তিনি চলে গেছেন, সে কারণে ইন্টারপোল যাতে তাকে গ্রেফতারে করার ব্যবস্থা নেয় এবং তার ব্যাপারে অন্তত রেড অ্যালার্ট জারি করে, সেই ব্যাপারে আমরা অনুরোধ পাঠিয়েছি।' বলছিলেন ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

অভিযুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারে তোড়জোড় দেখা গেলেও বাকি আসামিদের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন মামলার বাদীরা। 'আমরা মামলা করেছি আগস্ট মাসে, কিন্তু সেটার অগ্রগতি কী? এখনও তো চার্জশিটই দেওয়া হল না।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নিহত ইমাম হাসানের বড় ভাই রবিউল আউয়াল। 'যারা গুলি চালিয়েছে, পুলিশের সেসব সদস্যদের সবাইকে এখনও শনাক্ত করা হয়নি কেন? কেন সবাইকে আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচারকাজ শুরু করা হচ্ছে না।' ক্ষোভ প্রকাশ করেন আউয়াল। আন্দোলন চলাকালে সারাদেশে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সরকার। তাদের মধ্যে অনেকেই হাত, পা এবং চোখ হারিয়েছেন। আবার পঙ্গুত্বও বরণ করেছেন অসংখ্য মানুষ। ক্ষমতা গ্রহণের পর 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করে নিহতদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আহতদের 'সুচিকিৎসা'র ব্যবস্থার কথা বলেছিল সরকার। কিন্তু তিন মাস পর এখন 'সুচিকিৎসা'র দাবিতে আহতদের বিক্ষোভ করতে দেখা যাচ্ছে। 'ডাক্তার বলেছে, আমার পেটের মধ্যে গুলি, চিকিৎসা ছাড়া উপায় নাই। আমার পরিবার ধার-দেনা করে এতদিন চিকিৎসা চালিয়েছে। এখন তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। অথচ সরকার ফ্রি চিকিৎসার কথা বলে একবার খোঁজও নেয়নি।' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন গুলিতে আহত রাইসুল ইসলাম।

তবে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হচ্ছে যে, তালিকা চূড়ান্তের পরও অর্থছাড়ের প্রক্রিয়ায় কিছুটা দেরি হচ্ছে। 'সমস্যাটা হলে প্রসেসিংয়ের জায়গাতে।' বিবিসি বাংলাকে বলেন 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে'র সাধারণ সম্পাদক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলম।এই সরকারকে উৎখাত করতে এখনো তৎপর রয়েছে একটি গোষ্ঠী। আওয়ামী লীগ সরকারের একটি অংশ যারা চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করত। আজকে সেটি করছে বিএনপির লোক। তাই বদনাম তো পিছ ছাড়বে না। এ জন্য এই সরকারকে বর্তমানে আওয়ামী লীগকে গায়েল করার পিছনে যে সময় ব্যয় করছে, সেটি তাদের অঙ্গীকারভুক্ত কাজের পিছনে দেওয়া উচিত বলে জ্ঞানী জন মনে করছেন। সময় এক সময় বদলে যাবে তখন হয়তো নতুন সরকার আসবে। আরও অনেক নতুন হিসেব তৈরি হতে পারে? তাই যারা দেশ চালাচ্ছেন তারা তাদের উপর মানুষের যে আস্তা ও বিশ্বাস রয়েছে, সেটির সুন্দর বাস্তবায়ন করে যাবেন এই প্রত্যাশা করছেন তাদের অনুসারীরা।

নতুন বছরে বিগত দিনের গ্লানি, অপ্রাপ্তি আর প্রতিশোধ পরায়ণ মনের কবর রচনা করা উচিত। সারা দেশে যে উন্নতি হয়েছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ করতে হবে, সংখ্যালঘু নামক পীড়াদায়ক শব্দটি এ দেশ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কমাতে হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে হবে, অর্থনীতির চাকাকে চলমান রাখতে হবে। তবেই এই সরকার সফলতা লাভ করবে সুশীলরা মনে করেন । বিগত দিনে কি হয়েছিল মানুষ এক সময় ভুলে যাবে। কিন্তু এই সরকার সফল না বিফল সে হিসেবে করতে দেশের মানুষের কোন ভুল হবে না। তাই ইউরোপ-আমেরিকার সরকারের মত দেশের মানুষ সবাইকে আপন ভাবতে হবে, আপন করে নিতে হবে। দেশের অর্জন ও সম্পদকে কিছুতেই নষ্ট করতে দেওয়া হবে না নতুন বছরে হোক সে অঙ্গীকার। চিন্তা করুন এখন থেকে ইউনুস সরকারকেকে কিছুতেই হেরে যেতে দেওয়া যায় না।

লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক।
email:azizul.ambya@yahoo.co.uk

প্যারিসনামা

জামাল সৈয়দ

ইংরেজিতে ব্যাকবেঞ্চার শব্দের অর্থ হলো ক্ষমতাহীন ব্যক্তি। ব্রিটিশ ওয়েস্টমিনস্টার সংসদীয় ব্যবস্থায় ব্যাকবেঞ্চার বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যার না আছে সরকারি দলের পক্ষ হয়ে কিংবা বিপক্ষ দলের পক্ষ হয়ে কথা বলার অধিকার। তারা শুধু বসে বসে কথা শোনে। খাঁটি বাংলায় বলতে গেলে তারা এমপি হলেও সংসদে মূলত মাকাল ফল।

আমি হলাম ব্যাকবেঞ্চার টাইপের মানুষ। মানে সবকিছুতেই পেছনের দিকে থাকা মানুষ। একেবারে পেছনে বললে একটু ভুল হবে। সবচাইতে পেছনের ঠিক আগেরটা। যেমন স্কুল জীবনে ক্লাসের সবচাইতে শেষের বেঞ্চের আগের বেঞ্চে বসা ছাত্র। মসজিদে নামাজে গেলে সবচাইতে শেষের লাইনের আগের লাইনে দাঁড়ানো নামাজী। আরও উদাহরণ আছে, যেমন-

পোষ্ট অফিস কিংবা বিদ্যুৎ বিল দিতে গেলে বিরাট লাইনের সবচাইতে শেষ ব্যক্তির আগের ব্যক্তিটি আমি।

এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করতে গেলে প্লেনের টয়লেট ও লেজের দিকে যে সিটগুলো থাকে সেগুলোর সবচাইতে শেষের সারির আগের সারিতে থাকা যাত্রী।

সবচাইতে শেষের ব্যক্তির আগের ব্যক্তি হবার একটা বিরাট সুবিধা আছে। নিজেকে সান্তনা দেয়া যায় এই বলে যে দুনিয়াতে আমার চাইতেও অন্তত একজন বা এক সারির লোক বা অভাগা এখনও বিদ্যমান যাদের অবস্থান আমার চাইতেও দূরে। অর্থাৎ তাদের চাইতে আমার অবস্থা উত্তম। অন্যভাবে বলতে গেলে এটা গরীব হয়ে জন্মাবার এক ধরনের আত্মতৃপ্তি।

তবে এক্কেবারে শেষে থাকাও চরম ঝুঁকিপূর্ণ। যেমন দেশের স্কুল জীবন থেকে শিখেছি যে একেবারে শেষের বেঞ্চে বসা মানে পলাতক আসামি। কারণ স্যারেরা কারণে-অকারণে শেষের বেঞ্চে বসা ছাত্রদেরকে অপরাধী হিসেবে সন্দেহ করে। অকারনেই তাদের পড়া ধরে বেশি। কোনও কারণে স্যারেরা যদি স্ত্রীদের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে ক্লাস নিতে আসতেন তাহলে সবচেয়ে পেছনের বেঞ্চে বসা ছাত্রদের পিটিয়ে নিজেদের স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ নিত।

যাই হোক, ২০১৮ সালের শেষের দিকের ঘটনা। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস তখনও অজানা বিষয়। লন্ডনে এক সপ্তাহের মত থেকে ট্রেনে চেপে প্যারিসে যাবার পরিকল্পনা পরিবারসহ।

লন্ডন থেকে প্যারিসগামী ট্রেন আধা ঘন্টা বিলম্ব হওয়ায় ইউরো ট্রেন কর্তৃপক্ষ প্রথমে ক্ষমা চেয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাদেরকে বিজনেস ক্লাস দিল।

ইউরো ট্রেনের বিজনেস ক্লাস মানে সেই রকম আলিশান ব্যাপার। বগির এক পাশে চা কফি। অন্যপাশে বিভিন্ন ফলের রসওয়ালা রঙিন বোতল। দোতলা ট্রেনের নিচ তলায় আবার টাওয়ালসহ গোসল করার ব্যবস্থা। বাড়তি পাওনা হিসেবে বগিতে দুপুরের খাবার পরিবেশনা। সবই ফ্রী।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে হঠাৎ নিজেকে পৃথিবীর সবচাইতে ধনী মানুষ বলে মনে হয়। আমার মত গরীব লোক হঠাৎ করে ধনী হয়ে গেলে আবার বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। আমার মধ্যে সেই ধরনের একটা উপসর্গ দেখা দিলো। পেটে ক্ষুধা নাই তারপরও মনে হলো এই ধরনের খাবার না খেয়ে গেলে দেশী সমাজে মাথা দেখানো ইজ্জ্বতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ট্রেনের ভেতর ফ্রি গামছা দিয়ে গোসল না করলেও এই জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবার দুশ্চিন্তা। যদিও ঘন্টা দুই আগেই গোসল করে স্টেশনে এসেছিলাম।

যাইহোক, শেষমেষ গোসল ছাড়াই ইউরো ট্রেন যাত্রা শেষ করলাম প্যারিস পৌঁছে। প্যারিস শহর তখন রাতের আলোয় আলোকিত। আগে থেকেই এয়ার বিএনবির মাধ্যমে একটা দুই রুমের বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম শহরের কাছাকাছি। ওই বাসার জানালা দিয়ে তাকালে আইফেল টাওয়ারের বাত্তি জ্বালানো মাথা দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর রাতের খাবার কিনতে প্যারিসের রাস্তায় বের হলাম একা একা। উদ্দেশ্য দেশি রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করে খাবার কিনে নিয়ে আসা। আধ ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে দুইটা দেশি রেস্টুরেন্ট খুঁজে পেলাম। পরিচয় হলো কমপক্ষে ৫ জন বাংলাদেশির সাথে। বোনাস হিসাবে পরিচয় হলো আরও কমপক্ষে ৭ জন সেনেগালিস ভাই-ব্রাদারের সাথে। তাদের মধ্যে আবার চারজনের একই নাম। ইব্রাহিম।

আমেরিকার তুলনায় ইউরোপের সবকিছুই ছোট। বাড়ি-গাড়ি, দোকান, রাস্তাঘাট, রেস্টুরেন্ট, বার্গারের সাইজ ইত্যাদি অনেক কিছুরই সাইজ ছোট। পক্ষান্তরে, আমেরিকার অনেক কিছুই আকারে বড়। শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের শারীরিক গঠন ও উচ্চতার দিক দিয়ে ইউরোপিয়ানদের চাইতে বেশি না হলেও প্রস্থে বেশ মোটা। এর একটা কারণ আমেরিকানরা খায় বেশি কিন্তু হাঁটাহাঁটি করে কম।

ভাড়া করা বাড়িতে দুটি রুম, একটি টয়লেট থাকলেও সেটি মূলত একটি ছোট রুমের সমান। কাঠের ওয়াল দিয়ে একপাশে বাথরুম অন্যপাশে থাকার রুম করা হয়েছে। ওয়ালমার্ট থেকে বড় পুতুল কিনলে খুব সম্ভবত প্রাণহীন পুতুলও ওখানে থাকতে পারবে না।

রাতে ঢুকলাম কাঁচ দিয়ে ঘেরা গোসলখানায়। গোসলখানাটি উচ্চতায় সাড়ে ছয় ফিট হলেও প্রস্থে খুব সম্ভবত ২৪ ইঞ্চি বা দুই ফিটের বেশি না। কোনরকমে স্লিম ফিগারের একজন দাঁড়িয়ে গোসল করতে পারবে কিন্তু ডানে বা বায়ে ঘুরে ঘুরে গোসল করতে পারবে না। উপরের দিকে সাবানদানী।

আমি সাবান গায়ে মাখতে মাখতেই সর্বনাশ হয়ে গেল। পিচ্ছিল সাবান হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। কিন্তু ওই সাবান হাত দিয়ে তোলার কোন উপায় নাই। কারণ দুই ফিট চওড়া গোসলখানায় শরীর উপুর করে সাবান তোলা যাবে না। এমতাবস্থায় শব্দ করেও কারও সাহায্য নেয়া সম্ভব না। কারণ গোসলখানার দরজাও বন্ধ।

শেষমেয়ে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আরেক পা ভাঁজ করে পাঁচবার চেষ্টা করে সাবান মেঝে থেকে তুলে আনলাম। এক পা দিয়ে এই অসাধ্য কাজটি করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হলো।

আগেই বলেছিলাম গরিবের আত্মতৃপ্তি এক অন্যরকম ব্যাপার। এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই গরীব হতে হবে। কারও কাছে পাঁচ হাজার টাকায় দুপুরের খাবারের বিল মামুলি ব্যাপার। কিন্তু একটা পিঁপড়ের কাছে একটি ভাজা মুড়ির ভাঙ্গা অংশ বিশাল প্রাপ্তি। আমি সেই এক পিস মুড়ি নিয়ে হেঁটে চলা পিঁপড়া দলের মানুষ।

ধনী-গরীব, প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তিতে ভরপুর সকলের জীবনই হোক সুখের ও আনন্দের।

শুভ হোক নতুন বর্ষ ২০২৫

জামাল সৈয়দ,
মিনেসোটা, যুক্তরাষ্ট্র
Syed.MN@gmail.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মূল্যস্ফীতি ও বিশ্বজুড়ে প্রকৃত মজুরি হ্রাস

রজত রায়

বিশ্ব অর্থনীতির ভঙ্গুর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। ফলে ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছে ক্রেতাদের। দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন ‘শূন্য কভিড নীতি’ শিথিল করার পর বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা চাঙা হতে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, উচ্চসুদের হার ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও অর্থনীতির গতিচাঞ্চল্য দেখা গেছে বলে মনে করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে গত কয়েক বছর বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির পরিমাণ অনেক বেড়েছে এবং সার্বিকভাবে একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। ফলে পশ্চিমা ভোক্তারা তাদের ব্যক্তিগত খরচের ক্ষেত্রে আরও হিসেবি হয়ে উঠেছিলেন। ২০২২ সালের পর শুধু ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সারা বিশ্বেই মূল্যস্ফীতির চাপ অনুভূত হয়। এর পেছনে মূল কারণ ছিল নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, জ্বালানি সংকট ও সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।

মূল্যস্ফীতি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাম বৃদ্ধির হার। মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত একটি বিস্তৃত পরিমাপ, যেমন- দামের সামগ্রিক বৃদ্ধি বা একটি দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। তবে এটি আরও সংকীর্ণভাবে গণনা করা যেতে পারে। উদারহরণস্বরপ- কিছু পণ্যের জন্য যেমন- খাবার বা পরিষেবাগুলোর জন্য। প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিনিধিত্ব করে যে পণ্য এবং পরিষেবাগুলোর প্রাসঙ্গিক সেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতবেশি ব্যয়বহুল হয়েছে, সাধারণত এক বছরে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রকাশিত একটি নতুন প্রতিবেদনে দেখা গেছে মুদ্রাস্ফীতির কামড়ের কারণে বিশ্বব্যাপী মজুরি বৃদ্ধি তলিয়ে গেছে। বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি সংকটের কারণে ক্ষীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অনিশ্চয়তার মেঘে ঢাকা দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজুড়ে প্রকৃত মজুরি হ্রাসের দিকে পরিচালিত করেছে। সদ্য শেষ হওয়া নভেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি আরও বেড়ে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর শঙ্কার জায়গায় পৌঁছে গেছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ। সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সফলতার মুখ দেখলেও বাংলাদেশ ব্যতিক্রম। মূল্যস্ফীতি ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশের অর্থ হলো ২০২৩ সালের নভেম্বরে যে পণ্য ১০০ টাকায় কিনতে হয়েছিল ২০২৪ সালের নভেম্বরে তা কিনতে হয়েছে ১১৩ টাকা ৩৮ পয়সায়। একইভাবে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি সংজ্ঞায়িত হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত নভেম্বর ২০২৪ মাসের ভোক্তা মূল্যসূচকে (সিপিআই) এসব তথ্য ওঠে এসেছে।

একসময় সবচেয়ে বড় মূল্যস্ফীতির ঘটনা দেখা গেছে আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়েতে। সেখানে আয়ের চেয়ে সরকারের ব্যয় বেশি হলে সরকার অতিরিক্ত টাকা ছাপিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করে। ফলে বাজারে পণ্যের চেয়ে টাকার জোগান বেশি হয়েছে। মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছিল ৩৭০০ শতাংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গেরিতে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল প্রায় ১৯০০০ শতাংশ। একই রকম চিত্র দেখা গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে। ১৯২২ থেকে ১৯২৩ সালে জার্মানিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছিল ৩২২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছে এমন উদাহরণ হিসেবে এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায় শ্রীলঙ্কার নাম। বছর দুয়েক আগে দেশটি দেউলিয়া হওয়ার মুখে পড়লেও সেখান থেকে ওঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের সংকটকালে দেশটির মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৪৯ শতাংশের বেশি। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে এই হার এসে দাঁড়ায় ৬ দশমিক ৩ শতাংশে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, যেসব দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল, বাজারে নজরদারি কম, সেখানে মূল্যস্ফীতি প্রবল হয়ে ওঠে। বাজারে পণ্যের মজুত এবং মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হয়। যদি পণ্যের তুলনায় মুদ্রার সরবরাহ অনেক বেড়ে যায় অর্থাৎ দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত মাত্রায় টাকা ছাপায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সাধারণত ২ থেকে ৫ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি থাকলে সেটাকে ‘সহনীয়’ বলা যায়। ৭ থেকে ১০ শতাংশ হলে মধ্য ও নিম্নবিত্ত আয়ের মানুষের কষ্ট হয়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। তাহলে শ্রীলঙ্কা কি পদক্ষেপ নিয়েছে? অর্থনীতিকে চাঙা করে

> যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমতির দিকে রয়েছে, তবুও গত দুই বছরের পর্যালোচনায় দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমলে তার সুফল বাংলাদেশ পায় না। দেখা যাচ্ছে গত দু বছরে জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা, লৌহ জাত পণ্যের দাম অনেক কমলেও বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। এটার কারণ কি? এর কারণ আমাদের বিনিময় হারও হতে পারে। গত এক দুই মাস ধরে বিনিময় হার স্থিতিশীল আছে, মুদ্রানীতিও মূল্যস্ফীতি কমাতে সহায়ক।

মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে মুদ্রানীতি কঠোর করে ব্যাংকের সুদের হার বাড়িয়েছে। সরকার কৃচ্ছতা সাধন করে বাজেট ঘাটতি কমিয়েছে, বার্ষিক ঘাটতি কমাতে ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব আরও বাড়িয়েছে, ঋণ পুনর্গঠন করেছে। শিল্প ও কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোনো কোনো খাতে কর বাড়ানো আবার কোনো খাতে ভর্তুকি কমানোর মতো অজনপ্রিয় পদক্ষেপও নিয়েছে দেশটি। একই সঙ্গে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খাদ্যপণ্যের দাম কম রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে ধাপে ধাপে নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশটির মূল্যস্ফীতি নভেম্বর ২০২৪ দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক ২ দশমিক ১ শতাংশ।

মানুষের আয় বেশি বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও তা কিনতে তেমন সমস্যা হয় না। কিন্তু দেশে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতির চেয়ে মজুরি বৃদ্ধির হার কম। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী নভেম্বর মাসে জাতীয় মজুরির হার ছিল ৮ দশমিক ১০ শতাংশ। এর মানে মূল্যস্ফীতি যে হারে বেড়েছে, মজুরি সেই হারে বাড়েনি। বিবিএস গ্রাম-শহর নির্বিশেষে ১৪৫টি নিম্ন দক্ষতার পেশার মজুরির ওপর হিসাব করে থাকে। মজুরি নির্ভর বিশাল জনগোষ্ঠীর ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ বেশি পড়ে। বিবিএসের তথ্য মোতাবেক দেশের ৮৬ শতাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। দেশে এ রকম কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি।

২০২২-২৩ গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বব্যাপী বাস্তব মাসিক মজুরি এই বছর গড়ে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে, যা একুশ শতকে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত আয়ের প্রথম পতনকে চিহ্নিত করেছে। আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হাউংবো এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা যে একাধিক বৈশ্বিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি তা প্রকৃত মজুরি হ্রাসের দিকে পরিচালিত করেছে। এটি কয়েক মিলিয়ন শ্রমিককে একটি ভয়ানক পরিস্থিতিতে ফেলেছে কারণ তারা ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। সর্বনিম্ন বেতনের ক্রয়ক্ষমতা বজায় না থাকলে আয় বৈষম্য এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু নিম্ন মজুরি উপার্জনকারীরা তাদের নিষ্পত্তিযোগ্য আয়ের একটি বড় অংশ অপরিহার্য পণ্য এবং পরিষেবাগুলোতে ব্যয় করে, যা সাধারণত অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর তুলনায় বেশি দাম বৃদ্ধি পায়, যারা এটির সামর্থ্য কম রাখে তারা ক্রমবর্ধমান দামের সবচেয়ে বড় ব্যয় জীবনের প্রভাব ভোগ করে।

পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে এখন অনুকূল পরিবেশ। সর্বশেষ নভেম্বরের রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য পোশাকের রপ্তানিতে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে চলতি অর্থবছর মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। ফলস্বরূপ ইতোমধ্যে কয়েকবার নীতি সুদহারও বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলায় জেলায় টাস্কফোর্সও গঠন করা হয়েছে। কিন্তু যেসব দেশের আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি, তারা সহজে এটা সামাল দিতে পারে। কিন্তু যেসব দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল, বাজারে নজরদারি কম, সেখানে মূল্যস্ফীতি প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন মূল্যস্ফীতি হয়ে থাকে? বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে একেক রকম মূল্যস্ফীতি হয়ে থাকে। অনেক উন্নত দেশে মূল্যস্ফীতির হার সামান্যই পরিবর্তন হয়ে থাকে। অনেক সময় মৃদু মূল্যস্ফীতি হয়, অনেক সময় অতি মূল্যস্ফীতি। যখন জিনিসপত্রের দাম আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, মানুষ তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, সেটা মৃদু মূল্যস্ফীতি। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম রাতারাতি বেড়ে গেলে তাকে অতি মূল্যস্ফীতি বলা হয়।

যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমতির দিকে রয়েছে, তবুও গত দুই বছরের পর্যালোচনায় দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমলে তার সুফল বাংলাদেশ পায় না। দেখা যাচ্ছে গত দু বছরে জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা, লৌহ জাত পণ্যের দাম অনেক কমলেও বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। এটার কারণ কি? এর কারণ আমাদের বিনিময় হারও হতে পারে। গত এক দুই মাস ধরে বিনিময় হার স্থিতিশীল আছে, মুদ্রানীতিও মূল্যস্ফীতি কমাতে সহায়ক। অভ্যন্তরীণভাবে যদি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত থাকে এবং সরকারের ব্যয়ের কৃচ্ছতাও সচল থাকে ও পাশাপাশি বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলোর আমদানি বাজারে মূল্যস্ফীতি কমে তাহলে আমাদের আমদানি পণ্যের দাম কমবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈরি রাষ্ট্র, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও বাংলাদেশের ইউটোপিয়ান

কাকন রেজা

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর, অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ভারতের সাথে বাইডেন প্রশাসনের শীতল সম্পর্ক উষ্ণ হওয়ার আশা ছিলো অনেকের। এর জের পড়বে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতেও, এমন একটা ধারণাই দেওয়া হচ্ছিলো বিভিন্ন মহল থেকে। আর বাংলাদেশের বিপ্লব পরবর্তীকালে ভারতের অসহিষ্ণু ‘গদি মিডিয়া’ তো প্রচার শুরু করেছিল বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার প্রধান ড. ইউনুস ফ্রান্স পালিয়ে গেছেন। রি.পাবলিক টিভি’র ময়ূখ রঞ্জন ঘোষের নর্তন, কুর্দন তো সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশের অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজও পড়েছিল এমন অপপ্রচারে। বিশেষ করে যারা ভূরাজনীতি সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন, তাদের চিন্তাটা ছিল ট্রাম্পের হাওয়ায় যদি বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় তবে, তাদের কী হবে। যেহেতু তারা জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু হাল ফলাফল কী হলো। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বৈরি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈরি রাষ্ট্রের তালিকায় রয়েছে রাশিয়া, পাকিস্তানের মতন দেশও। এদিক দিয়ে বলা যায়, এবার ভারতও পাকিস্তানের কাতারে যুক্ত হলো। এর আগেও যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে সহায়তা করার অভিযোগে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যদিও তখন বাইডেন প্রশাসন পুরোপুরি ক্ষমতায়, বিপরীতে ট্রাম্পের জয়ের পরেও কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। বৈরি রাষ্ট্র যদিও আমাদের দেশের গণমাধ্যম কিছুটা সুশীল ভাষায় একে ‘অসহযোগী রাষ্ট্র’ হিসেবে লিখেছে, তারপরও তো বৈরিতা মানে বৈরিতাই।

অনেকে বলতে পারেন, বৈরিতার কারণটা ব্যাখ্যা করছি না কেন। কারণ, ব্যাখ্যা হলো একধরণের জাস্টিফিকেশন প্রক্রিয়া, সে হোক পক্ষে কিংবা বিপক্ষে। যতই ব্যাখ্যা করি না কেন, বৈরিতা থেকে বেরুনোর কোনো উপায় নেই। ভিসা বিষয়ক জটিলতায় শুধুমাত্র বৈরিতা ঘোষণা করা হয়েছে, কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের হেনস্থার কারণে, এমনটা বলা হবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া মাত্র। কূটনীতিতে সহজ ভাষার অভিযোগগুলোই সবচেয়ে জটিল আর জটিল ভাষারগুলো সহজ। ভূরাজনীতি যারা বোঝেন, তারা বিষয়টি জানেন। একটা রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে, কথাটা সহজ, কিন্তু প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

যা হোক, ট্রাম্পের সময়কাল ভারতের জন্য কেমন কাটে তা আমরা দেখতেই পারবো যদি বেঁচে থাকি। তবে মর্নিং শো’জ দ্যা ডে। ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিও ভারতীয়দের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে এটা নিশ্চিত। ট্রাম্পের অনেক নীতিই ভারতের বিপক্ষে চলে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই। এবং ট্রাম্পের সময়ে এসব নীতির প্রয়োগ হবে সম্ভবত বাইডেনের চেয়েও দ্রুত। বাইডেন ধীরে চলার মানুষ ছিলেন, ট্রাম্প দ্রুতগতির। এই স্পিডটার সাথে ভারত কীভাবে দৌড়াবে তাই আগামিতে দেখার বিষয়।

আঞ্চলিক রাজনীতির কথা বলি। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি। ভারতের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশেরই সুসম্পর্ক যাকে বলে তা নেই। ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এদের সাথে টানাপোড়েন আগ থেকেই। পাকিস্তান তো পুরোই বৈরি রাষ্ট্র। বাংলাদেশের মানুষের সাথে না হলেও বিগত সরকারের সাথে ভারতের প্রচণ্ডরকম ভাব-ভালোবাসা ছিল। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশ এখন অনেকটাই বৈরি বলয়ে। বলতে গেলে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশেষ মিত্রটা হারিয়েছে ভারত। ভারতের গণমাধ্যম মানে ‘গদি মিডিয়া’ যাই বলুক না কেন, ভারতের বিদেশনীতি যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেকটাই ব্যর্থ তা প্রকারন্তরে স্বীকার করে নিয়েছে ভারতের কূটনৈতিক মহল। তারই পরিস্ফুটন ঘটেছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয় শঙ্করের কথায়। গত ১৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে একটা আন্তর্জাতিক নীতি বিষয়ক সাময়িকী প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘ভারতের বিদেশনীতিতে পরিবর্তন আনা দরকার’। গণমাধ্যম তার এমন কথাকে শিরোনাম করেছে। খবরের ভেতরে জয় শঙ্করকে উদ্ধৃত করে বলা হচ্ছে, ‘ভারতের বিদেশি নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলো থেকে শিখে নেওয়া মূল্যবান পাঠ।’ ভারত যে শেখার বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারছে এটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি আশার বিষয়। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাজনীতিতে অনাহূত প্রবেশের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘকাল ধরেই। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়নি অনেকক্ষেত্রে। বাংলাদেশের নির্বাচন তো তার চাক্ষুস প্রমাণ। বাংলাদেশের জুলাইয়ের গণহত্যা তার প্রেক্ষিতে বিপ্লব এবং এখনকার ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’ স্লোগান তারই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ভারতকে এ সত্যটা সত্যিকার অর্থেই বুঝতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতির কথায় আসি। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসলে ‘চট করে’ ঢুকে পড়ার থিউরি যারা আউরাচ্ছিলেন তারা উপরের আলাপ থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন, যদি চান। উন্নত দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতি মূলত কী ধারায় চলে সেটা বুঝতে হলেও উপরের ধারণা থেকে চিন্তাটা শুরু করতে হবে। ইউটোপিয়া থেকে বের হয়ে এসে মানুষের পালস বুঝতে হবে। বুঝতে হবে বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে শত সমালোচনা থাকলেও দিল্লি’র প্রশ্ন যখন আসে তখন কিন্তু সম্মিলিত স্লোগান ওঠে ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’। সকল সমালোচনা আর বিভেদের স্রোত গিয়ে ঐক্যে মেশে। সুতরাং বাংলাদেশের ইউটোপিয়ানদের সবকিছু সমঝেই রাজনৈতিক পথ চলতে হবে। নাহলে... থাক বললাম না।

গ্রেভইয়ার্ডের নীলিমা

সোহানা নাজনীন

ঝাঁ ঝাঁ রোদে,
মার্টল এভিনিউয়ের সিগন্যালে দাঁড়িয়ে,
চোখ পড়ল পাশের গ্রেভইয়ার্ডে।
শরতের নীল আকাশের নিচে গাছের পাতা দুলছে

বাতাসে—কি ভীষণ শান্ত, কোলাহলমুক্ত!

এই মাটির নিচে ঘুমিয়ে আছে মানুষ—
কতো যুগ ধরে,
তুষারে ধুয়ে গেছে শত বছরের স্মৃতি
পৃথিবী তাদের ভুলেছে,
ভুলেছে আত্মীয়েরাও দিনে দিনে।
শুধু কয়েকটি প্রস্তর খণ্ডে রয়ে গেছে তাদের নাম
ফুল, ঘাস আর বুনো ঝোপে ঢেকে গেছে

সেই স্মৃতিরেখা।

কেউ আর জিজ্ঞেস করেনি, তারা কেমন আছে?

ওদের কেউ বলেনি, আমাদের ছেড়ে ওই ছোট্ট কবরে

তোমরা শ্বাস নাও কেমন করে?
আমাদের ছাড়া থাকতে কষ্ট লাগে কি?

গ্রেভইয়ার্ড শুধু চুপচাপ থাকে
নীরবতার ভাষায় বলে—এখানেই শেষ।

বয়স-চোরা পাখি

মারিয়া শাইরি

প্রথম থেকে একইরকম দেখছি তোমার ছবি;
প্রাণোচ্ছ্বল ও সজীব-সতেজ রক্তরাঙা রবি।
বয়স যেন সংখ্যা মাত্র তোমার তবে কতো?
অসম ধ্যান করো নাকি সময় পাও যতো!

যত্ন করে রত্ন সাজো দেখে-আমার আঁখি;
দিবানিশি হাওয়ায় ওড়ো বয়স-চোরা পাখি!
তেইশ বছর এক তাগড়া যুবক মোহন তোমার হাসি;
মায়ায় মাখা মুখটি তোমার, তীব্র ভালোবাসি।

নানারকম ভাবনা নিয়ে-মনটা ভবঘুরে;
অবুঝ মনে আমার তবু হাজার প্রশ্ন ঘুরে।
বয়স তোমার হার মেনেছে বসন্তের ওই সাজে;
বাড়বে সময় কমবে তুমি মহৎ মন্দ কাজে।

ফাগুন-প্রেমে আগুন হয়ে জ্বলবে আমার বুকে;
ভেতর-ঘরে আলো রেখো, স্বপ্ন রেখো চোখে।
মনের পরেও মন রয়েছে চোখের মাঝে দেখা;
মানবগাড়ি প্রবলভাবে কাম-বাসনায় একা।

এসব থেকে দূরে থেকো একটি কথা রেখো;
যার জন্যে আছ ভবে তারেই শুধু দেখো।

আফ্রোদিতি

অলোক আচার্য

তুমি আফ্রোদিতি নও
শরীরে বঞ্চনার নগ্ন উল্লাস দেখি
আমি প্রার্থনারত
শিহরিত রক্ত কণিকার
পুঞ্জীভূত ক্ষোভ!
তুমিই আফ্রোদিতি
মশাল হাতে
আমার নিলামে তোলা যৌবন
ভিঞ্চির তুলির লাস্যময়ী -তুমিই
আমার প্রথম শরীর পাঠ!

উদযাপন

আবির হাসান

ধীরে ধীরে বাতাসের শরীরে মিশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো
উড়ে যেতে দেখি আমাদের অস্তিত্ব—
দেখি, শূন্যতার সবুজ পাতা উল্টো হয়ে কাঁতরায়
নবজাতকের পবিত্র কবরের সামনে!
আর নিঃশব্দের পোড়া মস্তকে সান্ত্বনার
মর্মস্পর্শী হাত বুলিয়ে দেয় জীবন—

স্মৃতির আধ্যাত্মিক দেয়ালে বিগত কাঁন্নার দৃশ্যগুলো
ভেসে ওঠে
বোবা দিগন্তের নীরবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা
আজও আকাশের বুক ছন্নছাড়া করে দেয়-আর
মেঘের হলুদ দুরবিনে শোকসভার মর্মান্তিক দৃশ্য
দু'চোখের সাদা যৌবন কেড়ে নেয়।
অথচ এ দৃষ্টি কখনো নবযৌবনা শালিকের
জন্মদিন উদযাপন করতে দ্যাখেনি!

কোথাও কোনো ঘর নেই

ইফাদ ইমতিয়াজ অয়ন্ত

কোথাও কোনো ঘর নেই,
আলো-আঁধারি প্রমোদের সাধ
আর বদলজীবী হাওয়া কথা কয় যেন....
পরক্ষণেই বাউলা পথের ধুলো লাগে
পৃথিবীর পথে পথে চারণ সংসারীর হৃদে
আরেকবার সংসারী হওয়ার বাসনায়,
আদতের বুনিয়াদে বাউলা সংসারী
যে মেটে যাপনে উদ্বেলিত হয়,
তার মাঝে গুটি কতক শিশুদল ডাঙ্গুলি হাতে
বহে আবহমান রীতিতে,
বেদন-সুখের আদিম কায়া
স্পর্শে হাসে স্পর্শে কাঁদে,
কত মায়া-কত মায়া....
বরাবরই কোন এক ঘাই বিড়ালের জখমী-
আওয়াজে ঘুম ভাঙে।

শাশ্বত ভিন্ন তুমি আমি

বিলকিস ঝর্ণা

তোমার নামের প্রতিশব্দ খুঁজতে খুঁজতে
ঠিক ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
অতল ঘুমের ঘোরে-অবশেষে
তোমাকে আবিস্কার করি এক মাঘের রাতে।

মৃত পূর্ব পুরুষ আর তোমার কথপোকথনে
জল খাবারের আদেশ হুবহু একই।

শুকোনো প্রায় পুকুরের জলে
শাশ্বত নারীর মুখ প্রতিবার-স্থির হয়ে থাকে।
বহুকাল ভুলে থাকা প্রতিকৃতি গুলো
আপোষের দরজা, ভিজিয়ে রাখে শীতের রাতে।

আমি গত জনম আর
এ জনমের বিভেদ খুঁজছিলাম
দেখেছি, তোমার হাতের রেখাও এঁকে দিয়েছে
ঠিক পূর্ব জনমের একই ঈশ্বর।

অথচ তুমি -আমি ফের মানুষ হয়ে গেছি ভেবে
নিজেকে সামলে রাখি।

ডাকনাম

রফিকুল নাজিম

আমাদের দেখা হবে না অনেকদিন।
তারপর, কোনো এক সন্ধ্যায় আমি তোমাকে
ভড়কে দেবো
গোপন নামে ডাক দিয়ে মুহূর্তে পালিয়ে যাবো,
এই শহরের কোটি মানুষের ভিড়ে-
একদম হারিয়ে যাবো।
এবং তুমি সত্যি সত্যি ভড়কে যাবে সেইদিন
তুমি হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজবে এখানে ওখানে সর্বত্র
আজিজ সুপার মার্কেটের পরিচিত সেই বইয়ের দোকানে
পাবলিক লাইব্রেরির সেই কোণায়; যেখানে
আমরা বসতাম
অথবা ছবির হাটের পুরোনো আড্ডায়
আমাকে কোথাও পাবে না আর।
তবুও এই শহরের ঘূর্ণি বাতাসে চড়ে
আমি তোমাকে ডেকে যাবো হঠাৎ প্রিয় সেই ডাকনামে।

জানালার পাশে বসে এক দৃষ্টিতে দূরের একটি গাছের মধ্যে বসে থাকা মা পাখি ও বাচ্চাকে দু'চোখ ভরে দেখছিল বছর দশেকের প্রেরণা। মা পাখিটি তার বাচ্চাদের ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে এসে একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছিল।মধ্যে মধ্যে বাচ্চা পাখিটা মায়ের শরীরে তার ছোট ছোট ঠোঁট দুটো ঘষে নিচ্ছিল। দেখতে দেখতে প্রেরণার চোখ দুটো নিজের অজান্তেই জলে ভরে গেল।

পাহাড়িয়া চা বাগানের অঞ্চল; উঁচু-নিচু পাহাড়ের অনবদ্য রূপ সৌন্দর্য-পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট পাহাড়ি নদী| তারই মাঝে গড়ে উঠেছে 'নলিনী অনাথ আশ্রম।' এই অনাথ আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র নিঃসন্তান বিধবা নলিনী দেবী। আশ্রমের সব শিশুদের প্রাণ-তাদের 'আম্মা'। নিজের সঞ্চিত অর্থ; সাথে সরকারি অনুদান ও সমাজের কিছু মানুষের দান-এই সম্বল করে লালন পালন করেন তাদের; পড়াশোনা করিয়ে জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেন। তারপর প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময়ে জানিয়ে দেন কখন, কোথায়, কিভাবে তাকে পাওয়া গিয়েছিলো।

প্রেরণা শুনেছে জন্ম থেকেই ও এখানে আছে। কে যে তার মা-বাবা তা সে জানে না। তাই প্রেরণা মনে মনে খুঁজে ফিরে তার জন্মদাত্রী মাকে। রাতের আঁধারে কখনো কখনো প্রেরণার ঘুম ভেঙে যায়। মনে মনে ভাবে, 'জানি না মা, তোমার মুখের আদল কেমন, তোমার হাসি কেমন করে আলো ছড়ায়। কিন্তু অনুভব করি তোমাকে, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। জানালার পাশে বসে যখন দূরের গাছটায় পাখির বাসা দেখি, মা পাখির ঠোঁট থেকে খাবার নেওয়া বাচ্চা পাখিটাকে দেখি, তখন আমার বুকের ভেতরে একটা প্রশ্ন গুমরে ওঠে-'আমার মা কোথায়?' 'আম্মা', যাঁর ছায়ায় বড়ো হচ্ছি, তাঁর কাছে পাই অপরিসীম স্নেহ ,ভালোবাসা।কিন্তু তবুও, আমার প্রতিটি চাওয়া, প্রতিটি পাওয়া তোমার ছায়া খুঁজে ফেরে মা। মা, যেখানে থাকো ভালো থেকো। আমি তোমার জন্য তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে এসেছি। তোমার রেখে যাওয়া শূন্যতাকে পূর্ণ করছি আমার অর্জনে। তোমার অভাব আমার জীবনকে শূন্য করেছে, আবার পূর্ণতাও দিয়েছে। কারণ, 'মা' শব্দের ভার নিজেই অনেক বড় – তা হয়তো না দেখেই অনুভব করতে শিখেছি আমি। তুমি আমার কথা ভাবো কিনা জানি না , কিন্তু তোমার অস্তিত্ব আমার প্রতিটি শ্বাসে প্রশ্বাসে মিশে আছে। তোমাকে আমি কথা দিলাম মা ,এই 'আমি' একদিন আমার যোগ্যতার পরিচয় নিয়ে তোমাকে খুঁজে নেবোই।

এইভাবেই কেটে গেলো শৈশব ও যৌবনের সোনালী দিনগুলো। আজ প্রেরণা নিজের নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও মেধার জন্য সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব।

অবশেষে আসে সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটি। 'আমার ঘর' বৃদ্ধাশ্রমের অফিস রুমে বসে প্রেরণা শেষ করে নেয় যাবতীয় নিয়মাবলী। আজ সে এই আশ্রমের ৭৫ বছর বয়সী অনামিকা মিত্রকে দত্তক নিয়েছে 'মা' হিসেবে।

অনামিকা দেবীকে নিয়ে প্রেরণা যখন তার ঘরে এসে পৌঁছালো; তখন সূর্য ঢলে পড়েছে অস্তরাগে। মায়ের জন্য তৈরী করা নির্দিষ্ট ঘরে এসে তাঁকে বসিয়ে দিল বিছানায়; তারপর তাঁর কোলে মাথা রেখে নীরবে বসে রইল।

এদিকে অনামিকা দেবীও ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে আছেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ছেলে সুদীপ সবকিছু তার নিজের নামে করে নিয়ে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে। অথচ পুত্র সন্তানের আশায় কত দিবস রজনী কঠোর তপস্যা করেছিলেন তিনি ও তাঁর স্বামী।কিন্তু প্রথম সন্তান হয়েছিল মেয়ে।রাগে, দুঃখে স্বামীর সহায়তায় মেয়েকে অনাথ আশ্রমে রেখে এসেছিলেন। তারপর দু'বছর পর হলো ছেলে। কি খুশি'ই না হয়েছিলেন তাঁরা। আর তারপর! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর অজান্তেই। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই মেয়েটি তাঁর কেউ না; তবুও তাঁকে মায়ের সম্মান দিয়ে দত্তক নিয়েছে। ভাবতে ভাবতে কখন নিজের অজান্তেই প্রেরণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।তাঁর হাতের স্পর্শে প্রেরণার দুটো চোখ ছাপিয়ে নেমে এলো জলের ধারা।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে প্রেরণা এসে দাঁড়ালো 'নলিনী অনাথ আশ্রমে'- তার ফেলে আসা শৈশবে। আম্মাকে জড়িয়ে ধরে জলভরা চোখে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো-"আচ্ছা আম্মা , একটি ছোট্ট জীবনের শুরু, যেখানে প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী, ছিল উজ্জ্বল সম্ভাবনা; কিন্তু ক্ষোভ ও হতাশার কারণে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো এক নির্জন আশ্রমে, যেখান থেকে সে জানবে না তার পরিচয়! এটা কি শুধুই সত্তার রাগ বা স্বপ্নের অবাস্তবতা? কেন তাকে সবার সামনে বুঝিয়ে দেওয়া হলো না,তুমি ছোট্ট একটা মেয়ে, তবু তুমি অপরিহার্য। সবাই তো তোমার মতো 'আম্মা' পায় না, যিনি বুকে করে সন্তান স্নেহে প্রতি শিশুকে বড়ো করে তোলেন| তাহলে অন্য শিশুরা! শুধুমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে -যেখানে তাদের হাত নেই ; নিঃসীম অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মা-বাবা কন্যা সন্তানকে অন্ধকার জীবনের পথে চালিত করছেন, সন্তান মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে; এ কোন সমাজ আম্মা? আমরা এই সমাজের অহংকার করি?'

তারপর চোখ মুছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললো, 'আজ আমি পেরেছি আম্মা। নিজের অধিকার ও পরিচয় আমি খুঁজে নিয়েছি আপন যোগ্যতায়।'

নলিনী দেবী ওর কপালে স্নেহ চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন –'তোর পরিচয় দিবি না অনামিকা দেবীকে?'

প্রেরণা দৃপ্ত স্বরে বলে উঠলো-'কক্ষনো না ,পরিচয়ের আড়ালেই থাকবে আমাদের সম্পর্ক।'

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
তোফায়েল চৌধুরী
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health.
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

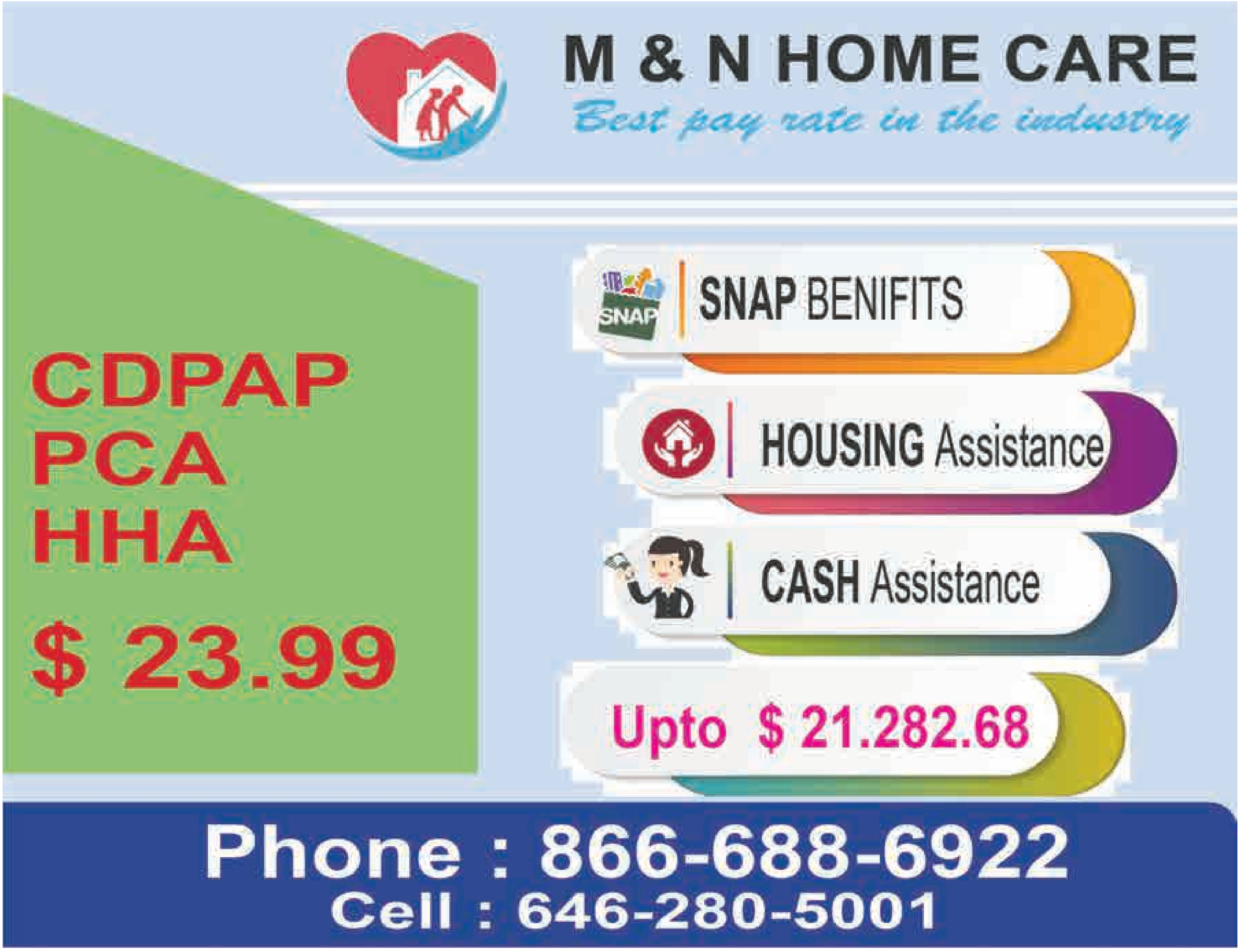
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS LAW GROUP

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE
2022
LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
2 January 2025, Thursday, Issue 407

বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৮ পৌষ ১৪৩১, ২ রজব ১৪৪৬

স্বাগত ২০২৫

নতুন বছরকে বরণ করছে হংকং। ছবি: সংগৃহীত

দেশে দেশে জমকালো নতুন বর্ষবরণ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভৌগলিক কারণে সবার আগে নতুন বছর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে স্বাগত জানায় নিউজিল্যান্ড। ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা ছুঁতেই নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু হয় আতশবাজি। ২০২৫ সালকে বরণ করা হয়, অকল্যান্ডের স্কাই টাওয়ারের আতশবাজি উৎসব দিয়ে।

আতশবাজির বর্ণিলচ্ছটায় বিশ্বজুড়ে বরণ করা হয় নতুন বছরকে। ভৌগোলিক কারণে, সবার আগে ২০২৫ সাল'কে স্বাগত জানিয়েছে নিউজিল্যান্ড। প্রতিবেশী অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবারেও ছিলো জমকালো আয়োজন। বর্ণিল আয়োজন ছিলো চীন, মালয়েশিয়া'সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

নিউজিল্যান্ডের পর, বর্ষবরণের উৎসব শুরু হয় প্রতিবেশি অস্ট্রেলিয়ায়। ২০২৫ সালকে স্বাগত জানানোর সবচেয়ে জমকালো আয়োজন করা হয় সিডনিতে। চোখ ধাঁধানো আতশবাজিতে মেতে ওঠে হারবার। বর্ণিল আলোয় রঙ্গিন হয়ে ওঠে সিডনির আকাশ।

ভৌগলিক দূরত্বে, দেরিতে নতুন বছর আসলেও, আয়োজনে কমতি নেই অন্যান্য দেশেও। ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক আয়োজনে ২০২৫ সালকে বরণ করেছে চীনের মানুষ।

নতুন বছর বরণে আয়োজন ছিলো তাইওয়ানেও। ১০১ তলা তাইপেই টাওয়ারে ছিলো, আতশবাজির মনোমুগ্ধকর আয়োজন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নিউইয়র্কে সিকিউরিটি ট্রেনিং স্কুলে অনিয়ম: শাস্তি পেল ৪২ স্কুল

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ক্লাস না করিয়ে সনদ প্রদান, নিয়ম নীতি না মানাসহ বিভিন্ন অভিযোগে গত ১৪ বছরে ৪২টি সিকিউরিটি ট্রেনিং স্কুলকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট জেনারেল বিজনেস ল আর্টিকেল ৭-এ, সেকশন- ৮৯ অনুযায়ী এই শাস্তি প্রদান করেছে নিউইয়র্ক ক্রিমিনাল জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট। এরমধ্যে ৩৯ টি স্কুলকে প্রত্যাহার (রিভোকড) ও বাকি তিনটিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি সবগুলোকে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে। শাস্তিপ্রাপ্ত স্কুলের মধ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি স্কুলও রয়েছে।

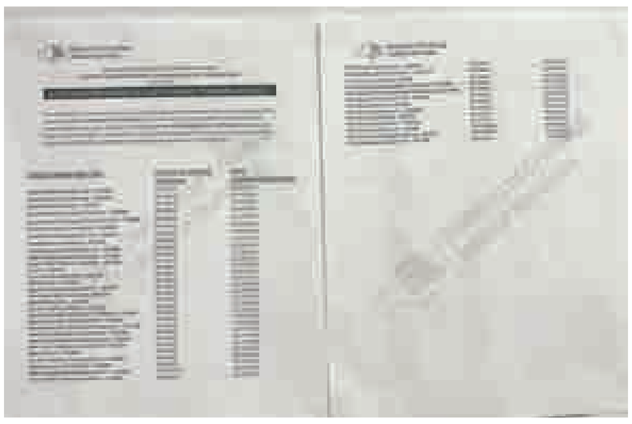

নিউইয়র্কে নিয়ম অনুযায়ী, সিকিউরিটি ট্রেনিং স্কুলে নতুন লাইসেন্স গ্রহণ ও পুরাতন লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ক্লাস করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে তা পুরোপুরি মানছে না বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি সিকিউরিটি ট্রেনিং স্কুল। বিষয়টিকে আইনের গুরুতর লঙ্ঘন বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

জানা যায়, নতুন লাইসেন্স নিতে আগ্রহীদের আট ঘণ্টার প্রি-অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাস, ১৬ ঘণ্টার ওজেটি ক্লাস করতে হয়। আর লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবছর ৮ ঘণ্টার বার্ষিক ক্লাস করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি সিকিউরিটি ট্রেনিং স্কুল এই নিয়ম ন মেনে ক্লাস করানো ছাড়াই লাইসেন্স প্রদান করে আসছে।

আইন অনুযায়ী কেউ এ বিষয়ে ক্রিমিনাল জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ করলে কর্তৃপক্ষ ২৫০ ডলার জরিমানার পাশাপাশি স্কুল মালিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবে। নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হলে স্কুল বন্ধও করতে পারে ক্রিমিনাল জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট।

এ বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞ এস কে সাহেব আলী শাহেদ বলেন, নিউইয়র্কে আইন ভঙ্গ করার জন্য আরও কিছু সিকিউরিটি স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মোটা অংকের আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০৯ কোটি, ভারত-চীনের অবস্থান অপরিবর্তনীয়

নিউজ ডেস্ক

নতুন বছরের (২০২৫ সাল) ১ জানুয়ারি বিশ্বের জনসংখ্যা হতে যাচ্ছে ৮০৯ কোটি। বিদায়ী বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে ৭ কোটি ১১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৭ জন। সেই হিসাবে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্বের জনসংখ্যা হতে যাচ্ছে ৮০৯ কোটি ২০ লাখ ৩৪ হাজার ৫১১ জন। সেই সঙ্গে বিশ্বের জনবহুল দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। এসব তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় জনজরিপ সংস্থা ইউএস সেন্সাস ব্যুরো।

বুধবার দেয়া সেই বিবৃতিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'বিদায়ী ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে ৭ কোটি ১১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৭ জন। সেই হিসেবে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্বের মোট জনসংখ্যা পৌঁছাবে ৮০৯ কোটি ২০ লাখ ৩৪ হাজার ৫১১ জন। শতকরা হিসেবে ২০২৪ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে দশমিক ৮৯ শতাংশ।'

বিগত ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে জন্মহার ছিল কম। ইউএস সেন্সাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ফেরদৌস নাজমী

একজন মুক্তিযোদ্ধা হতে পেরে আমি গর্বিত

সোহানা নাজনীন

'আমি খুব গর্বিত যে, এমন একটা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত হতে পেরেছি। যুদ্ধে যাওয়ার সুযোগটা নিতে পেরেছি,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্র বর্ষবরণে নিহত ১৫, হামলাকারীর কাছে আইএস পতাকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে হামলার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছে। বুধবার স্থানীয় সময় বেলা সোয়া ৩টার দিকে ক্যানাল অ্যান্ড বুরবোন স্ট্রিটে এই ঘটনা ঘটে।

হামলাকারী শহরের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা নিউ অরলিন্সে নববর্ষ উদযাপনের সময় মানুষের ভিড়ের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দেয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটিকে 'ইচ্ছাকৃত হামলা' বলে দাবি করেছে পুলিশ। নিউ অরলিন্স পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট অ্যান কির্কপ্যাট্রিক জানিয়েছেন, হামলাকারী ব্যারিকেড ভেঙে বার্বন স্ট্রিটে ঢুকে মানুষের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দিয়ে হামলা চালিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দ্রুত গতিতে গাড়ি উঠিয়ে দিয়ে যত বেশি মানুষকে আঘাত করা যায়, তত বেশি মানুষকে হত্যা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।'

ঘটনার সময় বার্বন স্ট্রিটে অসংখ্য মানুষ নববর্ষ উদযাপন করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়িটি দ্রুতগতিতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এর পরপরই চালক গাড়ি থেকে নেমে গুলি চালানো শুরু করেন। তখন পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। কির্কপ্যাট্রিক জানিয়েছেন, এই হামলায় দুজন পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে সুস্থ আছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

এরিক অ্যাডামস্

নিউইয়র্ক সিটির পর্যটন খাত ফিরে এসেছে

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

আতিথেয়তা ও পর্যটন খাতকে নিউইয়র্ক সিটির অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, নিউইয়র্ক সিটি তার অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণে এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। ২০২৪ সালে প্রায় ৬.৫ কোটি দর্শনার্থী শহরে ভ্রমণ করেছেন। এটি নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com